পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 281 Saturday, 12 September, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৮২ সংখ্যা ❋ ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩, শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘আগামী দিনে বাংলায় পাঁচ হাজার কোটির বিনিয়োগ হবে’

‘বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন ওয়ার্ডরোব’-এর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ‘পশ্চিমবঙ্গে হারিয়ে যাওয়া শিল্পবান্ধব পরিবেশ নতুন সরকার চার মাসেই ফিরিয়ে এনেছে’, শুক্রবার সল্টলেক সিটি সেন্টারে ‘বাজার্স স্টাইল রিটেইল লিমিটেড’-এর আয়োজনে বিশ্বের বৃহত্তম ফ্যাশন ওয়ার্ডরোবের উদ্বোধন করে বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলা এই বিশেষ অর্জনকে বাংলার জন্য এক গর্বের মুহূর্ত হিসেবে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে রাজ্যে আগামী ৩ বছরের মধ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ, নতুন ১৪০টি আউটলেট চালু এবং পুরুলিয়ায় ১,৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সৌরবিদ্যুৎ উপাদন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘দেখুন, বাজার্স স্টাইল রিটেইল লিমিটেড... এরা আজকে আমাদের ফ্যাশন জগতের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য নাম। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেকদিন ধরেই বিজনেস এবং ইন্ডাস্ট্রি ফ্রেন্ডলি পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নানা কারণ ছিল। আমরা চার মাসে নতুন সরকারের সময় ইন্ডাস্ট্রি এবং বিজনেস ফ্রেন্ডলি এনভারমেন্ট তৈরি করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে নানা প্রোগ্রাম করেছি।’’ তিনি বলেন, ‘‘আমাদের যে দুর্গাপুজো আসছে মহাপুজো, তার আগে আজকে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়ারড্রোবের উদ্বোধন এখানে করল এবং তাদেরকে গিনিস বুক অ্যাওয়ার্ডও দিয়েছে। যা

ইতিমধ্যে তাদের সার্টিফিকেশন আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি। ইটস এ গ্রেট প্লেজার।’’ রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এদের কাছ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে এরা পশ্চিমবঙ্গে ১১০-এর জায়গায় আগামী কিছুদিনের মধ্যে ২৫০ ওদের সেন্টার তৈরি করবে এবং এর ফলে আমাদের আরও এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে। এই মুহূর্তে ১০টা স্টেটে ২৭৫টা স্টোরে ডাইরেক্ট ৬,০০০ লোক কাজ করে। এর বাইরেও ৭৫,০০০ ইনডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট এরা দিয়েছে। ৮২৫ এমএসএমই ভেন্ডারস এদের সঙ্গে কাজ করছে। টোটাল ইনভেস্টমেন্ট প্রায় ১,৯০০ কোটি এবং এরা অর্গানাইজেশনকে টার্গেট নিয়েছেন আগামী তিন বছরে ৫,০০০ কোটি ইনভেস্টমেন্ট করবে।’’ এর পাশাপাশি পুরুলিয়ার সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি জানান, মিস্টার আগরওয়াল ফ্যামিলি সেখানে সোলার প্ল্যান্ট বানাচ্ছেন এবং রাজ্য সরকারের নীতি মেনে তার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও প্রশাসনিক সাহায্য দেওয়া হবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কোম্পানিটি আগামী তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের ১৪০টি নতুন স্টোর খোলার লক্ষ্যমাত্রা নিলেও তিনি অনুরোধ করেছেন এটি যেন আগামী ১৮ মাসের (দেড় বছর) মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। সৌর প্রকল্পের বিষয়ে তিনি বিশদে বলেন, পুরুলিয়াতে ইতিমধ্যেই সংস্থাটি সরাসরি ১০০ একর জমি ক্রয় করে ফেলেছে এবং সেখানে ভূমি পূজনে তিনি নিজে যাবেন। পরবর্তীতে সব মিলিয়ে প্রায় ১,০০০ একর জমি ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলছে। বিগত চার মাসে শিল্পক্ষেত্রে রাজ্যের ইতিবাচক পরিবর্তন ও নতুন বিনিয়োগের খতিয়ান একাধিক বড় প্রকল্পের উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রীঃ শ্রীরাম ও লাক্স গ্রুপ-ডানকুনির প্রকল্পে ৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সম্প্রসারণ। শ্যাম স্টিল-মেজিয়ায় ১৫,০০০ কোটি টাকার মেগা এক্সপ্যানশন প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়ে

● এরপর ৬ পাতায়...

নভেম্বরের শেষেই কলকাতা-হাওড়ায় পুরভোট?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ পুজোর পরই রাজ্যে পুরভোটের দামামা বাজতে পারে। আপাতত সেই লক্ষ্যেই ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি। যদিও, কোন মাসে কত তারিখে ভোট হবে অর্থাৎ পুরভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে, নবান্ন সূত্রে খবর, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেই পুরভোট হতে পারে। মূলত, ওই সময়ে কলকাতা ও হাওড়া পৌরনিগমে ভোট করানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, সেপ্টেম্বর মাসের শেষেই পুরভোট নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের অবস্থান জানাবে রাজ্য সরকার। শুধু কলকাতা ও হাওড়া নয়, নভেম্বরের শেষে রাজ্যের আরও কয়েকটি পুরসভায় ভোট করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে বালি, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, ধূপগুড়ি, কালিম্পং ও কার্শিয়াং। ইতিমধ্যেই পুরভোটের কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস, আসন সংরক্ষণ ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। সূত্রের খবর, পুজোর আগেই প্রশাসনিক স্তরে প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে রাখতে তৎপর নবান্ন। পুজোর পরেই পুরভোটের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নামবে নির্বাচন কমিশন। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে নভেম্বরের শেষেই ফের ভোটের দামামা বাংলায়। পুরভোটকে লক্ষ্য করে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। ইতিমধ্যে একটি দলীয় কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কলকাতা পৌরনিগমের ভোটে বিজেপির ইনচার্জ করা হয়েছে সুকান্ত মজুমদারকে। এছাড়া কমিটির সদস্যরা নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছেন। গত রবিবারই কলকাতা পৌরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিধায়ক সজল ঘোষের বাড়িতে বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায়, উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ, বিজেপি নেতা সন্তোষ পাঠক।

ব্রেইলি সেতুর কোনও ক্ষতি হয়নি, জানাল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ অতি বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের মিরিকে বালাসন নদীর উপরে নব নির্মিত ব্রেইলি সেতুর কোন ক্ষতি হয়নি বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ আজ নবান্নে সাংবাদিকদের বলেন জুলাই মাসের শুরুতে নির্মিত এই সেতু এখনও অক্ষত রয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে ও যোগাযোগ স্বাভাবিক রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। পূর্ত দপ্তর এই সেতুর পাশে স্থায়ী সেতু তৈরির কাজ শুরু করেছে এবং নিদৃষ্ট সময়ের মধ্যেই তা শেষ হবে বলে স্বরাষ্ট্র সচিব জানান। বৃষ্টিতে ব্রেইলি সেতু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে তা সঠিক নয় বলে জানিয়ে তিনি বলেন হিউম পাইপের উপরে মাটি ফেলে যাতায়াতের জন্যে স্থানীয়রা পুরনো যে সেতুটির উপর দিয়ে চলাচল করছিল সেটা ক্ষতি হয়েছে। সেই সেতুর সঙ্গে বেইলি ব্রিজের কোন সম্পর্ক নেই বলে তিনি জানিয়েছেন।

রাজাবাজার থেকে ক্যানাল স্ট্রিট

বেআইনি বহুতলের ‘কালো সাম্রাজ্য’!

সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতার বুকে বেআইনি বহুতল নির্মাণ এবং তার আড়ালে কোটি কোটি কালো টাকা সাদা করার ভয়ঙ্কর চক্রের উন্মোচনে এবার সরাসরি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজাবাজার, মানিকতলা, বেলেঘাটা থেকে শুরু করে ক্যানাল স্ট্রিপ্ট সংলগ্ন এলাকায় হু হু করে গড়ে ওঠা অন্তত ৫০টি বেআইনি বহুতলের তালিকা হাইকোর্টের নজরে আসার পরই এই নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থ মামলায় শহরের বুকে অবাধে গজিয়ে ওঠা বেআইনি আবাসন নিয়ে চরম উষ্মা প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। বক্তব্য, কেবল নিয়ম ভেঙে বহুতল তোলাই নয়, এই রিয়েল এস্টেট কারবারের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিপুল অঙ্কের বেআইনি ও অপরাধের কালো টাকাকে সাদা করা। কোটি কোটি টাকার এই অবৈধ লেনদেনে যুক্তদের অবিলম্বে চিহ্নিত করার পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মারাত্মক প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। জনগণের বারবার করা অভিযোগ সত্ত্বেও পুরসভা কেন হাত গুটিয়ে বসে ছিল এবং এতে পুর আধিকারিকদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগসাজশ ছিল কি না - তাও সিবিআইকে বিশদে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। শুনানিকালে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের পূর্ব ঘোষিত ‘টাস্ক ফোর্স’-এর প্রকৃত ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। প্রধান বিচারপতি জানতে চান, রাজ্য সরকার টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ দেওয়ার পর আজ পর্যন্ত এই জট ছাড়াতে কী পদক্ষেপ করেছে? অন্যদিকে, সিবিআই আদালতে জানায়, ইতিপূর্বে মামলাকারী সরাসরি তাদের চিঠি দিলেও বিগত রাজ্য সরকার তদন্তের অনুমতি না দেওয়ায় তারা পদক্ষেপ করতে পারেনি। তবে হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়- যেখানে বিপুল অর্থ লেনদেন ও সংগঠিত অপরাধ জড়িত, সেখানে আদালতের নির্দেশে সরাসরি সিবিআইয়ের হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ আইনি এক্তিয়ার রয়েছে।

সুজিতের ছেলের রেস্তোরাঁতে হানা

ফ্রিজ খুলতেই মিলল কেজি কেজি পচা মাংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন হোটেল-রেস্তরাঁ-দোকানে অভিযান চালাচ্ছে খাদ্য সুরক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই কলকাতার ৫০টি বেশি রেস্তরাঁর লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে। এবার প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বসুর রেস্তরাঁতে হানা দিলেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। সেখানে তল্লাশি চালাতে গিয়ে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। সূত্রের মাংস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া খাবার জল নিয়েও সুরক্ষা বিধি মানা হয়নি বলে অভিযোগ। খাদ্য সুরক্ষা দফতর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই রেস্তরাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। লেকটাউনের একটি রেস্তরাঁকে দুইদিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, অপর একটি রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে, শুক্রবার সকালে লেকটাউনের আরও একটি বিরিয়ানির দোকানে যৌথভাবে অভিযান চালান খাদ্য

খবর, ফ্রিজ খুলতেই মিলেছে কেজি কেজি পচা মাংস। লেকটাউনে সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বসুর দু’টি রেস্তরাঁ রয়েছে। এদিন ওই দুই রেস্তরাঁতেই যৌথ অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দফতর, ক্রেতা সুরক্ষা দফতর ও লেকটাউন থানার পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তাতেই বেশ কিছু অনিয়ম ও বেনিয়মের ছবি ধরা পড়েছে বলে খবর। খাদ্য সুরক্ষা দফতর সূত্রে খবর, খাদ্যে সুরক্ষা বিধি মানা হয়নি। মাছি-মশা ভনভন করছে খাবারের উপর। শুধু তাই নয়, ফ্রিজ থেকে ৬০ কেজি পচা সুরক্ষা দফতর, ক্রেতা সুরক্ষা দফতর ও লেকটাউন থানার আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, তল্লাশির পর দেখা গিয়েছে, জলের বোতল লোকাল ভেন্ডারের থেকে কেনা হচ্ছে। ফুড সেফটির ট্রেনিং নিয়েছিলেন যে বাপ্পা মণ্ডল, তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি ফ্রোজেন জাতীয় জিনিস যেমন পনির, কাসুন্দির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। তবে, পেস্ট কন্ট্রোল ঠিকভাবে হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা।

শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে আইনি জট

সিঙ্গল বেঞ্চেই পুনর্বিবেচনার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ আইনি মারপ্যাচে অথৈ জলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রীরামপুরের সভা। ত্রুটিপূর্ণ মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চেই পুনর্বিবেচনার নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের। শ্রীরামপুরের মাহেশে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত জনসভা এবং মিছিলের অনুমতি ঘিরে তৈরি হওয়া আইনি জট আরও বাড়ল। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের হওয়া মামলাটি ত্রুটিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হওয়ায় তা খারিজ হয়ে গেছে। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, এই মামলার রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি নিয়ে পুনরায় একক বেঞ্চের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসেই যেতে হবে। আইনি এই মারপ্যাচের জেরে আগামী সপ্তাহের আগে রাজ্য সরকার নতুন করে এই বিষয়ে আদালতে আর্জি জানাতে পারে বলে আইনি মহল সূত্রে খবর। ফলে সভার ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। পুরো ঘটনাটির সূত্রপাত গত শুক্রবার দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের জমায়েত ও মিছিলের অনুমতি চেয়ে কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়াকে কেন্দ্র করে। বৃহস্পতিবার সেই মামলার প্রথম দফার শুনানিতে একক বেঞ্চের বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, জিটি রোড ছুঁয়ে কোনও মিছিল করা যাবে না। এর পরিবর্তে দুপুর ১টা থেকে ৩টের মধ্যে সর্বোচ্চ দুই হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের মাঠে শর্তসাপেক্ষে একটি সভা করার অনুমতি দেয় আদালত। পাশাপাশি, সভায় ধর্মীয় উস্কানিমূলক বা প্ররোচনামূলক বক্তব্য সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে এবং কঠোর শব্দবিধি মেনে চলার নির্দেশও দেওয়া হয়। একক বেঞ্চের এই শর্তসাপেক্ষে নির্দেশ হাতে পাওয়ার পরই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে নড়েচড়ে বসে রাজ্য সরকার ও মাহেশ জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ। তারা তৎক্ষণাৎ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের শরণাপন্ন হয়। মামলার শুনানিতে রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য জোরালো সওয়াল করেন যে, মাহেশের যে নির্দিষ্ট মাঠে সভা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটি ধর্মীয় সম্পত্তি। মন্দির কর্তৃপক্ষ যদি অনুমতি না দেয়, তবে সেখানে রাজ্য প্রশাসন বা পুলিশ কীভাবে জোর করে সভার ব্যবস্থা করতে পারে? এই প্রশাসনিক ও আইনি অসঙ্গতিকে হাতিয়ার করেই একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে ঘোষণা করায় তা সিঙ্গল বেঞ্চেই ফেরত পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, এই আইনি টানাপোড়েনের মাঝেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র

● এরপর ৬ পাতায়...

ব্রিকসের নৈশভোজে যোগ দিচ্ছেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ বাংলার জন্য বড় লক্ষ্য নিয়ে এবার দেশের রাজধানীতে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ব্রিকসের নৈশভোজে যোগ দেবেন তিনি। দিল্লিতে ব্রিকস সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে চলেছে দু’দিনের। সেখানেই যোগ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। তথ্য, শনিবার দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এই সম্মেলনের উদ্বোধন। শনিতেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অতিথিদের আপ্যায়ণ করা হবে রাষ্ট্রপতি ভবনে। সেখানেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। উপস্থিত থাকবেন, ভ্লাদিমির পুতিন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ইরানিয়ান প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেসকিয়ান। সেখানেই হাজির থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। তার জন্যই আগামিকাল, শনিবার দিল্লি যাওয়ার কথা তাঁর। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত জোট ‘ব্রিকস’ ১৮তম শীর্ষ সম্মেলনটি ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ভারত এবার আয়োজকের দায়িত্বে। দিল্লির পরেই তাঁর মুম্বই যাওয়ার কথা রয়েছে। তথ্য, মুম্বই সফরকালে, তিনি মুকেশ আম্বানির সঙ্গে দেখা করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উন্নয়নে বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীর আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার, সেই বিষয়টিরও উল্লেখ করেন। তথ্য, মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানি তাঁকে ফোন করে তাঁদের পরিবারের গণেশ পূজায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

৯/১১ হামলার ২৫ বছর

‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সামনে থেকে লড়াই করবে’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বরঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে ঘটে যাওয়া মানব ইতিহাসের অন্যতম অভিশপ্ত ৯১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার ২৫ বছর পূর্তিতে নিহতের স্মরণ করছে গোটা বিশ্ব। এই দিনটিতে ট্র্যাজেডির শিকার অসংখ্য নিরীহ মানুষকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সেইসব পরিবারগুলির সঙ্গে আমাদের সমবেদনা ও সংহতি অবিচল রয়েছে, যাঁদের জীবন ওই একটি মর্মান্তিক দিনে চিরদিনের জন্য বদলে গিয়েছিল।’ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বিশ্ববাসীকে মনে করিয়ে দেন যে, আন্তর্জাতিক এই

নিহতদের স্মরণে বার্তা মোদির

নরেন্দ্র মোদি। বিশ্বমঞ্চে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা তুলে ধরে তিনি আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সমস্ত হুমকির বিরুদ্ধে ভারত কতটা দীর্ঘ ও কঠিন পথ অতিক্রম করে এসেছে। নরেন্দ্র মোদি বলেন,

প্রকার বর্বরোচিত সন্ত্রাসবাদী মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ডকে নিঃশেষ করতে ভারত সব সময় সামনের সারিতে থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে। শুক্রবার ‘এক্স’-এ এক কড়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘ভয়াবহ ৯/১১ হামলার ২৫ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। আজ আমরা সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো সমস্ত নিরীহ মানুষদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ‘সন্ত্রাসবাদ বিশ্বজুড়ে অসংখ্য নিরীহ মানুষের তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ শিকার হিসেবে ভারত গত কয়েক দশক ধরে এই লড়াইয়ের একদম প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে।’ হামলার ধরন ও চরিত্র যতই বদলে যাক না কেন, দিল্লির অবস্থান যে বিন্দুমাত্র টলবে না,

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের আপ্তসহায়ককে ৮ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে আট দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দিল মেদিনীপুর জেলা আদালত। শুক্রবার সকালে ভবানীভবন থেকে সিআইডির একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে মেদিনীপুরে নিয়ে যায়। আদালতের এই রায়ের ফলে তদন্তের প্রক্রিয়া আরও জোরদার হবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট থেকে তাঁর ওপর থাকা আইনি রক্ষাকবচ উঠে যায়। সেই নির্দেশ কার্যকর হতেই গত বৃহস্পতিবার বেলায় সিআইডি তড়িঘড়ি সুমিত রায়কে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারির পর থেকেই তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারী গোয়েন্দারা। সিআইডি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, টাকা লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখে পড়েছেন তিনি, তবে তাঁর দেওয়া উত্তরগুলি একেবারেই সন্তোষজনক নয়। এমনকি এর আগের জিজ্ঞাসাবাদেও তাঁর বয়ানে বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল বলে দাবি গোয়েন্দাদের। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য এখন এই দুর্নীতির নেপথ্যে থাকা মূল চক্রকে খুঁজে বের করা। ঠিক কার বা কাদের নির্দেশে সুমিত রায় এই সমস্ত কাজ পরিচালনা করতেন এবং সেই নির্দেশ কোথা থেকে আসত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি,

● এরপর ৬ পাতায়...

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিজেপির ‘সেবা সংকল্প অভিযান’, শিল্প ও রাজনীতি নিয়ে মুখ খুললেন স্বপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যেও এক মাসব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি শুরু করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালিত হবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’। শুক্রবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। একই সঙ্গে ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প পরিস্থিতি এবং রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইস্যু নিয়েও নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন তিনি। স্বপন দাশগুপ্ত জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন শুধু একজন নেতার জন্মদিন নয়, এটি দেশের সর্বোচ্চ পদে থাকা একজন নেতার কাজের মূল্যায়ন করার দিন। ২০১৪ সালের মে মাস থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ পথ চলায় ভারতের অর্থনীতি ও পরিকাঠামোয় যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরাই এই অভিযানের মূল প্রেক্ষাপট। ২০১৪ সালের অস্থায়ী ও ভঙ্গুর পরিস্থিতি থেকে ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। রেলের টিকিট কাটা থেকে

শুরু করে কর ব্যবস্থার সরলীকরণ-সর্বত্রই ২০১৪ ও ২০২৬-এর ভারতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে এবং এই উন্নয়নের নেপথ্যে রয়েছে মোদির ব্যক্তিগত নেতৃত্ব। এই এক মাসব্যাপী কর্মসূচিতে মোট তেরোটি ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানানো এবং মোদির ব্যক্তিগত উদ্যোগে ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়াসকে সামনে আনা। কেক কাটা বা মিষ্টি বিতরণের মতো সাধারণ উদযাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচি থাকছে। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিশেষ সম্মান জানানো হবে। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অংশ হিসেবে আলপনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর জন্য এই যাত্রা সংগঠিত হবে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের স্টার্ট-আপগুলির অবদান এবং টেকনোলজি সচেতনতা প্রসারে মোদির ভূমিকা তুলে ধরা হবে। এই প্রতিযোগিতায় ছোটখাটো স্টার্ট-আপ ও ড্রোন নির্মাতারা তাঁদের প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের সামনে প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। ২০১৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ভারত কীভাবে প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে, তা এই যাত্রার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। রাজ্যের বর্তমান শিল্পায়ন এবং কর্পোরেট বিনিয়োগ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, ‘‘বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপে

● এরপর ৬ পাতায়...

নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস, পুষ্টি নিয়ে মাসব্যাপী জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি

নয়াদিল্লি,১১ সেপ্টেম্বর (পিআইবি)ঃ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস বা জাতীয় পুষ্টি মাস পালন করা হয়। গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা, শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং তাঁদের পরিবারের মধ্যে পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও যত্ন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৬-এর সূচনা হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। এ বছর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের সুষম ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। আগের পোষণ মাসগুলিতে মাতৃ পুষ্টি, শিশু ও অল্পবয়সি শিশুদের খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি, শিশুর বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। দেশজুড়ে পুষ্টির মানোন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।পটভূমিঅপুষ্টি এখনও ভারতের অন্যতম বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এর প্রভাব পড়ে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, শারীরিক বৃদ্ধি, শেখার ক্ষমতা এবং কর্মদক্ষতার উপর। এই সমস্যার মোকাবিলায় পুষ্টিকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনতে ভারত সরকার ২০১৮ সালের মার্চ মাসে বহু মন্ত্রকের সমন্বয়ে পোষণ অভিযান শুরু করে। ২০২১-২২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিভিন্ন পুষ্টি কর্মসূচিকে মিশন পোষণ ২.০-এর আওতায় আনা হয়। নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের অধীনে এটি ভারতের একক জাতীয় পুষ্টি মিশন হিসেবে কাজ করছে।পোষণ ২.০-এর আওতায় তিনটি প্রধান প্রকল্পকে একত্রিত করা হয়েছে পোষণ অভিযানপ্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, জন-আন্দোলন এবং আচরণগত পরিবর্তনের উদ্যোগ।অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা বা সমন্বিত শিশু বিকাশ পরিষেবা সম্পূরক পুষ্টি, গরম রান্না করা খাবার এবং শিশুর প্রাথমিক পরিচর্যা।কিশোরী প্রকল্পস্কুলের বাইরে থাকা কিশোরী ও অন্যান্য কিশোরীদের পুষ্টি সহায়তা।প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে পালিত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস মিশন পোষণ ২.০-এর উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম।নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে রুদ্রাক্ষ ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড কনভেনশন সেন্টারে নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সূচনা হবে। এই বছরের মূল ভাবনা, ‘ অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দায়িত্ব’। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। প্রত্যেক নাগরিককে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্ব ও উন্নয়নে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বিশ্বের বৃহত্তম শিশু পরিচর্যা ব্যবস্থার অংশ। প্রত্যন্ত এলাকার শিশুদের কাছেও এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৬‘ অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দায়িত্ব’ মূল ভাবনার ভিত্তিতে এবারের পোষণ মাসে পুষ্টি, পরিচর্যা ও শিশুর প্রাথমিক বিকাশে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে জন-যোগাযোগের মাধ্যমে মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।এই বছরের কর্মসূচিতে পাঁচটি প্রধান বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

১. খাদ্যে বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিন
২. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টাটকা গরম রান্না করা খাবার
৩. জনযোগাযোগ ও দায়বদ্ধতা
৪. শিশুর বিকাশে পুষ্টি ও প্রাথমিক উদ্দীপনা
৫. প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার ১০ বছর

১. খাদ্যে বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিনস্থানীয় ও মিলেট, ডাল ও সবজি, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারের পাশাপাশি উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উৎস থেকে পর্যাপ্ত প্রোটিন গ্রহণ সুস্বাস্থ্য ও সঠিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈচিত্র্যময় খাবার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং অপুষ্টি প্রতিরোধে সাহায্য করে। বিশেষ করে শিশুকে বাড়তি খাবার দেওয়ার সময় থেকেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি।সম্ভাব্য কর্মসূচিস্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যময় খাবার নিয়ে প্রদর্শনী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে পুষ্টিকর খাবার তৈরির সরাসরি প্রদর্শনী করা হবে। পোষণ মেলাস্থানীয় পুষ্টিকর খাবার, রান্নার প্রদর্শনী এবং বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য সুষম খাবার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হবে। প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার প্রচার অভিযানডাল, শস্য, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার এবং ডিমের মতো উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিনের উৎস সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। পোষণ বাটিকা ও স্থানীয় খাবারের প্রচারপোষণ বাটিকায় উৎপাদিত এবং স্থানীয়ভাবে পাওয়া মরসুমি খাবারকে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

২. অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টাটকা গরম রান্না করা খাবারভোক্তাদের নিয়মিত টাটকা, বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর গরম খাবার পৌঁছে দেওয়া সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় উপকরণ, মিলেট, ডাল ও মরসুমি সবজি দিয়ে স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। পোষণ মাস ২০২৬-এ সাপ্তাহিক মেনু পরিবর্তন, জনসম্পৃক্ততা এবং খাবারের গুণমান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।সম্ভাব্য কর্মসূচিসাপ্তাহিক মেনু পরিবর্তনরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ধরনের গরম খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে উসাহিত করা হবে। গরম রান্না করা খাবারের প্রদর্শনীসম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার তৈরির সরাসরি প্রদর্শনী করা হবে। খাবারের গুণমান পরীক্ষা এর সহযোগিতায় দেশজুড়ে গরম রান্না করা খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা পরীক্ষা করা হবে।খাবার চেখে দেখার কর্মসূচিঅভিভাবক, পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে খাবার চেখে দেখার কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

৩. জনসংযোগ ও দায়বদ্ধতানারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রকের ২৩ জুন, ২০২৬-এর নির্দেশিকা অনুযাযী. সম্প্রতি অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি বা গঠন করা হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজারের নেতৃত্বে এই কমিটিগুলি জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো, পরিষেবার মান পর্যবেক্ষণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কার্যক্রম আরও কার্যকর করার কাজ করবে। পোষণ মাস ২০২৬ এই কমিটিগুলিকে সক্রিযভ়াবে কাজে যুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেঃেদ্র সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির মেনু বোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে উপভোক্তারা প্রতিদিনের খাবার ও তাঁদের প্রাপ্য পরিষেবা সম্পর্কে জানতে পারবেন। এতে পরিষেবার স্বচ্ছতা ও জননজরদারি বাড়বে। সম্ভাব্য কর্মসূচিঅঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় করাদেশের সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে AMC-কে সক্রিয় করে জনসম্পৃক্ততা ও পুষ্টি পরিষেবার মানোন্নয়নে যুক্ত করা হবে। পোষণ মাসে প্রতিটি কমিটির অন্তত একটি বৈঠক করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।সম্পূরক পুষ্টি কর্মসূচির মেনু বোর্ডসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মেনু বোর্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিদিনের গরম খাবার ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া খাবারের তালিকা সম্পর্কে মানুষকে জানানো হবে। খাবারের গুণমান পর্যবেক্ষণকম্স্বক্ত এবং মাতৃ কমিটিগুলিকে খাবারের গুণমান, পরিমাণ এবং নির্ধারিত মেনু মেনে চলা পর্যবেক্ষণে যুক্ত করা হবে।

৪. শিশুর বিকাশে পুষ্টি ও প্রাথমিক উদ্দীপনাশিশুর কি খাওয়া দরকার এবং তার মানসিক বিকাশ কীভাবে হবে, এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে সঠিক পুষ্টি ও যত্ন শিশুর মস্তিষ্কের সুস্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে অপুষ্টি হলে শিশুর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে।শূন্য থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের বিকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য সংশোধিত হোম ভিজিট শিডিউল তৈরি করা হয়েছে। এতে ৩৪টি বিকাশের ধাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অভিভাবকদের আরও ভালোভাবে পরামর্শ দিতে পারবেন।সম্ভাব্য কর্মসূচিসংশোধিত হোম ভিজিট শিডিউলের ব্যবহারজীবনের প্রথম ১,০০০ দিন এবং শৈশবের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারকে সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা দিতে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।নবচেতনা ও আধারশিলা পাঠক্রমের মাধ্যমে বয়স উপযোগী শিক্ষা, বিকাশ এবং স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।বিকাশে বিলম্ব হওয়া শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা পরিষেবায় পাঠানোবিকাশগত সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও RBSK দলের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে।পুষ্টি ও শিশুর মানসিক বিকাশ সম্পর্কে সচেতনতাপর্যাপ্ত পুষ্টি এবং শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশে যত্ন ও উদ্দীপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা হবে।

৫. প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা২০২৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা ১০ বছর পূর্ণ করছে। এটি দেশের প্রধান মাতৃত্বকালীন সুবিধা কর্মসূচি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃ পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের অভ্যাস এবং গর্ভাবস্থায় আর্থিক সহায়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পোষণ মাস ২০২৬-এ এই প্রকল্পের আওতা বাড়ানো, উপযুক্ত উপভোক্তাদের সচেতন করা এবং মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গত এক দশকের অগ্রগতি তুলে ধরা হবে। জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে মা ও শিশুর পুষ্টি ও যত্নের গুরুত্বও এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। সম্ভাব্য কর্মসূচিশতভাগ অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগসমস্ত যোগ্য গর্ভবতী ও প্রসূতি মহিলাকে চিহ্নিত করে PMMVY-র আওতায় নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে। আবেদন যাচাই, অনুমোদন এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পাঠানোর কাজ দ্রুত করার উপর জোর দেওয়া হবে। জনসচেতনতা অভিযানপ্রকল্পে কারা সুবিধা পাবেন, কী কী সুবিধা রয়েছে এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে, সে সম্পর্কে প্রচার চালানো হবে। PMMVY টুলকিট প্রকাশরাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য PMMVY টুলকিট প্রকাশ করা হবে। স্থানীয় ভাষায় এই উপকরণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাজ্যগুলিকে উসাহিত করা হবে।জনযোগাযোগ ়পুষ্টিকে জনআন্দোলনে পরিণত করাপোষণ অভিযানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল পুষ্টির উন্নয়নকে একটি প্রকৃত জন-আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা। এই কর্মসূচির লক্ষ্য শুধু সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া নয়। মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় স্তরে দায়িত্ববোধ গড়ে তোলাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুকে খাওয়ানোর সঠিক পদ্ধতি, বৈচিত্র্যময় খাবার গ্রহণ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, হাত পরিষ্কার রাখা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে জনযোগাযোগ জরুরি।পোষণ মাস ও পোষণ পক্ষওয়াড়া দেশের বৃহত্তম পুষ্টিকেন্দ্রিক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় অভ্যাস সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়।পোষণ পখওয়াড়া, এপ্রিল ২০২৬-২০১৮ সাল থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসে পোষণ পক্ষওয়াড়া পালন করা হচ্ছে। এটি দুই সপ্তাহের একটি বিশেষ জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি।এ বছর অষ্টম পোষণ পক্ষওয়াড়া পালিত হয় ৯ থেকে ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত।বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর ছয় বছর বয়সের মধ্যে মস্তিষ্কের ৮৫ শতাংশের বেশি বিকাশ ঘটে। এর মধ্যে জীবনের প্রথম ১,০০০ দিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।এই সময় শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ, শারীরিক বৃদ্ধি ও সামগ্রিক সুস্থতার ভিত্তি তৈরি হয়।এই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০২৬ সালের অষ্টম পোষণ পখওয়াড়ার মূল বিষয় ছিল ‘ প্রথম ছয় বছরে মস্তিষ্কের সর্বোত্তম বিকাশ’এই কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু ‘ জন্য পুষ্টি’ নয়, বরং ‘ সর্বোত্তম বিকাশের জন্য পুষ্টি ও শৈশবের প্রাথমিক উদ্দীপনা’-র উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।অষ্টম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস ২০২৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের ধারে প্রধানমন্ত্রী অষ্টম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সূচনা করেন।একই সঙ্গে ‘ নারী, সশক্ত পরিবার অভিযান’-এরও সূচনা হয।নারী ও শিশুবিকাশ মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক যৌথভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবাযন় করছে।২০২৫ সালের রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মোদি-পুতিন বৈঠকে কি বড় প্রতিরক্ষা চুক্তির চূড়ান্ত সিলমোহর?

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বাণিজ্য, জ্বালানি ও প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা-ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকে। সরকারি সূত্রের দাবি, এই বৈঠকে রাশিয়ার প্রস্তাবিত পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান সুখোই ষ্কঙ্গ-৫৭ক্ক-এর যৌথ উৎপাদন, ভারতীয় বায়ুসেনার এসইউ-৩০এমকেআই বা ‘সুপার সুখোই’ আধুনিকীকরণ, এবং অতিরিক্ত এস-৪০০ ও প্যান্টসির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে পারে। ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের ভারত সফরে এসেছেন পুতিন। সফর ঘিরে নয়াদিল্লি ও মস্কোর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ফের আলোচনার কেন্দ্রে। দীর্ঘদিনের সামরিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভবিষ্য প্রজন্মের যুদ্ধবিমান ও আকাশ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে যৌথ কাজের সম্ভাবনাও গুরুত্ব পাচ্ছে। এসইউ-৫৭ই নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত? রাশিয়ার প্রস্তাবিত এসইউ-৫৭ই হল সুখোই এসইউ-৫৭-এর রপ্তানি সংস্করণ। গত মার্চে ভারতকে এই যুদ্ধবিমান যৌথভাবে উৎপাদন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিল মস্কো। সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে ভারতীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে অত্যাধুনিক স্টেলথ যুদ্ধবিমান তৈরির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা সফরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে এফ-৩৫ Lightning II-এর এফ-৩৫ক সংস্করণ কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফলে রাশিয়ার এসইউ-৫৭ই এবং আমেরিকার এফ-৩৫-দুই বিকল্পের মধ্যে ভারতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

‘কাশ্মীরীদের জেলে পাঠাতে চায় কংগ্রেস?’ মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ নিয়ে কংগ্রেসের আপত্তির জেরে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরে ফের প্রকাশ্যে এল মতপার্থক্য। ন্যাশনাল কনফারেন্সকে গানটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিল কংগ্রেস। এবার তারই তীব্র পালটা দিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর প্রশ্ন, সরকারি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের নির্ধারিত নিয়ম মানলে যদি জোটসঙ্গীর আপত্তি থাকে, তাহলে কি কংগ্রেস চায় কাশ্মীরিরা জেলে যাক? বন্দে মাতরম ইস্যুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সম্প্রতি শ্রীনগরে জম্মু-কাশ্মীর চলচ্চিত্র উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আবদুল্লার উপস্থিতিতে বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পরিবেশন করা হয়। গানটির প্রতি সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের শীর্ষ নেতারা উঠে দাঁড়ান। গানটি তাঁরা না গাইলেও প্রায় ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর এই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক। কংগ্রেসের তরফে ন্যাশনাল কনফারেন্সের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। কী বলেছিলেন কংগ্রেসের বেণুগোপাল? কংগ্রেসের সংগঠন বিষয়ক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল সামাজিক মাধ্যমে দাবি করেন, বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুত্ববাদী ও সমন্বয়বাদী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের একাধিক বিশিষ্ট নেতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শের ভিত্তিতেই জাতীয় গানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গ্রহণ করা হয়েছিল। বেণুগোপালের বক্তব্যে মূলত সেই সংক্ষিপ্ত সংস্করণকে অনুসরণ করার পক্ষে সওয়াল করা হয়। একইসঙ্গে জোটসঙ্গী ন্যাশনাল কনফারেন্সকেও এই অবস্থানের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের এই বক্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, বন্দে মাতরম নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে নতুন করে মতবিরোধ তৈরি হচ্ছে কি না। ওমরের পালটা প্রশ্ন, ‘কাশ্মীরীরা কি জেলে যাবে?’ কংগ্রেসের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে ওমর আবদুল্লা কার্যত সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন জোটসঙ্গীর দিকে। তাঁর যুক্তি, শ্রীনগরের অনুষ্ঠানটি সরকারি অনুষ্ঠান ছিল। ফলে কেন্দ্রের সংসদে পাশ হওয়া আইন এবং সরকারি নিয়ম মেনে চলা তাঁদের বাধ্যতামূলক। ওমরের বক্তব্য, সংসদে কোনও আইন পাশ হলে তা গোটা দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। জম্মু-কাশ্মীরও তার বাইরে নয়। সেই আইন না মানলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এই প্রসঙ্গেই তাঁর প্রশ্ন, কংগ্রেস কি চায় কাশ্মীরিরা জেলে যাক? ওমর আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স দলীয়ভাবে বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের সমর্থক নয়। কিন্তু সরকারি অনুষ্ঠানে কেঃন্দ্রীয় আইন ও নিয়ম মেনে চলার জন্য দলের নেতারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তাঁর দাবি। ‘কাশ্মীরীরা সামান্য বিষয়ের জন্য জেলে যেতে রাজি নই’ন্যাশনাল কনফারেন্সের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওমর বলেন, বিষয়টি নিয়ে দলের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান রয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থানের সঙ্গে সরকারি অনুষ্ঠানে প্রচলিত নিয়ম মেনে চলার বিষয়টিকে এক করে দেখা উচিত নয়।

তাঁর বক্তব্যের সারকথা-বঙ্গেদ মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ নিয়ে দলের আপত্তি থাকলেও, সরকারি অনুষ্ঠানে আইন অমান্য করে সংঘাতে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।এই বিতর্ক নতুন করে ইন্ডিয়া জোটের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যকে সামনে নিয়ে এসেছে। জাতীয় প্রতীক, গান এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে জোটের বিভিন্ন দলের অবস্থান যে সবসময় এক নয়, বঙ্গেদ মাতরম বিতর্কে সেটিই ফের স্পষ্ট হচ্ছে।এখন প্রশ্ন, ওমর আবদুল্লার পালটা মন্তব্যের পর কংগ্রেস কী অবস্থান নেয় এবং এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত জোটের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলে। আপাতত বঙ্গেদ মাতরমকে ঘিরে কংগ্রেস ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের সংঘাত যে আরও তীব্র হয়েছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার জন্য উদ্যমে ভরপুর একটি দিন। নিজের কাজকর্মে আপনি আরও উসাহ ও আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন। নতুন প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করার জন্য এটি দারুণ সময়, কারণ আপনার চিন্তাভাবনায় স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা থাকবে।

বৃষঃ আজ ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর একটি দিন। এই সময় আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে এবং আপনার কাজকর্মেও তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আজকের দিনটি আপনার জন্য উপযুক্ত। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটালে আপনি আনন্দ ও সন্তুষ্টি পাবেন।

মিথুনঃ আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। অমীমাংসিত সমস্যা অস্পষ্ট হবে এবং অর্থব্যয় আপনার মনকে নিরানঃদ করবে। ব্যবহারে অস্থিরতা দেখাবেন না- বিশেষ করে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে, তাতে গৃহশান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। এমন পোষাক পরবেন না যা আপনার প্রেমিকা পছ ন্দ করেন না কারণ এতে তাকে অসম্মান করা হয়।

কর্কটঃ আজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারেন, যা আপনাদের উত্তেজিত এবং বিচলিত করতে পারে। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তবে আপনার মূল্যবান জিনিসগুলির বিশেষ যত্ন নিন।

সিংহ ঃ আজ ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর একটি দিন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে, যা আপনাকে নিজের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবাযন় করতে সাহায্য করবে। আজ আপনার চারপাশের মানুষ আপনার প্রতি মনোযোগ দেবেন এবং আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেবেন।

কন্যাঃ আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অগ্রগতিতে ভরপুর একটি দিন। নিজের কাজে শৃঙ্খলা ও সংগঠিত থাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন। আপনার পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার এটাই উপযুক্ত সময়।

তুলাঃ নিজেকে অপ্রয়োজনীয় দোষারোপ আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে। আপনি রক্ষণশীল বিনিযােগে বিনিয়োগ করে আরো বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। বিবাহযোগ্যদের জন্য বৈবাহিক বন্ধন। জানলার উপর ফুল রেখে আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করুন।

বৃশ্চিকঃ আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সু ঃদর এবং গৌরবজনক ছবি প্রবেশ করান। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রম দৃষ্টি গোচর হবে এবং আজ আপনার জন্য কিছু আর্থিক পুরস্কার নিয়ে আস্তে পারে।

ধনু ঃ আজ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক দিন। আপনার চারপাশের মানুষের কাছে আপনি উসাহ ও আনঃদের উস হয়ে উঠবেন। আপনার উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসী মনোভাব আপনাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত-উভয় ক্ষেত্রেই আপনার ভাবনাগুলির প্রশংসা করা হবে।

মকরঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হযে উঠবেন। কিন্তু একজন স্বার্থপর বদরাগী ব্যক্তিকে এ।িয়ে চলবেন কারণ তিনি আপনাকে কিছু মানসিক উত্তেজনা দেবে যা পুনরায সমস্যা বাড়িযে দিতে পারে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে।

কুম্ভ ঃ আজ একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনার চিন্তাভাবনা ও আত্মবিশ্বাস আপনাকে নতুন সুযোগের দিকে নিয়ে যাবে। নতুন কোনও প্রকল্পে কাজ করা বা নতুন ভাবনা গ্রহণ করার জন্য এটাই সঠিক সময়। বন্ধু ও পরিবারের প্রতি আপনার টান বাড়তে পারে এবং তাঁদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনি উপভোগ করবেন।

মীন ঃ আজ আপনার জীবনে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। আজ আপনি নিজের জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির উপর বিশ্বাস রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে, বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, কারণ সামান্য মতপার্থক্যও বড় আকার নিতে পারে। আজ আপনি শিল্প বা সৃজনশীল কাজের প্রতি বেশি আগ্রহী হতে পারেন, যা আপনার চিন্তাভাবনায সতেজতা আনবে।

বিজয় মালিয়ার সম্পত্তি বেচে ১৪,১৩১ কোটি আদায়, তবু মামলা চলবে, বম্বে হাই কোর্টে ইডি

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ পলাতক ঋণখেলাপি বিজয় মালিয়ার কাছ থেকে ঋণের অঙ্কের দ্বিগুণেরও বেশি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বম্বে হাই কোর্টে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, মালিয়ার সম্পত্তি বিক্রি করে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৪,১৩১.৬০ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। অথচ দেশে তাঁর বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬,২০৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বকেয়া ঋণের তুলনায় ইতিমধ্যেই দুই গুণেরও বেশি অর্থ উদ্ধার হয়েছে। তবে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার হলেও বিজয় মালিয়ার বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি মামলা বন্ধ হবে না বলেই স্পষ্ট করেছে ইডি। আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, ঋণদাতাদের টাকা উদ্ধার হওয়া এবং আর্থিক অপরাধের অভিযোগ-দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ফলে সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা মিটে গেলেই মালিয়া তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাবেন না। সম্প্রতি ব্রিটেনে বসে বিজয় মালিয়া দাবি করেছিলেন, তাঁকে ‘ বলা ঠিক নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল, ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির কাছে তাঁর যে পরিমাণ টাকা বকেয়া ছিল, তার তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সরকারি সংস্থা উদ্ধার করেছে। মালিয়ার দাবি অনুযায়ী, তাঁর বকেয়া ছিল প্রায় ৬,২০৩ কোটি টাকা, অথচ এজেন্সিগুলি প্রায় ১৪,১৩১.৬০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে। মালিয়ার সেই দাবির সঙ্গে উদ্ধার হওয়া অর্থের অঙ্কের ক্ষেত্রে কার্যত মিল পাওয়া গেলেও, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ব্যাখ্যা নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে ইডি। ‘ উদ্ধার মানেই অপরাধ থেকে মুক্তি নয়’ বম্বে হাই কোর্টে মালিয়ার

আইনজীবীরা তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলাগুলি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছেন। সেই আবেদনের বিরোধিতা করে ইডি জানিয়েছে, সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা উদ্ধার হওয়াকে কখনওই অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতির কারণ হিসেবে দেখা যায় না। ইডির বক্তব্য, আর্থিক অপরাধের তদন্ত এবং ঋণদাতাদের টাকা ফেরত পাওয়া-দুটি পৃথক আইনি প্রক্রিয়া। উদ্ধার হওয়া অর্থ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদাতাদের জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে বলেই আর্থিক অপরাধের অভিযোগের গুরুত্ব কমে যায় না। তদন্তকারী সংস্থার আরও দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিচারব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করা এবং দেশের বাইরে অবস্থান করাও মালিয়ার বিরুদ্ধে চলা আইনি প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিংফিশার ঋণ থেকেই বিতর্কের শুরু-বিজয় মালিয়া একসময় কিংফিশার এয়ারলাইন্সের মালিক ছিলেন। সংস্থাটির জন্য একাধিক ভারতীয় ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, কিংফিশার এয়ারলাইন্স সেই ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর মালিয়ার বিরুদ্ধে ঋণখেলাপ এবং আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত একাধিক মামলা শুরু হয়। ২০১৬ সালের মার্চে ভারত ছেড়ে ব্রিটেনে চলে যান মালিয়া। এরপর তাঁকে পলাতক ঘোষণা করা হয়। ২০১৭ সালের ১৮ এপ্রিল লন্ডনে গ্রেপ্তার করা হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে মুক্তি পান তিনি। এরপর থেকে তাঁকে ভারতে ফেরানোর জন্য দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া চলছে। ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলি বহু বছর ধরে মালিয়াকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চালালেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে মালিয়ার দাবি, তাঁর বকেয়া ঋণের অঙ্ক নিয়ে যে ছবি তুলে ধরা হয়, তা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে বম্বে হাই কোর্টে ইডির সাম্প্রতিক বক্তব্যে একটি বিষয় স্পষ্ট-মালিয়ার সম্পত্তি বিক্রি করে বকেয়া ঋণের তুলনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার হলেও, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে চলা ফৌজদারি মামলাগুলির আইনি ভবিষ্য বদলাচ্ছে না। ফলে টাকা উদ্ধার হলেও আইনি লড়াই থেকে এখনও রেহাই মিলছে না কিংফিশার কর্তার।

SHRIRAM
Asset Reconstruction

মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (SARPL)
বিভিন্ন SARPL ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কর্মরত, নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ শ্রীরাম হাউস, নং ৪, বারকিট রোড,টি. নগর, চেন্নাই - ৬০০ ০১৭ কর্পোরেট কার্যালয়ঃ ইউনিট নং এফএফ- এ-০৫, এ উইং ।, প্রথম তলা, আর্ট গিল্ড হাউস । ফিনিক্সমার্কেট সিটি, এলবিএস মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০ ০৭০ ওয়েবসাইটঃ www.shriramarc.com কাস্টমার কেয়ার নম্বরঃ ১৮০০ ১২০ ২৩৮৯ ইমেইলঃ customercare@shriramarc.com

গণবিজ্ঞপ্তিঃ স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম ও বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি’
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২’
-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলামসাথে পঠিতঃ ’সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২’-এর বিধি ৯(১)-এর শর্তাংশ।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা, জামিনদার ও বন্ধকদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলো-যা ’সুরক্ষিত পাওনাদার’ (বর্তমানে **মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড** বা ’SARPL’, যারা বিভিন্ন SARPL ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে এবং নিবন্ধিত ’অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট’-এর মাধ্যমে আর্থিক সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে)-এর কাছে বন্ধকচার্জ করা হয়েছিল-সেগুলোর প্রকৃত দখল (Physical Possession) গ্রহণ করা হয়েছে। SARFAEI আইনের ৫ নম্বর ধারার অধীনে, মূল ঋণদাতাঅ্যাসাইনার (M/s Aditya Birla Capital Limited, যা পূর্বে Aditya Birla Finance Limited নামে পরিচিত ছিল)-এর কাছ থেকে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতাদের সংশ্লিষ্ট আর্থিক সম্পদ এবং তার বিপরীতে সৃষ্ট জামানত ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব অধিগ্রহণ করার পর, ’সুরক্ষিত পাওনাদার’ (SARC-Trust-03-এর ট্রাস্টি হিসেবে) এখন এই সম্পত্তিগুলো নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করবে। বকেয়া অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ, চার্জ ও অন্যান্য খরচ আদায়ের লক্ষ্যে নিচে উল্লিখিত নিলাম সময়সূচি অনুযায়ী যেমন আছে, যেখানে আছে (As is where is), যেমন আছে, যা আছে (As is what is) এবং যা কিছু আছে (Whatever there is) ভিত্তিতে এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। এই প্রক্রিয়াটি ’Security Interest (Enforcement) Rules, 2002’-এর বিধি ৮(৬)-এর শর্তাংশ এবং বিধি ৯(১) অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতাদের বিবরণ, বকেয়া অর্থের পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা (encumbrances) থাকলে তার তথ্য, সংরক্ষিত মূল্য (reserve price), আর্নেস্ট মানি বা জামানত বাবদ জমা (earnest money deposit), বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (Increment Bid), নিলামের তারিখ এবং পরিদর্শনের তারিখ নিচে দেওয়া হলোঃ

ঋণ হিসাব নম্বর, ট্রাস্টের নাম ওহস্তান্তরকারী মূল ঋণদাতার নাম	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার / নামজামিনদার / বন্ধকদাতা	১৩(২) ধারার দাবিনামার তারিখ ও পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা) ও বিড বৃদ্ধির পরিমাণ,ইএমডি ও বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, নিলামের তারিখ,নিলামের সময়, পরিদর্শনের তারিখ ও দায়-দেনার বিবরণ (যদি থাকে)ঃ	যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
HCFKO1TER00001000574CFKO1TER00001000572,HCFKO1TER00001000571MI-NACS0168101,HCFKO1TER00001000575 ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট নং- SARC - TRUST-3মূল ঋণদাতাঃ আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাললিমিটেড (পূর্বেআদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে পরিচিত)	**১. মেসার্স শমুক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এর মাধ্যমে কনসালটেন্সি সার্ভিসেস স্বত্বাধিকারী অনিরুদ্ধ ব্যানার্জি(ঋণগ্রহীতা),** ২. **Shomuk Consultancy Services Pvt আরপি জিতেন্দ্র লোহিয়ার (সহঋণগ্রহীতা) মাধ্যমে লিমিটেড** **৩. অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং** **৪. শুভার্থী ব্যানার্জী** (সহ-ঋণগ্রহীতা)সমস্ত Roঃ ১. ২২৪, এজেসি বোস রোড, স্যুট নং। ৬১৪, কৃষ্ণা বিল্ডিং, কলকাতা- ৭০০০১৭ ২. ৬ই, কেয়াতলা রোড, পি.এসঃ লেক, এখন রবীন্দ্র সরোবর, ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা-৭০০০২৯ ৩. প্রাঙ্গণ নং ১. ১২বি, মেঘনাদ সাহাসরণি, পি.এস. লেক, কলকাতা - ৭০০০২৯। ৪. ২৭, শর বোস রোড, বসুন্ধরা এনডি বিল্ডিং, ২ তলা, মিন্টো পার্কের কাছে,কলকাতা - ৭০০০২০ (আরপি মিঃ এর ঠিকানা। জিতেন্দ্র লোহিয়া)।	দাবি বিজ্ঞপ্তি তারিখ **২৮-১০-২০২২** টাকা **২৪,৯৭,১১,৮৬৩.৭৫** -(চব্বিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ এগারো হাজার আটএকশো তেষট্টি পচাত্তর পয়সা)১৮.১০.২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় টাকা	**সম্পত্তি নং ১ঃ** ফ্ল্যাট নং ১১২বি, মেঘনাদ সাহা সরণি, কলকাতা ৭০০ ০২৯ **সংরক্ষিত মূল্যঃ১,৪৪,০০,০০০- টাকা (এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) বিড বৃদ্ধির পরিমাণঃ ১,০০,০০০ টাকা** এবং এর গুণিতক হারে **ইএমডি-র পরিমাণ (সংরক্ষিত মূল্যের ১০)ঃ১৪,৪০,০০০- টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২ঃ ফ্ল্যাট নং ৩০১ ও ৪০১,** প্রাঙ্গণ নং ৬ই, কেয়াতলা রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯ **সংরক্ষিত মূল্যঃ ৪,০৫,০০,০০০- টাকা** (চার কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)বিড বৃদ্ধির পরিমাণঃ ১,০০,০০০ টাকা ও এর গুণিতক অথবা সংরক্ষিত মূল্যের ১-এর মধ্যে যেটি বেশিইএমডি-র পরিমাণ (সংরক্ষিত মূল্যের ১০)ঃ ৪০,৫০,০০০- টাকা (চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৮.০৯.২০২৬,** বিকেল ৫টা পর্যন্তনিলামের তারিখঃ ২৯.০৯.২০২৬নিলামের সময়ঃ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত পরিদর্শনের তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৬ থেকে ২৮.০৯.২০২৬ পর্যন্ত, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত AB-CLSARPL-এর জানা দায়বদ্ধতা / বকেয়াঃ DRT-কলকাতা-র কাছে SA নং ৪২৬২০২৬ এবং SA নং ৯১২০২৫ বিচারাধীন রয়েছে।	সুমেশ মিত্তল ৯৯৯৩৫৮৭৭৯৭ সৌরভশর্মা ৯১ ৮৮২৮২০৪২০৮ অমরজিৎ কুমার ৯১ ৮৬৪৮৮৭৮৭৮৯ রাম শর্মা(নিলাম বাঘ) ৮০০০০২৩২৯৭, ০৭৯-৬৮১৩৬৮৮০ / ৬৮১৩৬৮৩৭, ৯২৬৫৫৬২৮২১১৮

সম্পত্তি (১) - উক্ত ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটটি, যার ‘সুপার বিল্ট-আপ’ আয়তন ১৫০০ বর্গফুট (কিছু কম-বেশি হতে পারে) এবং যা তিনটি শোবার ঘর, দুটি শৌচাগার/পায়খানা, একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর ও একটি বারান্দা নিয়ে গঠিত (ভবনটি ৫২ বছরের পুরনো এবং সম্পূর্ণ মোজাইক মেঝেযুক্ত) এটি ১১২ বি, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি (থানাঃ লেক, কলকাতা ৭০০০২৯) ঠিকানায় অবস্থিত। এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত জমিতে উক্ত ফ্ল্যাটের আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশ বা অধিকার এবং উক্ত ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাট/ইউনিটের মালিক ও/বা দখলদারদের সাথে যৌথভাবে ব্যবহারের জন্য ভবনের সাধারণ এলাকা, সুযোগ-সুবিধা ও স্থাপনাদির ক্ষেত্রে আনুপাতিক অবিভাজ্য অংশও এর অন্তর্ভুক্ত, **সীমানা ও সংলগ্ন এলাকা নিম্নরূপঃ** উত্তরেঃ ১২২সি, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি দক্ষিণেঃ ২০ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা-ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি (পূর্বনামঃ সাউদার্ন অ্যাভিনিউ) পূর্বেঃ ২২৭, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি পশ্চিমেঃ ১২২এ, ডঃ মেঘনাদ সাহা সরণি,

সম্পত্তি (২) - উক্ত ভবনের সম্পূর্ণ তৃতীয় তলায় অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৩০১ এবং সম্পূর্ণ চতুর্থ তলায় অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪০১ (যাদের মোট ‘সুপার বিল্ট-আপ’ আয়তন ৩৮২০ বর্গফুট) এর সাথে নিচতলায় অবস্থিত দুটি সার্ভেন্ট রুম (প্রতিটির আয়তন কম-বেশি ৬৫ বর্গফুট) এবং তিনটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা যা ৬ই, কিয়াতলা রোড, থানা-লেক, কলকাতা-৭০০০২৯ ঠিকানায় অবস্থিত জমিতে নির্মিত। এর অন্তর্ভুক্ত হলো উক্ত ফ্ল্যাটগুলোর আনুপাতিক অবিভাজ্য জমির অংশ বা শেয়ার এবং উক্ত ভবনের সর্বোচ্চ তলার ছাদের সামনের অংশের (আয়তন কম-বেশি ৭০০ বর্গফুট) ওপর অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ-যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত মানচিত্র বা নকশায় লাল রঙে চিহ্নিত। এছাড়াও রয়েছে সাধারণ অংশ/এলাকা, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা যা বিক্রেতা কর্তৃক উক্ত ভবনে প্রদান করা হবে (যার মধ্যে নিচে লিখিত ‘তৃতীয় তফসিল’-এ উল্লিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত), যা ভবনের অন্যান্য ফ্ল্যাট/এলাকা/অংশ/ইউনিটের সহ-মালিক এবংঅথবা দখলদারদের যাদের ক্রেতাদের মতোই অনুরূপ অধিকার রয়েছে সাথে যৌথভাবে ভোগ করা হবে। উক্ত ফ্ল্যাট, দুটি সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, তিনটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা এবং ছাদের সামনের অংশটি সংযুক্ত মানচিত্রে বা নকশায় লাল সীমানা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যার **সীমানা ও সংলগ্ন এলাকাঃ** উত্তরে - প্রাঙ্গণ নং ৫১ এম, কিয়াতলা রোড পূর্বে - কিয়াতলা রোড (৩০ ফুট চওড়া) পশ্চিমে - প্রাঙ্গণ নং ৬ডি, কিয়াতলা রোড দক্ষিণে - ১৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ।

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলী, বিড ফর্ম এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা/অ্যাসাইনি/শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://www.shriramarc.com অথবা আমাদের নিলামকারী সংস্থার ওয়েবসাইট https://sarfaesi.auctiontiger.net ভিজিট করুন। সংস্থাটির কার্যালয় এখানে অবস্থিতঃ ৮০৪/৮০৫, ওয়াল স্ট্রিট-২, ওরিয়েন্ট ক্লাবের কাছে, গুজরাট কলেজের বিপরীতে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ - ৩৮০০০৬, গুজরাট, ভারত। যেকোনো সহায়তার জন্য support@auctiontiger.net-এ ইমেল করতে পারেন অথবা উপরের তালিকায় দেওয়া ফোন নম্বরের মাধ্যমে আমাদের ব্যবসায়িক সহযোগী মেসার্স জানা স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বিড ফর্মের পাশাপাশি এই শর্তাবলীতেও বিডকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। এই বিজ্ঞপ্তিটি অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। আগ্রহী বিডকারীদের তাদের ইএমডি-এর অর্থ এসএআরসি-ট্রাস্ট-০৩-এর নামে ডিমান্ড ড্রাফট অথবা আরটিজিএস/এনইএফটি-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। বিস্তারিত তথ্যঃ ব্যাংক- আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শাখার ঠিকানা- মুম্বই - কামানি কুরলা পশ্চিম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর- 196205004629 আইএফএসসি কোড- ICIC0001962।

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ৯(১)-এর শর্তাংশ অনুযায়ী] ১৫ দিনের বাধ্যতামূলক বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদারদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ই-নিলামের তারিখের পূর্বেই উপরে উল্লিখিত অর্থ এবং এর সাথে হালনাগাদ সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় সম্পত্তিটি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং বকেয়া কোনো অর্থ থাকলে তা সুদ ও খরচসহ আদায় করা হবে।

স্থানঃ কলকাতা / পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১২-০৯-২০২৬

অনুমোদিত কর্মকর্তা, (মেসার্স শ্রীরাম অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড)
(এসএআরসি-ট্রাস্ট-৩-এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত)

হাওড়ায় অগ্নি-নিরাপত্তায় নজরদারি

সুমন আদক, হাওড়া, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ তারাপীঠ ও কলকাতায় পরপর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর পুজোর আগে হাওড়ায় অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে প্রশাসন। রাজ্য অগ্নি ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের নির্দেশে শুক্রবার হাওড়া ময়দানের একটি ১৪ তলা শপিং মলে ফায়ার অডিট করেন দমকল আধিকারিকরা। স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, স্প্রিংকলার, জলের ট্যাঙ্ক, জরুরি নির্গমন পথ এবং আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিংয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করা হয়। হাওড়া ফায়ার স্টেশনের অফিসার কৃপাসিন্ধু দে জানান, মলের অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক রয়েছে। ঘাটতি থাকলে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হবে।

কঠোর অনুশীলনের স্বীকৃতি তারকনাথের

বনস্পতি দে, কোন্নগরঃ দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং নিয়মিত অনুশীলনের সাফল্য এল তারকনাথ সর্দারের জীবনে। ২৪ তম এশিয়া মহাদেশীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে অমন জডানে, প্রতিযোগিতা ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর, প্রিন্স হামজা স্টেডিয়ামে, তৎসহ এশিয়া মহাদেশীয় ক্যারাটে বিচারকের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ সেপ্টেম্বর , যার ফলাফল ঘোষিত হয় ৭ সেপ্টেম্বর। এই বিচারকেরা এশিয়ান গেমসেও পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আর সেখান থেকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিলেন কোন্নগরের বাসিন্দা সিহান তারকনাথ সর্দার। তিনি এশিয়া মহাদেশীয় ক্যারাটের বিচারকের সর্বোচ্চ যোগ্যতার পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন কুমিতের রেফরি - এ , এবং কাতায় জাজ- এ।

শহর ও শহরতলী

বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর অভিযোগে কংগ্রেস কর্মী গ্রেপ্তার, প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে পথে নামছে দল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক এবার নতুন রাজনৈতিক মোড় নিল। ওই ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে গ্রেপ্তার করতেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস। দলের নেতা গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে দমন-পীড়নের নীতি চলছে এবং রাজ্যে ফ্যাসিস্ট সরকার কায়েম হয়েছে। তাঁর দাবি, কোনওভাবেই ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না কংগ্রেস। বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় দাঁড়িয়েই রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পরই রাতের দিকে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে তাঁর টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ। কংগ্রেসের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে এভাবে গ্রেপ্তার করার ঘটনায় দলের অন্দরে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অতনুর গ্রেপ্তারির পরেই বিবৃতি দিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে দমন-পীড়নের নীতি চালু হয়ে গিয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখানো মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, কংগ্রেস কোনওভাবেই এই ধরনের পরিস্থিতির কাছে মাথা নত করবে না। শুভঙ্কর সরকারের প্রশ্ন, বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার দাবিতে যাঁরা পথে নেমেছেন, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে দল। এই পরিস্থিতিতে অতনু দাসের অবিলম্বে এবং নিঃশর্ত জামিনের সভাপতি মানস সরকার। সেখানে নিজে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। শুধু কলকাতাতেই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেও অতনু দাসের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? তাঁর অভিযোগ, বাগেশ্বর বাবা বাঙালিদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন এবং বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অপমান করেছেন। পাশাপাশি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে যাঁরা কুসিত মন্তব্য করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, একদিকে বাঙালির সংস্কৃতি ও মর্যাদার প্রশ্নে প্রতিবাদ করা হচ্ছে, অন্যদিকে সেই প্রতিবাদে যুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানানোও এখন রাজ্যে কঠিন হয়ে উঠছে। দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। অতনু দাসের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে শুক্রবার থেকেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেস। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শুক্রবার বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ প্রসাদের। দলের কর্মসূচিকে ঘিরে স্থানীয় স্তরে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পর শনিবার মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে ওয়েলিংটনে। সেই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেবেন মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস ও আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর। বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন কেবল একটি গ্রেপ্তারির ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকছে না। বিষয়টি ঘিরে রাজ্য সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একদিকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে শাসকপক্ষ, অন্যদিকে কংগ্রেসের দাবি, প্রতিবাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদের দমন করা হচ্ছে। ফলে আগামী দিনে এই ইস্যুতে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও পাল্টা-পাল্টি বক্তব্য আরও জোরদার হতে পারে।

ব্যবসায়ী খুনে দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ জামশেদপুরের ব্যবসায়ী নিখর সবলোক খুনের তদন্তে চাঞ্চল্যকর মোড়। এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার সংঃদহে কলকাতা পুলিশের বেলেঘাটা ট্র্যাফিক গার্ডের সার্জেন্ট অয়ন গুপ্ত এবং ওই ট্র্যাফিক গার্ডেরই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাসকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ। অয়নের বাড়ি কলকাতার পর্ণশ্রী এলাকায়। টুইঙ্কলের বাড়ি চাউল পট্টি রোডে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং এক অভিযুক্তকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে সার্জেঃট অয়ন গুপ্ত এবং সিভিক ভলাঃিটয়ার টুইঙ্কল দাসকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে ঝাড়খণ্ড পুলিশের তদন্তকারী দল। তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতি পাওয়া যায় বলে তদন্তকারীদের দাবি। এরপরই শুক্রবার দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঝাড়খণ্ড পুলিশের অভিযোগ, জামশেদপুরের ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজন দুষ্কৃতীর সঙ্গে কলকাতা পুলিশের ওই দুই কর্মীর যোগাযোগ ছিল। এমনকি তাঁদের মধ্যে এক দুষ্কৃতীকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। অন্যদিকে, ব্যবসায়ী নিখর সবলোক খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশের ছয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে ঝাড়খণ্ড পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন অশোককুমার সিং ওরফে রাঘব, সুশীল রজক, রীতেশ সিং, সুশীল কেরাই, রাজাকুমার সিং ওরফে শুটার সিং এবং অঙ্কিত সিং। তাঁদের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত একটি গাড়ি, দু'টি পিস্তল, সাত রাউন্ড কার্তুজ এবং ছ'টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের দাবি, গত ২৪ অগস্ট জামশেদপুর থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে ' টেনথ মাইলস্টোন'-এর সামনে গুলিবিদ্ধ হন ব্যবসায়ী নিখর সবলোক। তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর সাত রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলি লাগে তাঁর গলা, কাঁধ এবং পিঠে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। জামশেদপুরের কদমা এলাকার বাসিঃদা নিখর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা-খরসওয়াঁ জেলার কান্ডেরবেরা-আসানবনি রোডের পাশে পিঞ্জরা পাহাড়িয়া এলাকায় সাড়ে তিন একর জমিকে কেঃদ্র করে দুষ্কৃতীদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। সেই জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরেই নিখরকে খুন করা হয় বলে জামশেদপুর পুলিশের দাবি। খুনের আগে দু'দিন ধরে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুন করার জন্য উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের দুই শার্প শুটারকে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। ঘটনার পরেই জামশেদপুরের সিনিয়র পুলিশ সুপার এতেশাম ওয়াকারিবের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল বা স্কুঞ্জ গঠন করা হয়। এরপর বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় তদন্তকারী দল। একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ এবং একাধিক মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে উঠে আসে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দেবরাজ চক্রবর্তী মামলায় সরকারি আইনজীবীকে হুমকি ফোন! বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ বিধাননগরের তৃণমূল নেতা তথা কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাকে কেন্দ্র করে এবার হুমকি ফোনের অভিযোগ উঠল সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, নিজেকে

দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি ফোন করে মামলার বিষয়ে কথা বলতে চান। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তি ' নির্দেশেই কথা বলছেন বলেও দাবি করেন বলে অভিযোগ আইনজীবীর। ঘটনার পরই নিরাপত্তা ও তদন্তের দাবিতে বাগুইআটি থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বিভাস চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ অনুযায়ী, ফোনে কথা বলার সময় ওই ব্যক্তি দেবরাজ চক্রবর্তীর মামলাটি নিয়ে আলোচনা করতে চান। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি জানান, ' নির্দেশেই তিনি আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলছেন। বিভাসের দাবি, পুরো কথোপকথনেই ওই ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যে হুমকির সুর ছিল। দেবরাজ চক্রবর্তীর মামলাটি যাতে আর বেশি দূর এগিয়ে না যায়, সেই বার্তাই কার্যত ফোনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন সরকারি আইনজীবী। হুমকি ফোন পাওয়ার পর বিষয়টি হালকাভাবে না নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান বিভাস চট্টোপাধ্যায়। বাগুইআটি থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশকে দেওয়া অভিযোগে ফোন করা ব্যক্তির পরিচয় নিয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন আইনজীবী। তাঁর দাবি, ফোন নম্বরটি ট্রু কলারে খতিয়ে দেখার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামের জায়গায় এবি কমিটি মেম্বার লেখা দেখা যায়। এই পরিচয়ের প্রকৃত অর্থ কী বা ওই ব্যক্তি আদৌ কোনও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা নিয়েও সংঃদহ প্রকাশ করেছেন বিভাস। ঘটনাকে কেঃদ্র করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ফোনটি কোথা থেকে করা হয়েছিল, কে বা কারা ওই ফোনের পিছনে রয়েছে এবং সত্যিই দেবরাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ওই ব্যক্তির কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি ফোনে ঠিক কী ধরনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তারও তদন্ত চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়েরের প্রক্রিয়াও চলছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বাগুইআটি থানায় বিধাননগরের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দু'টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। সেই মামলাগুলির মধ্যে একটি মামলায় ইতিমধ্যেই চার্জশিট জমা পড়েছে। অন্য একটি মামলার তদন্ত এখনও চলছে। এই দুই মামলার মধ্যে সরকারি আইনজীবী হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন বিভাস চট্টোপাধ্যায়। শুধু দেবরাজ চক্রবর্তী সংক্রান্ত মামলাই নয়, রাজ্যের আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিভাস। বীরভূমের টুলু মণ্ডল সংক্রান্ত মামলাতেও তিনি সরকারি আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তৃণমূল সরকারের আমলে বিডিও প্রশান্ত বর্মনের মামলাতেও তাঁর উপর চাপ তৈরি করা হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন বিভাস চট্টোপাধ্যায়। ফলে দেবরাজ চক্রবর্তীর মামলার সরকারি আইনজীবীকে হুমকি দেওয়ার এই অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। কে বা কারা ফোন করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে দেবরাজ চক্রবর্তীর মামলার কোনও প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে কি না, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়। পুলিশের তদন্তেই এখন গোটা ঘটনার প্রকৃত তথ্য সামনে আসার অপেক্ষা।

কোটি কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগ, গ্রেপ্তার দমদম পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান-সহ ৩

নজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ প্রোমোটারের কাছ থেকে নির্মাণকাজের জন্য কোটি কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগকে কেঃদ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দমদমে। অভিযোগের ভিত্তিতে দমদম পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান বরুণ নট্ট ওরফে বঙ্কু-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন পুরসভার প্রাক্তন পদাধিকারী ও আধিকারিকও রয়েছেন বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদমের এক প্রোমোটারের কাছ থেকে নির্মাণকাজ সংক্রান্ত বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিপুল অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির দমদম পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান বরুণ নট্ট ওরফে বঙ্কু এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের দিকে। নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে নানা সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে ওই প্রোমোটারের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চাপের মধ্যে ছিলেন ওই প্রোমোটার, এমনটাই জানা যাচ্ছে। পরিস্থিতি একসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে যায়। ' দরবারে' গিয়ে প্রোমোটার গোটা বিষয়টি জানান শুভেন্দু অধিকারীকে। তাঁর অভিযোগ শোনার পরই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা শুরু হয়। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে দমদম থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হওয়ার মাত্র দু'দিনের মধ্যেই তোলাবাজির অভিযোগে বরুণ নট্ট ওরফে বঙ্কুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তদন্তে শুধু বঙ্কুর নামেই থেমে থাকেনি পুলিশ। একই মামলায় আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা

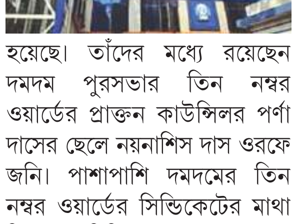

হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দমদম পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর পর্ণা দাসের ছেলে নয়নাশিস দাস ওরফে জনি। পাশাপাশি দমদমের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সিন্ডিকেটের মাথা হিসেবে পরিচিত সুমন্ত ঘোষ ওরফে লালটুকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই তিনজনের বিরুদ্ধে প্রোমোটারের কাছ থেকে টাকা আদায় এবং তোলাবাজির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই এই ঘটনায় আরও কয়েকজনের নাম সামনে আসছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগে নাম রয়েছে দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান হরেন্দর সিংয়েরও। এছাড়াও পুরসভার আরও কয়েকজন আধিকারিকের নাম এই মামলায় উঠে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে। তাঁদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তাঁরা কোনওভাবে টাকা আদায়ের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। অভিযোগে নাম থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে এখনও বেশ কয়েকজন পুলিশের নাগালের বাইরে রয়েছেন। তাঁদের সন্ধানে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি প্রোমোটারের কাছ থেকে ঠিক কত টাকা নেওয়া হয়েছিল, কীভাবে সেই টাকা লেনদেন হয়েছে এবং এই টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে কার কী ভূমিকা ছিল, সেই বিষয়গুলিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।কোটি কোটি টাকার এই তোলাবাজির অভিযোগের নেপথ্যে আসল মাথা কে, সেই প্রশ্নও এখন সামনে এসেছে। শুধুমাত্র স্থানীয় স্তরের কয়েকজনের মদতেই এই ধরনের বিপুল অঙ্কের টাকা আদায় করা হয়েছিল, নাকি এর পিছনে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দমদম পুরসভার প্রাক্তন পদাধিকারী ও আধিকারিকদের নাম উঠে আসায় তদন্তের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। ফলে আগামী দিনে এই মামলায় আরও গ্রেপ্তারি হয় কি না এবং তদন্তে আর কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical), Ltg./Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/30/WD-10/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Supply and delivery of LED Street Light Fittings at Shibsankar Lane and other Roads and Lanes within Ward No. 10 under Br-II, KMC;** Estimated Amount: **Rs. 2,95,371.99**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid : **21.09.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 at 5 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/01/26-27/R
Name of the Work : **Installation of insulating meterials on the Street Light Poles at different places in Ward No. 6 under Br-I;** Estimated Amount: **Rs. 2,77,242.00**; Earnest Money: **Rs. 5,600.00**; Period of Completion: **25 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD6/04/26-27
Name of the Work : **Electrification work for Pay and Use Toilet near 12 Dilarjung Road in Ward No. 6 under Br-I;** Estimated Amount: **Rs. 1,28,657.00**; Earnest Money: **Rs. 2,600.00**; Period of Completion: **25 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD5/07/26-27
Name of the Work : **Restoration work of Earthing, Head Loop Boxes etc. at Nritya Gopal Chatterjee Lane, Olai Chandi Road and other different places in Ward No. 5 under Br-I;** Estimated Amount: **Rs. 1,38,947.00**; Earnest Money: **Rs. 2,800.00**; Period of Completion: **18 days.** Last date and time of submission of bid **: 23.09.2026 at 5 p.m.[For Sl. No. 2 to 4];** The bid forms and other details are available on and from **14.09.2026 at 10 a.m.[For Sl. No. 2 to 4].**

(5) NIT No. : LTG/67/WD-20/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED Light Fittings and allied Electrical works at Nimu Goswami Uttaran and other Uttaran in Ward No. 20 under Br-II;** Estimated Amount: **Rs. 1,91,170.21**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No. : LTG/65/WD-18/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED Light Fittings and allied Electrical works at Nilmony Mitra Uttaran and other Uttaran in Ward No. 18 under Br-II;** Estimated Amount: **Rs. 1,96,736.74**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

(7) NIT No. : LTG/66/WD-19/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED Light Fittings and allied Electrical works at Nather Bagan Uttaran and other Uttaran in Ward No. 19 under Br-II;** Estimated Amount: **Rs. 1,93,175.17**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid **: 25.09.2026 at 1 p.m.[For Sl. No. 5 to 7];** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 at 1 p.m.[For Sl. No. 5 to 7].**

(8) NIT No. : LTG/66/EMB/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED Light Fittings and allied Electrical works at EM Bypass (from Bengal Chemical to Chingrighata crossing) under Br-III, KMC;** Estimated Amount: **Rs. 4,45,294.86**; Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **20 days.**

(9) NIT No. : LTG/62/EMB/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Supply and delivery of LED Light Fittings at EM Bypass (from Bengal Chemical to Chingrighata crossing) under Br-III, KMC;** Estimated Amount: **Rs. 4,36,533.74**; Earnest Money: **Rs.9,000.00**; Period of Completion: **15 days.**

(10) NIT No. : LTG/74/WD-14/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Repairing with electrical safety arrangement of Street Lighting system for different Uttaran in Ward No. 14 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,44,718.98**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **20 days.**

(11) NIT No. : LTG/73/WD-13/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttaran in Ward No. 13 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,46,694.54**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **20 days.**

(12) NIT No. : LTG/85/WD-33/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED Light Fittings and allied Electrical works at different Uttaran in Ward No. 33 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,91,520.19**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **25 days.**

(13) NIT No. : LTG/83/WD-31/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installing LED Light Fittings and allied Electrical works at different Uttaran in Ward No. 31 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,89,201.02**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **25 days.**

(14) NIT No. : LTG/84/WD-32/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installation LED Light Fittings and allied Electrical works at different Uttaran in Ward No. 32 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,87,453.51**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **25 days.**

(15) NIT No. : LTG/75/WD-31/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Repairing with electrical safety arrangements of street lighting system for different Uttaran in Ward No. 31 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,43,152.47**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **20 days.**

(16) NIT No. : LTG/44/WD-14/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Supply and delivery of street light LED Fittings for different places in Ward No-14 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 3,86,330.34**; Earnest Money: **Rs. 8,000.00**; Period of Completion: **10 days.**

(17) NIT No. : LTG/101/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Temporary lighting arrangement for "Chatt Puja 2026" at different Pond site Ghjats in Ward No. 13 & 14 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,48,860.00**; Earnest Money: **Rs. 3,000.00**; Period of Completion: **2 days.**

(18) NIT No. : LTG/50/WD-32/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installation LED Light Fittings and allied Electrical works at different places in Ward No. 32 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 4,77,942.44**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid **: 26.09.2026 at 11 a.m.[For Sl. No. 8 to 18].** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 at 4 p.m.[For Sl. No. 8 to 18].**

(19) NIT No. : LTG/53/WD-15/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installation LED Light Fittings and allied Electrical works at different Uttaran in Ward No. 15 under Br-II;** Estimated Amount: **Rs. 1,98,093.16**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **20 days.**

(20) NIT No. : LTG/55/WD-17/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installation LED Light Fittings and allied Electrical works at different Uttaran in Ward No. 17 under Br-III;** Estimated Amount: **Rs. 1,94,698.02**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **20 days.**

(21) NIT No. : LTG/54/WD-16/BR-II/Z-I/26-27
Name of the Work : **Improvement of illumination by installation LED Light Fittings and allied Electrical works at different Uttaran in Ward No. 16 under Br.-II;** Estimated Amount: **Rs. 1,97,032.45**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid **: 26.09.2026 - 12 noon [For Sl. No. 19 to 21];** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 - 2 p.m.[For Sl. No. 19 to 21]. From the website : https://wbtenders.gov.in** or **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 21].**

The **Executive Engineer (Electrical), Ltg./Zone-IV/ Br.-XI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/85/26-27/PD (2nd Call)
Name of the Work : **Electrical repairing works for lighting arrangement at New Santoshpur, Doctor Bagan, Jhil Road Middle Road area in Ward No. 104, Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 2,47,099.53**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/61/26-27/PD (2nd Call)
Name of the Work : **Supply and delivery of LED fittings at New Santoshpur, Pratapghar etc. areas in Ward No. 104, Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 4,88,942.74**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid **: 19.09.2026 up to 2 p.m.[For Sl. No. 1 & 2];** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026** from **12 noon.[For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/168/26-27/PD
Name of the Work : **Development of lighting arrangement by energy efficient LED light at EM Bypass from Baghajatin Bridge to Patuli Jheel Par in Ward No. 110 under Br-XI;** Estimated Amount: **Rs. 2,97,084.43**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid **: 25.09.2026 up to 2 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026** from **12 noon.** From the **website: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

488/26-27

TENDER ADVERTISEMENT FOR SELECTION OF CONTRACTOR FOR THE PROPOSED INTERIOR WORKS ON COMPOSITE BASIS FOR OUR PROPOSED NEW BRANCH PREMISES AT SILIGURI

Offers are invited for the eligible contractor for the selection of the Contractor for Interior works (Civil, Furnishing, Electrical, LAN works & Air-Conditioning) for our proposed **New Branch at Upper Ground floor, Saturn Plaza, near Spectrum, Sevoke Road, Siliguri - 734001, West Bengal.** The estimated project cost is **₹32 Lakh.** The last date for submission of the offers is **21st September, 2026** at our Kolkata Office. For details, please refer our website **www.sbimf.com** under downloads in the tender section. The company reserves the right to reject all or any offer without assigning any reason whatsoever.

SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED

SBI Funds Management Limited
(A Joint Venture between SBI & AMUNDI)
(CIN: L65990MH1992PLC065289)
9th Floor, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

muthoot FINCORP
যখন জীবন বদলাতে চান

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড
সরকারি অফিস: মুথুট সেন্টার, টিসি নম্বর 27/3022, পুন্নন রোড, তিরুবনন্তপুরম, কেরল - 695 001
CIN: U65929KL1997PLC011518
ফোন:+91 471 4911550 | ওয়েবসাইট: www.muthootfincorp.com

পাবলিক নোটিস
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নিলামের অতিরিক্ত টাকা ফেরত

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড-এর ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট রিপেমেন্টে ডিফল্ট হওয়ার কারণে গৃহীত সোনার অলঙ্কার নিলাম করার পরে কিছু টাকা অতিরিক্ত রয়েছে. নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলি এই অতিরিক্ত পরিমাণ রিফান্ড পাওয়ার জন্য যোগ্য:

যোগ্য লোন নম্বর: **EAST MEDINIPORE DISTRICT :-** CHANDIPUR:- 4211000007, 4211000124, F2565, F3385. CONTAI:- 4115001291, 4115001312, 4115001697, 4115001707. EGRA:- F15820. HALDIA:- F9456, F9488. MECHEDA-WEST BENGAL:- 2890000518, 289000411, F24914, F31511, F35001. PANSKURA:- 399300025, 3993000375, 399300385, F11549, F11839, F13688. TAMLUK:- 4013000564. **JHARGRAM DISTRICT :-** JHARGRAM:- 4082000922. **PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT :-** BELDA:- 4263000167, 426300229. **PURBA MEDINIPUR DISTRICT :-** NANDIGRAM:- F4051. **WEST MEDINIPUR DISTRICT :-** CHANDRAKONA ROAD:- 4242000523, 4242001031, 424200107, 424200241. GHATAL :- F6207, F7815. KHARAGPUR:- 3991000838, F11572, F11911. KHARAGPUR-MALANCHA:- 4258000129, 4258001026, F2554, F2585, F6202. MEDINIPUR:- 407500396, 407500646, F6097. **MALDA DISTRICT :-** MALDA:- 410600362. MALDA- MANGALBARI:- 426900186, 426900795, F2020, F2490, F2609, F376. **MURSHIDABAD DISTRICT :-** BAHARAMPUR:- F2659. **SOUTH DINJAPUR DISTRICT :-** BALURGHAT:- F5486. **COOCH BEHAR DISTRICT :-** COOCH BEHAR:- F2851, F6710, F6787. DINHATA:- F2913. **DARJEELING DISTRICT :-** SILIGURI - SEVOKE ROAD:- F1105, F1406. **JALPAIGURI DISTRICT :-** JALPAIGURI:- 410700609, 410701002, F6663, F6665, F7110.

যোগ্য ঋণগ্রহীতা, বা ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা তার উপলব্ধ না থাকার ক্ষেত্রে তাদের নমিনি/আইনী উত্তরাধিকারী, রিফান্ড ক্লেম করার জন্য বৈধ ID, আসল প্লেজ ফর্ম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক লোনের বিবরণ সহ মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের নিকটবর্তী শাখায় যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে.

রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে কোনও সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, মুথুট সেন্টার, TC নং 27/3022, পুন্নেন রোড, তিরুবনন্তপুরম 695001.

কাস্টমার কেয়ার:1800-102-1616 ইমেল:customercare@muthoot.com
ওয়েবসাইট:www.muthoot.com

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮২ সংখ্যা, শনিবার , ২৫ ভাদ্র, ১৪৩৩

শিশু সাহিত্যিক

১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। ঠিক একশো তিন বছর হল আজ। আপনি জ্বরের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এবার বেরিয়ে পড়ি।' কয়েকদিন আগেই আপনি লিখেছেন আপনার পলকাটা হিরের মতো বহুমুখী সাহিত্যজীবনের শেষ দুটি লাইন - 'ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর/ গানের পালা সাঙ্গ মোর।' ইতিহাস হয়ে থেকে যাওয়া লাইনগুলো ছাপার অক্ষরে আপনি দেখতে পাবেন না কোনোদিনই। আপনি কি সেদিনই নিজের নাড়ীতে মহাকালের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন? কিংবা যেদিন হয়তো আপনার শিশুপুত্র হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছিল, আর তার দিকে চেয়ে রোগক্লিষ্ট শরীরে হাসতে হাসতে আপনি রচনা করছিলেন পিতার স্নেহঝরা কথাগুলো- 'ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁত্‌কা রে,/অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁত্‌কা রে!'- সেদিনও তো আপনি জানতেন ছেলেকে এমন স্নেহ ভরে আদর করার জন্য বেশি সময় আর পড়ে নেই আপনার হাতে। আপনার কষ্ট হচ্ছিল। দুরারোগ্য রোগের যন্ত্রণা ছাপিয়ে, পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্ট ছাপিয়ে সে এক অন্যতর কষ্ট। তাই বুঝি আপনি সেই পিতৃস্নেহকেও অমর করে রেখে গেলেন আপনার কবিতার লাইনে - 'ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার,/ ওরে আমার জোছ্না হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার'। এই লাইনগুলো আমার মুখে শুনলে আজ আমার পাঁচ বছরের মেয়েও খিলখিলিয়ে হাসে। আপনার পিতৃস্নেহ আমার নিজের আর আমার মতো আরো অনেক বাঙালি বাবার বুকে লুকিয়ে থাকা পিতৃস্নেহকে চিনতে শেখাচ্ছে। নিজের রক্তস্রোতে মহাকালের পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে মহাকালকে উপহার দেওয়া এমন লাইন কে লিখতে পারে? আমার পরম স্নেহভাজন যুবকবন্ধু সুকুমার রায়ের রোগশয্যার পাশে এসে যখন বসেছি এই কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মতো, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি। মৃত্যুর দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে অসীম জীবনের জয়গান তিনি গাইলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে বসে সেই গানের সুরটিতে আমার চিত্ত পূর্ণ হয়েছে।' আপনার অকালমৃত্যু তো রবীন্দ্রনাথের কাছে মাধুরীলতা-শমীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার চেয়ে কম বেদনার নয়। রবীন্দ্রনাথ, আপনার পিতৃবন্ধু, আপনার উৎসাহদাতা, যিনি আপনাকে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছেন, যাঁর পাশ্চাত্য জয়রথের এক অন্যতম সারথি ছিলেন আপনি, সেই তাঁর বুক নিশ্চয় ছিঁড়ে যাচ্ছিল এই কথাগুলি লেখার সময়। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩। গোঁফওলা লাল বেড়ালটা এক চোখ টিপে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে হাসতে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। আর আমরা, সিউডো-ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি জাতি, আপনার ফেলে রেখে যাওয়া কাগজের মোড়কটা খুলে দেখলাম একটা কাগজে লেখা আছে- 'কাঁচকলা খাও'। কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন আপনি? আর পাঁচ-দশটা বছর আপনি থাকলেও যে আমাদের সাহিত্যের বাঁক বদলে যেত। আর আপনার চাবুকের সামনে আমাদের বাঁকা শিরদাঁড়া সিধে হয়ে উঠত। আপনি কি জানেন যে আজ আপনি যত বড় 'নেই', আপনি 'আছেন'।

লেখক 'শংকর'

যেদিন লেখা শেষ সেদিন তিনি বিয়ে করতে চললেন। প্রথম উপন্যাস ' কত অজানারে 'লিখে পেয়েছিলেন ২৮৫ টাকা,সেই টাকায় বাড়িতে বিদ্যুৎ আসে। এরপর গঙ্গা ও ইছামতী দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর ছেলে শংকর হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক। শুধু লেখক! তিনি লিখলে সবসময় পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হয়েছে আবার বানিজ্যিক ভাবে তিনি সবসময় বেস্টসেলার। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' ধারাবাহিক ভাবে শুরু হল ১৯৬১ সালে তবে সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কড়া শর্ত লেখার সময় চঞ্চলমতি হওয়া চলবে না। অগত্যা শংকরের বিয়ে আটকে গেল। ডালহৌসি পাড়ায় একদিন এক বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা,জানতে চাইলেন 'দেশ' পত্রিকার লেখাটা সে লিখেছে কিনা! লজ্জা এড়ানোর উপায় নেই, তা নয়, কিন্তু স্বীকার করতে হল। বন্ধুটিও আচমকা একটা কাগজ বের করে বলল ক্ষ্ম অটোগ্গ্রাফ' দে। মনে হয়েছিল সে ব্যঙ্গ করছে! অচিরেই ভুল ভাঙল, নিজের মুখে সে বলল, তুই কোথায় উঠে যাচ্ছিস তা তুই নিজেই জানিস না। দে একটা সই, একদিন বলতে পারব 'শংকর' এর প্রথম অটোগ্রাফটা আমার কাছে আছে। কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গনে কিভাবে প্রবেশ করলেন তিনি, কিভাবে হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের বেস্টসেলার লেখক। ১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে বারওয়েল সায়েব মাদ্রাজে মামলা করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের বলি হলেন। নিজের প্রিয় কর্মীর জন্য ছোট্ট একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক মাস দু'টো কাজই করতেন। কিন্তু নতুন জায়গায় পদে পদে কনিষ্ঠ কেরানির অবহেলা ও অবমাননা। মনের দুঃখ মুছে ফেলার জন্যে চুপিচুপি লেখক হওয়ার মুসাবিদা শুরু হল। উৎসাহ দিতেন সহকর্মী আর এক কেরানি ভবানী ঘোষ। তিনিই এক দিন তাঁর বন্ধু ও লেখক রূপদর্শীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের টেবিলে বসে। বললেন, এই ছোকরার যে সব ঘটনা রয়েছে, তা এক দিন পাঠকদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। শংকরের কয়েকটি কথা শুনে গৌরকিশোর বলেছিলেন,আপনার লেখাগুলো নিয়ে একদিন আসুন, আমি আপনাকে দেশ পত্রিকার সাগরময়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। সাগরময় ঘোষ বলেছিলেন, লেখাটা রেখে যেতে কিন্তু তিনটি সপ্তাহ যেন কোনও ভাবে তাঁকে জ্বালাতন না করা হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগৎ রক্ষা করা মুশকিল হতো।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

রামকৃষ্ণদেব পরম মাতৃভক্তি ছিলেন। তিনি সব সময়ে মায়ের কাছ থেকে পৌরাণিক গল্প শুনতেন। মা তাঁকে সন্ধ্যার সময়ে পৌরানিক কাহিনীর গল্প বলে শোনাত। তখন কামারপুকুরে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার নেমে আসতো। সবাই ঘরের মধ্যে বসে কেউ পড়াশুনা করতো। আবার কেউ ঘরে বসে ছেলেরা খেলাধুলা করতো। বা মায়ের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মায়ের কাছ থেকে পৌরাণিক কাহিনী মন দিয়ে শুনতেন। মায়ের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই শিক্ষার প্রসার দেখতে পাই দক্ষিণেশ্বরে। মায়ের দেয়া শিক্ষাকে তিনি আরও কল্যাণমুখী করে তুলতে পেরেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্ত্রী মা সারদাকে মাতৃ রূপে সম্মান দিয়েছিলেন। আজকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পাশাপাশি মা সরদা পুজো হয়ে থাকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পুজো শুধু করলে চলবে না। মা সারদার পুজোও করতে হবে। তবেই সেই পুজো সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। ঠাকুর বলতেন, পুরুষ এবং নারী মিলেই এই বিশ্ব সংসার।

বাংলা ও বাঙালির কবি যতীন্দ্রমোহন

অভিজিৎ ব্যানার্জি

স্মৃতিবিজড়িত বাগচী বাড়ি এখনও বিস্মৃতির অন্ধকারেই। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত যমশেরপুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেখানে আশির দশকে ছাত্র ছিলাম। এই পরিবারের দু'তিন জন আমার সহপাঠী হওয়ার সুবাদে মাঝেমধ্যেই প্রাসাদোপম জমিদার বাগচী বাড়ি ঘুরতে যেতাম। কবির জন্মভিটে, নাটমন্দির, আস্তাবল, হাতিশালা, সিংহদুয়ার, নাচমহল, কবির হাতির (কালীর) সমাধি, আমবাগান, পদ্মপুকুর, চন্দনাদিঘি, নতুন বাড়ি, পুরাতন বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতাম। আর মনের মধ্যে গুনগুন করে গাইতাম; ''বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই; মাগো, আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই?'' কখনও কখনও মনের অজান্তেই বলে উঠতাম; ওই যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা 'আইরি' খেতের আড়ে...।

কবির অমর সৃষ্টি কবিতা 'কাজলা দিদি' (দিদিহারা) যা পরে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি অতি জনপ্রিয় গান হয়ে বাঙালির মনের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল হয়ে রয়ে গিয়েছে। তাঁর আরও দু'টি গান এক সময়ে খুবই খ্যাতি লাভ করেছিল। শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে; 'ঝুলন ঝুলিছে শ্যামরাই' আর 'বাইবো না আর উজান ঘরে'। তবে 'কাজলা দিদি' এবং 'জন্মভূমি' কবিতা দু'টি কবিকে বাঙালির হৃদয়ে চিরভাস্বর করে রেখেছে।

ক্যালেন্ডারের অনেক অনেক পিছনের পাতা উল্টিয়ে সেই ইংরেজি ১৬২৪ -১৭১১ সালে সৃষ্টিধর বাগচী অবিভক্ত নদিয়ার যমশেরপুর গ্রামে কাঁচা ঘরের পরিবর্তন ঘটিয়ে যে পাকা গৃহের পত্তন করেন সেই বাড়িটিই 'পুরাতন বাগচী বাড়ি' বলে পরিচিতি লাভ করেছিল। কালক্রমে এই বাড়িটিই রাজ প্রাসাদের আকার ধারণ করে। সৃষ্টিধরের পরবর্তী বংশধর রাম নৃসিংহ বাগচী (বাংলা ১১৬৮-১২৩২), ইনিই যমশেরপুরের আধুনিক বর্ধনশীল বাগচী বংশের আদি পুরুষ বলে পরিচিত। এর পরবর্তীতে বাংলার ১২৪৪ সালে হরিমোহন বাগচী পুরাতন বাগচী বাড়ির অনতিদূরে পত্তন করেন আর এক সুবিশাল রাজপ্রাসাদ, যেটিকে নতুন বাড়ি বলা হয়।

এই উচ্চবিত্তসম্পন্ন জমিদার বাগচী পরিবারে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিমোহন বাগচী, মাতা গিরিশমোহিনী দেবী।

বিগত বাংলা ১২৪০ থেকে ১২৫০ সাল পর্যন্ত রামগঙ্গা বাগচী নসিপুরের মহারাজা কীর্তিচাঁদের আমলে দেওয়ানির রাজ করতেন। এর পর তিনি যুগিনদা, টেকা, মজলিশপুর, বিদাড়া, পরাশপুর, কুপিলা ও যমশেরপুরের জমিদারির পত্তনী নেন। ক্রমে ক্রমে ধনে-মানে-প্রতিপত্তিতে এই বাগচী জমিদারদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। পুরাতন বাড়ির মালিক জমিদার নারায়ণ বাগচীর অকালপ্রয়াত কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্র নারায়ণের জমিদারির অংশ যমশেরপুর উচ্চ ইংরেজি স্কুলকে দান করেন। এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ স্কুলটির নাম রাখেন 'যমশেরপুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়'।

অপর দিকে, রামগঙ্গা বাগচীর প্রথম পুত্র কৃষ্ণনারায়ণের স্ত্রী ভবসুন্দরী দেবীর নামে স্কুল সংলগ্ন 'ভবসুন্দরী হিন্দু হোস্টেল' প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বাগচী পরিবার যমশেরপুর গ্রামকে আদর্শপল্লিতে উন্নীত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হরিমোহন দাতব্য চিকিৎসালয়, বড় ডাকঘর, ইট-বিছানো সদর রাস্তা, একাধিক পুকুর, পানীয় জলের জন্য বড় বড় কুয়ো, শিশুদের খেলাধুলো করার জন্য গ্রামের মধ্যে হিতসাধনী মাঠ ইত্যাদি স্থাপন করেন। বিগত ১৮৩২/৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই বাগচী পরিবারের পুরাতন বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন করে সমগ্র গ্রামখানিকে আনন্দ-উচ্ছল, কোলাহল মুখর করে তুলেছিলেন। এখনও দুর্গাপুজো হয়। তবে সে প্রাণ আর নেই।

কিন্তু হায়! কালের করাল গ্রাসে এই স্বর্গপুরী বাগচী বাড়ি আজ শুধুই কঙ্কালসর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবির বংশের উত্তরাধিকাররা দেশ-বিদেশে ছড়িয়েছিটিয়ে আছেন। জৌলুস হারিয়ে বড় অবহেলায় পড়ে আছে কবির জন্মভিটে। এখন পড়ে আছে জরাজীর্ণ, নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত, ধূলো-ধূসরিত প্রায় ভগ্নস্তূপ অট্টালিকা। এখন ভেঙে পড়ছে খিলান-সিংহদুয়ার। দুর্গাদালানে নোংরা ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে আছে তিনশো বছরের পুরনো পালকিটি। সময় কবেই তার চলাচল থামিয়ে দিয়েছে। বাড়ির চারপাশে জমে উঠেছে আগাছা জঙ্গল। দিনের বেলাতেও সাপখোপ, বাদুড়, চামচিকে, পেঁচা, পায়রা, মাকড়সার জালে চারপাশ পরিপূর্ণ। বিশাল স্তম্ভের সুন্দর কারুকার্য খসে খসে পড়ছে, দেওয়ালের ফোকর দিয়ে বট-পাকুড় জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছে। কবি যতীন বাগচীর সাধের লাইব্রেরি কক্ষটির দীন দশা আজ অন্তিম পর্যায়ে। দর্শনার্থীরা কবির বাড়ি দেখতে এসে শুধুই হা-হুতাশ করেন। তাঁরা আর কী-ই বা করবেন?

বাংলা বা বাঙালি কবি যতীন্দ্র মোহনকে কতটা মনে রেখেছে; এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলা যায়, নদিয়া জেলার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যমশেরপুর গ্রামের কবিকে নিয়ে বৃহত্তর এলাকার মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং পবিত্র শ্লাঘা। তাঁর এই সারস্বত সাধনার আহ্বানে যমশেরপুর গ্রামের মাটিকে এক দিন ধন্য করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। ১৯৭৮ সালে কবির জন্মশতবর্ষ পালিত হয় কবির জন্মভিটায়। তিন দিনের অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সংবাদ ভাষ্যকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ নক্ষত্রের উপস্থিতিতে।

এই অঞ্চলের মানুষের অন্যতম কাব্যিক অভিজ্ঞান হলেন যতীন্দ্রমোহন। এই অঞ্চলের মানুষ যতীন্দ্রমোহনের কাব্য মালঞ্চের অপরাজিতা নাগ কেশরের পরাগ মেখে এখনও কবির মহাভারতী পাঞ্চজন্যে শঙ্খধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, থাকবেন। তাই যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুষঙ্গে বিশ্বকবির গান যেন বুকের মধ্যে বাজে; ''তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ, ও মোর ভালবাসার ধন।''

১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কবি ইহলোক ত্যাগ করেন। রবীন্দ্র অনুরাগী নদিয়ার সুসন্তান পল্লীকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহ্যপূর্ণ বাগচীবাড়ির সলিল সমাধি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কবির জন্মভিটেকে 'হেরিটেজ বিল্ডিং' ঘোষণা করে সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন। না হলে ভাবীকাল আমাদের ক্ষমা করবে না।

করিমপুরে গেলেই এই কবির বাড়িটি দেখতে পাওয়া যায়। কবি এত বিশাল বাড়ি দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। কবি যতীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিশালী বাঙালি কবি। তিনি যেসব কবিতা রনচা করে গিয়েছে তা আজও বাংলা সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর বহু কবিতাকে সুর দিয়ে সঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়েছে। কবিদের কবিতায় সুর থাকে। সেই সুরকে সবার াদ্ধকছে পৌঁছে দেওয়াই হল সুরকারের প্রধান কর্তব্য। কবি নজরুলের বহু কবিতা গান হয়ে গিয়েছে। সেই সব গান আবার জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। শুধু কি নজরুলের কবিতা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাও গান হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি সুকান্ত কবিতাকে গান করে গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার কবি সুকান্তের বন্ধু ছিলেন। কবিতার মধ্যে যে সুর লুকিয়ে রয়েছে তাকে প্রকাশ করাই হচ্ছে কৃতিত্ব। বাংলা ভাষায় রচিত প্রতিটি কবিতার মধ্যে সুর রয়েছে। মাইকেলের কবিতার মধ্যে সুর রয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কবিতা হলেও তার মধ্যে সুর থাকে। কথার মধ্যে সুর রয়েছে। তাকে সঙ্গীত আকারে প্রকাশ করা যায়। বহু কবির গান সঙ্গীত হয়েছে। আবার বহু কবি নিজের কবিতাকে সঙ্গীত আকারে প্রকাশ করতে নিজেই সুর দিয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ বাগচির কবিতার মধ্যে যে সুর রয়েছে তা বাংলার নিজস্ব সুর। গ্রামীন সুরের ছন্দ শোনা যায়। বাংলার ভাষার হৃদয় থেকে সেই সব ছন্দের প্রকাশ বলা যেতে পারে। আজকে যতীন্দ্রনাথ বাগচী বাঙালি দের হারিয়ে যাওয়া কবি। বহু বাঙালিরা তাঁর নাম ভুলে গিয়েছে। তাঁর বিশাল অট্টালিকা সবাই দেখতে যায় বটে। কিন্তু তাকে সংস্কার করা ব্যাপারে সরকারের কাছে কোনও প্রস্তাব পাঠায় না। সংস্কার প্রস্তাব পাঠানো দরকার। বাংলার কবিদের মধ্যে বাংলার প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম প্রেম ছিল।

কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী

রবীন্দ্রকুমার শীল

কৌশিকী অমাবস্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার বিখ্যাত কালীতীর্থ কালীঘাটে মা কালীর পুজো দেন। তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন নিষ্ঠার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ যে দায়িত্ব দিয়েছে তা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নতি তিনি করে যেতে চান। এর জন্য তিনি এদিন মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পুজো দিয়ে তিনি উপস্থিত সবাইকে মায়ের প্রসাদ নিজ হাতে বিতরণ করেন। উপস্থিত সবাইকে তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাবেন।

কৌশিকী অমাবস্যা ও তারাপীঠের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য।

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

গত ২৩ শে ভাদ্র,১৪৩৩ (ইং ১১ ই সেপ্টেম্বর,২০২৬) কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে বীরভূমের তারাপীঠে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী, সাধু-সন্ন্যাসী এবং তন্ত্রসাধকদের সমাগমে তারাপীঠ মন্দির ও মহাশ্মশান চত্বর যেন এক আধ্যাত্মিক মহাসাগরে পরিণত হয়েছে । হিন্দু শাক্ত ঐতিহ্যে কৌশিকী পূজা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আচার, যা ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় উদযাপিত হয়। এই বিশেষ দিনটি কৌশিকী অমাবস্যা হিসেবে পরিচিত এবং বাংলায় এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। তন্ত্র ও শাক্ত প্রথা অনুযায়ী, এই অমাবস্যা অত্যন্ত প্রভাবশালি ও সাফল্যদায়ী তিথি হিসেবে বিবেচিত, কারণ এই রাতেই দেবী কৌশিকীর আবির্ভাব হয়েছিল বলে প্রচলিত আছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে, দেবী কৌশিকী হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়ার এক তেজস্বী যোদ্ধা রূপ। তিনি অযোনিসম্ভবা; অর্থাৎ কোনো গর্ভজাত নন, বরং দেবী পার্বতীর দেহকোশ থেকে অলৌকিক উপায়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দেহের আবরণ বা কোশ থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছে কৌশিকী। তিনি চণ্ডিকা, অম্বিকা ও মহাসরস্বতী হিসেবেও পরিচিত এবং ষাটচারের অন্তর্ভুক্ত চৌষট্টি যোগিনীদের একজন। দেবী মাহাত্ম্যম্দ্ধ ও দেবী ভাগবত পুরাণে তাঁর মহিমা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী, অসুর ভ্রাতৃদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভ ব্রহ্মার আশীর্বাদে অজেয় হয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল তাড়িয়ে দিচ্ছিল। তাদের বর ছিল যে, কোনো মাতৃগর্ভজাত নারী তাদের বিনাশ করতে পারবে না। দেবতা কুলের আকুল আকুতি শুনে দেবী পার্বতী তাঁর দেহ থেকে কৃষ্ণবর্ণের কোষ পৃথক করেন এবং সেই কোষ থেকেই অযোনিসম্ভূতা দেবী কৌশিকীর জন্ম হয়। দেবী কৌশিকী তাঁর অপার্থিব সৌন্দর্য ও তেজ দিয়ে অসুরদের মোহাবিষ্ট করেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ দূত পাঠিয়ে তাঁকে নিজেদের অনুগত করতে চাইলেও দেবী তাদের বিনাশ করেন। শেষে চামুণ্ডা, শিবদূতী, মাতৃকা ও কালীর সহায়তায় কৌশিকী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করে ত্রিভুবনে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ভাদ্র মাসের এই অমাবস্যায় এই মহাবিজয় ঘটেছিল বলে একে কৌশিকী অমাবস্যা বলা হয়। বৈদিক রীতিনীতিতে কুশ ঘাসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, যা যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও পূজায় ব্যবহৃত হয়। এই তিথিতে বিশেষ কুশ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় বলে একে কুশগ্রহণী অমাবস্যাও বলা হয়ে থাকে। পণ্ডিত সুকুমার সেনের অভিমত অনুযায়ী, প্রাচীন কুশিক বংশের কুলদেবী ছিলেন কৌশিকী, এবং সেই বংশের নাম থেকে শব্দের উৎস হতে পারে। এই তিথিতে শ্মশানে তপস্যা করেন। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র**

ছেলেকে দেখা হল না চিন্ময়কৃষ্ণের মায়ের

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

ছেলেকে একনজর দেখার তৃষ্ণা নিয়েই চলে গেলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর মা। চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীওতার মা। কারাগারে থাকা ছেলে সনাতনী জাগরণ জোটের

মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে একনজর দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল মা সন্ধ্যা রাণী ধরের। অসুস্থ অবস্থায় ছেলেকে দেখতে প্যারোলে মুক্তির আবেদনও করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সুযোগ আর পাননি তিনি। শেষ পর্যন্ত ছেলেকে একবার দেখার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন সন্ধ্যা রাণী ধর।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা ৩৪ মিনিটের দিকে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর শ্রীশ্রী পুণ্ডরীক ধাম আশ্রমে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুর আগে গত মঙ্গলবার নিজেই ওই আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে জানিয়েছে পরিবার। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসও দীর্ঘদিন এই আশ্রমে অবস্থান করেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রামের মাও শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সন্ধ্যা রাণী ধর। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাঁর শরীরে ক্যানসার শনাক্ত হয়। তবে হাসপাতালে দীর্ঘদিন থাকতে চাইছিলেন না তিনি। ছেলের সঙ্গে দীর্ঘদিনের স্মৃতি জড়িয়ে থাকা আশ্রমটিতেই জীবনের শেষ সময় কাটাতে চেয়েছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তাঁর মা। ছেলের অসুস্থতার খবর, বারবার জামিন না হওয়া এবং কারাগার থেকে তাঁর মুক্তি না পাওয়ায় তিনি গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলেন।

সর্বশেষ ছেলের জামিন শুনানিকে ঘিরে আশাবাদী হয়েছিলেন সন্ধ্যা রাণী ধর। পরিবারের সদস্যদের প্রত্যাশা ছিল, জামিন হলে হয়তো ছেলেকে দেখতে পারবেন তিনি। কিন্তু জামিন না হওয়ায় তাঁর উদ্বেগ আরও বেড়ে যায় বলে পরিবারের দাবি।

এর মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিনের মানসিক চাপের মধ্যে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর হৃদ্যন্ত্রেও জটিলতা দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অসুস্থ মাকে একবার দেখতে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেছিল তাঁর পরিবার। তবে সেই আবেদন নাকচ করে দেওয়া হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ফলে অসুস্থ মায়ের সঙ্গে ছেলের আর দেখা হয়নি।

পরিবারের দাবি,চিন্ময় কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই ছেলেকে নিয়ে গভীর উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিলেন সন্ধ্যা রাণী ধর। ছেলের অসুস্থতার খবর পেলেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়তেন। এর আগেও ছেলের অসুস্থতার খবর শুনে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানান। দীর্ঘদিনের উৎকণ্ঠা, ছেলের জামিন না হওয়া এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারার কষ্টে শেষ জীবনে আরও ভেঙে পড়েছিলেন সন্ধ্যা রাণী ধর। শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি ছেলেকে একবার দেখার আকাঙ্ক্ষাও তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবার।

গত মঙ্গলবার অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি পুণ্ডরীক ধাম আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পরও কারাগারে থাকা ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে চলমান মামলার কারণে দীর্ঘদিন ধরে তিনি কারাবন্দি। অন্যদিকে, তাঁর মায়ের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁকে মানবিক কারণে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার দাবি ওঠে।

পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, একজন মা হিসেবে জীবনের শেষ সময়ে তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি ছিল ছেলেকে একবার চোখের সামনে দেখা। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার আগেই বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর সময়ও চিন্ময় কৃষ্ণ দাস কারাগারে থাকায় শেষবারের মতো মায়ের মুখ দেখার সুযোগ তিনি পাবেন কি না, তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।

সন্ধ্যা রাণী ধরের মৃত্যুতে পরিবারও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন ধরে ছেলেকে দেখার অপেক্ষায় থাকা একজন মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার বিষয়টি পরিবারওতাঁর স্বজনদের কাছে গভীর বেদনার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশী হিন্দু ভিক্ষু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মা সন্ধ্যা রানী ধরের ছেলেকে দেখার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল, কারণ ছেলে কারাগারে থাকা অবস্থাতেই বৃহস্পতিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০২৪ সালে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর নিজ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারের পক্ষে কথা বলে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র দাস আলোচনায় আসেন। অসুস্থ থাকাকালীন তার মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্যারোলের আবেদন করা হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার দাস পাঁচ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পান। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের হাট হাজারীতে অবস্থিত শ্রী শ্রী পুণ্ডরীক ধাম আশ্রমে মৃত্যুবরণ করেছেন সন্ধ্যা রানী ধর। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে এর আগে চট্টগ্রামের মা-ও-শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ডাক্তারি পরীক্ষায় তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। তবে, তার জীবনের শেষ দিনগুলো সেই আশ্রমেই কাটাতে চেয়েছিলেন, যেখানে তার ছেলে থাকত।

একটি বাংলাদেশি দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের ভাই অঞ্জন কুমার ধর বলেন, তআমার মা আর নেই। তিনি বেঁচে থাকাকালীন আমার ভাই নিজের মাকে দেখতেও পায়নি। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের বড় ভাই রঞ্জন কুমার বলেন, ভাইয়ের মুক্তির চেষ্টা করছি।

কলকাতার বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর কথা ও কাহিনী

শঙ্করলাল কর্মকার

বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজোর গল্প ঃ কয়েকদিন আগে একটা পোস্টে অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জন্মভিটা দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম আরও একটা মস্ত বড় ইতিহাস এই

বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে খুব তাড়াতাড়ি সেই ইতিহাস তুলে ধরব। অবশেষে আজ কিছু তথ্য তুলে ধরলাম।

গতকাল আবার আমরা ছুটে গিয়েছিলাম ভোলানাথ ধাম বা ৩৩/২ বিডন স্ট্রিটের দত্ত বাড়িতে। এবং প্রায় দুই ঘণ্টা মত কথা বললাম দত্ত বাড়ির সদস্য অজয় দত্ত স্যারের সঙ্গে। আমাদের কাছে তথ্য ছিল এই সেই বাড়ি যে বাড়ির সদস্যদের নাম জড়িয়ে রয়েছে বণিক রাজা চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে। বেহুলা লখিন্দর, মনসা মঙ্গল কাব্য, এবং চাঁদ সওদাগর , এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের এমন কোনো মানুষ নেই যারা এই কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত নয়। নাছোড়বান্দা মনসা বণিক রাজা চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে পুজো নেবেই, এদিকে চাঁদ সওদাগর কিছুতেই কানিকে দেবতা মানতে নারাজ, এই নিয়ে চলল তুমুল রেষারেষি, মনসা কোনো উপায় না পেয়ে চাঁদ সওদাগরের পরিবারের উপর আক্রমণ করতে শুরু করলো এরপর নদী দিয়ে অনেক জল বেরিয়ে গেল।

বেহুলা লখিন্দরকে বুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কলার ভেলায় ভেসে ভেসে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত লড়াই কঠিন হচ্ছে।এ কোনো গল্প কথা নয়, এ হল ইতিহাসের জ্যান্ত দলীল। কথিত আছে চাঁদ সওদাগরের বংশধররা বীরভূম থেকে বর্ধমান সেখান থেকে শোভাবাজার সুতানুটি এবং বর্তমানে বিডন স্ট্রিটের বসতি। চাঁদ সওদাগরের পরিবার বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কারণ তাঁরা জন্মভূমি ছেড়ে একপ্রকার বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসেছিল সাপের ভয়ে। আগেই বলেছি এই বাড়িটি কিন্তু চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের জন্মভিটা । ছবি বিশ্বাস জমিদার পরিবারের সন্তান ছিলেন কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তাঁরা এই সুন্দর বাড়িটি বিক্রি করে দেয়, সেই সময় মানে ঐ ১৯২৩ সাল বাড়িটি কিনে নেন দত্ত পরিবার। নাম রাখেন ভোলানাথ ধাম। অজয় দত্ত স্যার আমাদের জানালেন তাঁদের পরিবার আজ ও শিবিরের পুজো যেমন করেন ঠিক তেমনি মনসা পুজোও ভক্তিভরে করেন। এই দত্ত বাড়ির দুর্গা পুজো একশো বছর পেরিয়ে গেল ।

মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পরও প্রচার 'নেই' হুমায়ুন পুত্রের, বিস্ফোরক দাবি বিধায়কের

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আগামী ৬ অক্টোবর রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন এবং ৯ অক্টোবর ফলাফল ঘোষণা। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নওদা এবং রেজিনগর দু'টি আসন থেকেই বিজয়ী হয়েছিলেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। যদিও পরবর্তীকালে তিনি রেজিনগর আসন থেকে পদত্যাগ করেন। হুমায়ুনের ছেড়ে যাওয়া ওই আসন থেকে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁর পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন। রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে গত ৯ সেপ্টেম্বর। সেদিনই বহরমপুরে প্রশাসনিক ভবনে হুমায়ুন কবীরকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রার্থী গোলাম নবী আজাদ রবিন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বহু আগে থেকেই রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে রবিনের হয়ে দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে করে দিয়েছিলেন তাঁর দলের কর্মী সমর্থকরা। যদি অদ্ভুতভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর থেকে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রার্থী গোলাম নবী আজাদ রবিনকে তেমনভাবে প্রকাশ্যে প্রচার করতে দেখা যাচ্ছে না। বাকি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার সুযোগও রবিনের দলকে নিতে দেখা যাচ্ছে না। আর রেজিনগরের নির্বাচনী প্রচারে 'বাধা' পাওয়ার পুরো দায়ভার পুলিশ প্রশাসনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর অভিযোগ, 'রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় পুলিশ উলঙ্গ হয়ে দলবাজি করছে।' হুমায়ুন কবীর আজ বলেন, আমার ছেলে বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। গতকাল বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন থাকায় আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিলাম না, অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু আমার দলকে রেজিনগরে প্রচার করতে দেওয়া হচ্ছে না। হুমায়ুন কবীর অভিযোগ করেন, পুলিশ সরাসরি মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে এবং ভোটারদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের বলা হচ্ছে কংগ্রেস, বিজেপি সহ যে কোনও দল করা যেতে পারে কিন্তু 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' করা যাবে না। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস কোনওরকম বিরোধিতা করছে না। তারা বিজেপির সঙ্গে 'সেটিং' করে চলছে। তবে ভোটারদের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। হুমায়ুনের অভিযোগ, আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র হয়ে রেজিনগরের কোথাও প্রচার করলে পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে আমার দলের কর্মীদের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। তাঁদেরকে পুলিশ হুমকি দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও আজ আমি রেজিনগরের দাদপুর এবং কাশিপুরের নির্বাচনী প্রচার চালানোর চেষ্টা করব। এরপরই হুমায়ুন কবীর হুমকি দেন, আগামী রবিবার বিকেল চারটা নাগাদ আমি রেজিনগর থানায় বিক্ষোভ দেখাবো। গতকাল আমার দলের তরফ থেকে রেজিনগর থানায় একটি আবেদন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ সেই আবেদন গ্রহণ করেনি। এরপর বাধ্য হয়ে আমরা সেই আবেদন পত্র রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে বাধ্য হয়েছি।। সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে আমি গোটা বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নওদার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আরও অভিযোগ করেন, পুলিশ আইনের রক্ষক হয়ে রেজিনগরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দলবাজি করছে আর এতে মদত দিচ্ছে ও ব্যক্তি আমার বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দলের লোক। সম্প্রতি কাশিপুরের একটি বোমা মামলায় আমার দলের আব্দুলবেড়িয়া অঞ্চল সভাপতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিজেদের হেফাজতে রেখে দিয়েছে। অথচ ওই ব্যক্তির সঙ্গে বোমা উদ্ধারের ঘটনার দূর দুরান্ত পর্যন্ত যোগাযোগ নেই। আমার পাশে যে রা যারাই থাকছে পুলিশ তাঁদেরই গ্রেপ্তার করছে। হুমায়ুন অভিযোগ করেন, আমার দলের হয়ে যারাই প্রচার করছে তাঁদের সবাইকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। তাও আমরা চেষ্টা করছি ভোটের ময়দানে টিকে থাকার। একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য পুলিশের এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বন্ধ হওয়া উচিত। যদিও জেলা পুলিশের এক আধিকারিক হুমায়ুনের তোলা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কোনও ব্যক্তিকে পুলিশের তরফ থেকে হুমকি দেওয়া হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে। বিজেপির বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মলয় মহাজন বলেন, পুলিশ প্রশাসন বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। আমরা কাউকে কোনওরকম পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করার জন্য কোনও নির্দেশ দেইনি।

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ **www.hmcgov.in**

পরিচ্ছন্নতা বিভাগ

সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এইচ.এম.সি-এর নির্বাহী প্রকৌশলী নিচে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী আরএফপি-র জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

ক্রম. নং.	কাজের নাম	টেন্ডার নং. এবং তারিখ	দরপত্র জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	এক বছরের জন্য ৬টি পোর্টেবল স্টেশনারি কমপ্যাক্টর এবং ২টি হুক লোডারের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।	38/Cons./26-27 তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬	২৫.০৯.২০২৬ সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত
২.	হাওড়া পৌরসংস্থার অন্তর্গত উত্তর হাওড়া জোন, দক্ষিণ হাওড়া জোন, শিবপুর জোন এবং মধ্য হাওড়া জোনে-১২ মাসের জন্য নিজস্ব জ্বালানি-চালিত গাড়ির মাধ্যমে সেকেন্ডারি ট্রান্সফার পয়েন্ট থেকে ডাম্পিং সাইটে পৃথকীকৃত বর্জ্য পরিবহন।	37/Cons./26-27 তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬	০৫.১০.২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত

দেখুনঃ https://wbtenders/gov.in
৭৪(৩)/২৬-২৭
১১.০৯.২৬

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

eTender Notice

The Pradhan, Nadiha Surulia Gram Panchayet, Purulia invites etender for Civil works vide ref. Notice Inviting Tender (eNIT) No. -02/NSGP/2026-27/15th CFC/WBPUR/PARA, Vide Memo No-161(16)/NSGP, Date-07/09/2026 (Tender ID: 2026_ZPHD_5023398_1/2/3). Documents collection and submission from 11-09-2026 at 6:00 P.M. to 18-09-2026 upto 4:00 P.M. and Tender Opening Date-21-09-2026 at 12P.M. For getting NIT details go through the online in the website http://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Executive Assistant
Nadiha Surulia Gram Panchayet
Vill+P.O-Nadiha, P.S.-Para, Dist.- Purulia

Office of the
Karkach Gram Panchayat
Gazole Dev. Block, Malda

eTender Notice

eTender has been floated for 11 (Eleven) Nos. of work under Karkach G.P. of Gazole P.S., Malda, eTender No.- 02/KGP/2026-27 Dated: 10th September, 2026, Bonafied contructors are requested to visit-https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app or Contact Office Notice Board.

Sd/-
Executive Assistant
Karkach Gram Panchayat

সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত, পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৩২-এলএমজি- ২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **কাজের নামঃ** এসএসই/এসআইজি/গুয়াহাটি/আইসি অধিক্ষেত্রের অধীনে সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত, পুনরুদ্ধার/ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৬৯,১৩,৮৯৩.২৪ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৩৮,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CORRIGENDUM

It is hereby informed to all concerned that in the advertisement of Radhanagar Gram Panchayat published on 09.09.2026, please follow the website for the same e-tenders at https://tenders.wb.gov.in instead of https://wbtenders.gov.in. Also, read the e-tender date as 07.08.2026 instead of 07.09.2026, read the Date of Opening of Technical Bid (Online) as 21.09.2026 instead of 21.09.2025, and read Sd/- "Executive Assistant" instead of Prodhan. All other details will remain unchanged.

Chanditala-I Development Block
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 03-BDO/Ch-1/2026-27 dt: 11.09.26. **E-Tender ID: 2026_ZPHD_5023907 _1 to 2026_ZPHD_5023907_9**

For details Pl. contact Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Development Block, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanditala-I Devclopment Block
Mashat : : Hooghly

দীঘাগামী পর্যটকদের গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর , ১১ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা থেকে দীঘা যাওয়ার পথে পর্যটকদের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। শুক্রবার দীঘা- নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কে হেনড়িয়া উদাকালী এলাকার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

Office of The Block Development Officer
Panchla Development Block
Bikihakola, Panchla, Howrah

NOTICE INVITING e-TENDER
No. 03/SSM/BDO/PANCHLA/2026-2027

For and on behalf of the Block Development Officer, Panchla Development Block invites sealed percentage rate tender for total 14(Fourteen)Nos. different works. Publish Date: **10/09/2026 at 18.00 Hrs**. Bid submission starting from **10/09/2026 at 18.00 Hrs**. Last date of Submission of Bid (online) **28/09/2026 at 17.00 Hrs**. Date of Opening of Bid(Technical) **30/09/2026 at 15:00 Hrs**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Panchla Development Block
Panchla, Howrah

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/003(e)/2026-27
Date: 10-09-2026

1. Repairing of Ghosh Para Lane to Jn. of Debai Pukur Road within Ward no 1. 2. Repairing of potholes at KotrungDharmatala Lane in ward no 02. 3. Repairing of potholes at Simpukur Road in ward no 02. 4. Reparing& Renovation of Road in different locations at B.M. Saha Road within ward no-3 . 5. Renovation &Upgradation of Bituminous Road with Paver Block at B.B.D. Road in ward no-6. 6. Reparing& Renovation of Bituminous Road with Paver Block at R.G. Nagar Road Near Temple in ward no-6. 7. Renovation of Damaged Portions at P. Chanki Road near Bipin Villa More in ward no 6. 8. Repairing of potholes at Shibtala Street in ward no 17. 9. Repairing of potholes at Lawrence Street in ward no 19. 10. Reparing & Renovation of Makaltala Road in different locations within ward no-21. 11. Repairing and Upgradation of Shibtala Street (Partial Damaged portion) near the Jn. of DPJM Sarani to Vintage Tower-4 in ward no- 08. 12. Reparing & Renovation of NilmoniSom Street in different locations within ward no-9. Bid Submission Closing Date- **21/09/2026** (Work SL no- 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 & 12). Bid Submission Closing Date- **26/09/2026** (Work SL no- 05, 06, 07 & 11). For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Administrator,**
U.K. Municipality

নিখরচায় সোমনাথ যাত্রা বালুরঘাট থেকে রওনা ২২ পুণ্যার্থীর

রতন দে, বালুরঘাট, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ ১১ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও প্রবীণ পুণ্যার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ নিখরচায় সোমনাথ যাত্রার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। গুজরাতের ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দির দর্শন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রের সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এই যাত্রা। জানা গেছে, আগামীকাল ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতা স্টেশন থেকে পুণ্যার্থীদের নিয়ে একটি বিশেষ ট্রেন গুজরাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। এই কর্মসূচির অধীনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নির্বাচিত ২২ জন পুণ্যার্থীও বিনামূল্যে সোমনাথ দর্শনের এই অনন্য সুযোগ পাচ্ছেন। শুক্রবার দুপুরে বালুরঘাটের রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এই তীর্থযাত্রার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করা হয়। জেলার ২২ জন পুণ্যার্থীকে বিশেষ গাড়িতে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন। সেখান থেকেই তাঁরা মূল বিশেষ ট্রেনে সোমনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সৌম্য হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পতাকা নেড়ে পুণ্যার্থীদের যাত্রার শুভ সূচনা করেন জেলাশাসক। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচ বহন করছে, আর গুজরাত সরকার ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক সেখানে থাকা খাওয়া ও স্থানীয় পরিবহণের লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করছে। নির্বাচিত পুণ্যার্থীদের যাতায়াত থাকা খাওয়া এবং মন্দির দর্শনের জন্য কোনো টাকা খরচ করতে হবে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের নিরাপদ ও শুভ যাত্রা কামনা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী রামব্রীজ সিং পিতা-স্বর্গীয় বনসরাজ সিং এবং ধরমবীর সিং পিতা- স্বর্গীয় হরিহর সিং সাং-৭ অভয় গুহ রোড, লিলুয়া, হাওড়া, গত ১৯ শে জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত 005251/2012 দলিল মূলে লিলুয়া নিবাসি শ্রী রামরাজ সিং পিতা-স্বর্গীয় বনসরাজ সিং এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী শ্রীকান্ত সিং পিতা-স্বর্গীয় হরিহর সিং গুহা রোড নিবাসী হাওড়া ডি এস আর রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নং (বুক-৪, দলিল নং 00531/2012) এর নিকট হইতে মৌজা ব্যারাকপুর, জে এল নং 16 এল আর দাগ 3208 এবং 3210 এল আর খতিয়ান নং 1677 ভুক্ত 0.004 এবং 0.0055 শতক জমি কিনিয়াছি। এই সম্পত্তি নাম পরিবর্তনের জন্য B.L.& L.R.O Bally Jagacha অফিসে আবেদন করেছি। যদি এ বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে বালি জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

আমি, ঈশিতা চৌধুরী স্বর্গীয় বিক্রান্ত চৌধুরীর মেয়ে। ফ্ল্যাট নং বি, ২য় তলা, ব্লক - সি, সারজু এনক্লেভ, ৯৮, গৌরী নাথ শাস্ত্রী সরণি, কলকাতা - ৭০০০৫৫, ডব্লিউবি-তে বসবাসকারী, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে ঈশিতা চৌধুরীর নাম পরিবর্তন করে ঈশিতা চৌধুরী করা হয়েছে। কমল কুমার পল, নোটারি, কলকাতা, ডব্লিউবি, সরকার ভারতের রেজি. নং ২৭০০ /০৪ ঈশিতা চৌধুরী এবং ঈশিতা চৌধুরী উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

তিনসুকিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২৫৫ তারিখঃ ০৮-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯৪২-আর। কাজের নামঃ** বৈদ্যুতিক কাজের জন্যে- (১) তিনসুকিয়া মণ্ডলের ষ্টেশনসমূহে পরিশোধন প্রণালীর সঙ্গে ওয়াটার কুলারের স্থাপন (বিদ্যুৎ যোগানের ব্যবস্থা)। (২) তিনসুকিয়া মণ্ডলের প্রস্তাবিত ১২ টি স্থানে এটিভিএম স্থাপনের জন্যে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২২,৫৯,১২১/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৫,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

IN THE BOMBAY CITY CIVIL COURT AT DINDOSHI, BORIVALI DIVISION, GOREGAON, MUMBAI COMMERCIAL SUIT NO. 598 OF 2024

CEVA Logistics (India) Private Limited
Registered office at The Qube,A -902/903
9th Floor, M.V. Road, Marol, Andheri East,
Mumbai -400049 CIN No.
U63090MH2002PTC289223 **... Plaintiff**

Versus

ANVIL ORE INDIA PRIVATE LIMITED
4 Clive Row, Mukti Chambers,
4th Floor, Room No. 408,
Kolkata West Bengal-700001
India CIN No.
U27100WB2013PTC196905**... Defendants**

Take Notice that this Hon'ble Court will be moved before this Hon'ble Court H.H.J. Smt. N.S. Anekar presiding in C.R. No 3 on 06.10.2026 at 11.00 am/ 2.45 O Clock, in the afternoon or soon thereafter as the counsel can be heard on the part of the Plaintiff for the following relief.

(a) That this Hon'ble Court be please to pass a decree and order there by directing the Defendant to pay the Plaintiff Rs. 20,54,444/- (Twenty Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred and Forty Four Only) towards the principal amount along with interest @24% p.a. (for invoice at Exhibit B1 to B) and @ 19% (for invoked at Exhibit C1 to C) amounting to Rs. 14,70,188.38 (Fourteen Lakh Seventy Thousand One Hundred Eighty Eight and Thirty Eight Paisa) thereby total aggregate amount of Rs. 35,24,632.38 (Thirty Five Lakhs Twenty Four Thousand Six Hundred and Thirty Two and Thirty Eight Paisa) as more particularly described in particulars of claim at Exhibit "F" with further interest @ 24 p.a. from the date of filing the suit till realization.

(b) Cost of the suit.

(c) Such other and further reliefs this Hon'ble Court may deemed fit and proper n the circumstances of the present case.

Dated this 8th day of September, 2026,

For Registrar
City Civil Court,
At. Dindoshi

Sd/- SEAL
Sealer

Dated this 8th day of September, 2026,
Mr. Omprakash Parihar
Advocate for Plaintiff
Office No. 11, Oriental Business Centre
14th Rajabahadur Mansion
Ambalal Doshi Marg, Fort,
Mumbai -400023 Mob No. 9821238126

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PURSURAH DEVELOPMENT BLOCK, HOOGHLY

Tender has Invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of road, Toilet etc, NIT NO. 9/PUR/BDO/2026-27 Date- 08.09.2026, Tender ID No 2026_ZPHD 5022877_1 to 5, Last date for submission of Tender: 15/09/26 up to 18.55 P.M, tenders.wb.gov.in.

Sd/-
Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

নিউ জলপাইগুড়িতে ইকো পার্কের উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৪২ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ০৭-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** নিউ জলপাইগুড়ির জিএসডি কমপ্লেক্সে ইকো পার্কের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য:** ২,২৫,৪১,২০২.৫৬/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি :** ৪,৫০,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তাপস মাইতি, পিতা- মনোরঞ্জন মাইতি সাং- নিবড়া (মাঝিপাড়া), পোস্ট- নিবড়া, থানা-ডোমজুড় জেলা-হাওড়া, অতঃপর রীনা দাস এদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার দীপক দাস, এর নিকট হইতে ডি. এস. আর-হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০০০০১/২০১০ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জেলা-হাওড়া, থানা-ডোমজুড়, মৌজা- নিবড়া, জে. এল নং -৫১. এল আর খতিয়ান- ৪১৯৬ নং, আর এস দাগ নং ৫১ ও এল আর ৫৫ নং দাগের ২.৩৩ শতক সম্পত্তি ৪০২৮৮১/২০১৬ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১ মাসের মধ্যে বি. এল. এন্ড এল আর. ও ডোমজুড় অফিস এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

TUSHAR AZAM KHAN
ADVOCATE

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate

SNIT No. : 12/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from eligible bonafide contractors for 1 (One) No. work of Emergent alteration and furnishing of two suites to the Irrigation Bungalow in Salt Lake amounting to **Rs.38.31 Lakhs**. Last date and time of application of SNIT is **15.09.2026** up to **12:00 Hrs**. Other details may be seen in the website : **https://iwd.wb.gov.in** and in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No. - I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol. - 91

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/004(e)/2026-27
Dated: 10-09-2026

1. Supply of 30 watt LED street light in existing poles at different roads and places under Uttarpara- Kotrung Municipality. 2. Supply of 60 watt LED street light in existing poles at different roads and places under Uttarpara-Kotrung Municipality. 3. Supply of 120 watt LED street light in existing poles at different roads and places under Uttarpara- Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date-**26/09/2026.** For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Administrator,**
U.K. Municipality

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender

NIeT No.: 03 Dated: 11.09.2026

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for Repairing of Concrete & Bituminous Road in various ward (Total 3 nos works) within Ramjibonpur Municipal area through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders.

Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/NIeT-03/2026-27, Tender ID : 2026_MAD_1041834

Last date & time for submission of bid through online is **26.09.2026. upto 2:00 P.M.**

The details will be available on websites: www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in or www.ramjibonpurmunicipality.org.in and Office Notice Board.

Sd/-Chairman,
Ramjibonpur Municipality

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly, West Bengal
Tel.: (033) 2680-2899/2319, Telefax: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No-2760/WS/SD Dated-11/09/2026

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT13/9e/26 and Tender Id No- 2026_MAD_1041711_1 to 3** for Supply 3" Column pipe & etc. for pump & pipeline Renovation work and Renovation of 17.5 S.M. pump set at different ward under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is **:23/09/2026 at 10:30 hrs.** For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Administrator,
Hooghly-Chinsurah Municipality

CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No-WB/DKM/Admin/e-NIT-016/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-017/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-018/2026-27,Tender ID- 2026_MAD_5021679_1, 2026_MAD_5021692_1 & 2026_MAD_5021702_1

Bid Submission closing date (Online)- 28/09/2026 instead of 11/09/2026 and Bid Submission opening date (Online)- 30/09/2026 instead of 14/09/2026

Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/-Administrator
Dankuni Municipality

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

muthoot FINCORP
যখন জীবন বদলাতে চান

সরকারি অফিস: মুথুট সেন্টার, টিসি নম্বর 27/3022, পুন্নন রোড, তিরুবনন্তপুরম, কেরল - 695 001
CIN: U65929KL1997PLC011518
ফোন:+91 471 4911550 | ওয়েবসাইট: www.muthootfincorp.com

পাবলিক নোটিস

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নিলামের অতিরিক্ত টাকা ফেরত

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড-এর ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট রিপেমেন্টে ডিফল্ট হওয়ার কারণে গৃহীত সোনার অলঙ্কার নিলাম করার পরে কিছু টাকা অতিরিক্ত রয়েছে. নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলি এই অতিরিক্ত পরিমাণ রিফান্ড পাওয়ার জন্য যোগ্য:

যোগ্য লোন নম্বর: **NADIA DISTRICT :-** BADKULLA:- 428200535. BAGULA:- 438500706. KALYANI-WEST BENGAL:- 2507001730, 250700350, F21446, F28734. KOLKATA-CHAKDAH:- 274500499, 274500501, 274501153, 274501315, 274501447, 274501714, 274501715, 274502392, 274502404, 274502937, 274503363, F33619, F40202, F40928, F40243, F42403, F45272, F46240. RANAGHAT:- F29921, F30153, F30766, F32813. SANTIPUR-WEST BENGAL:- F9067. **PURULIA DISTRICT :-** PURULIA:- 415900667. **NORTH 24 PARGANAS DISTRICT :-** BASIRHAT:- 255000668, F31475, F34796, F35154. BONGAUN-WEST BENGAL:- 275201503. DUNLOP-B T ROAD:- F3956, F5410. HABRA:- 412400813, F5450. KANCHARAPARA-WEST BENGAL:- F25634, F29025. KANKINARA BAZAR:- F24650, F26632. KHARDHA:- 239201456. KOLKATA-GORA BAZAR:- F17331, F17369, F17466, F17582, F18052, F18092, F18148. LAKE TOWN-KOLKATA:- F17217, F17348, F17683. MADHYAMGRAM:- 3992000104, 3992000163, 3992000223, F9347, F9471, F9715, F9978. MASLANDAPUR:- 417000721, F1363, F1404, F1409, F3682, F5831. NAGER BAZAR :- 3981000332. NAIHATI-WEST BENGAL :- 416700742, F2610. RAJARHAT:- F5671. WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:- 311600784, 311603083, 311603596, F24263, F38085, F29772, F37916, F39943, F40269. BAGUIHATI:- 415000335, 415000449, F7239. **SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT :-** AMTALA:- 396600428, F6241. BARUIPUR:- 250801367. BUDGE BUDGE-WEST BENGAL:- 268400320, 268401505, 268401707, F23174, F24234. CANNING:- 420000039, F3367. DIAMOND HARBOUR:- 400201245, 400201671, F11977, F13104, F7955. KAKDWIP:- 415400761, 415400925, F17213, F8655. NEW GARIA:- 398800049, F13539. SONARPUR:- 412600590, 412600878, 412601441, F12377, F7391. **KOLKATA DISTRICT :-** LENIN SARANI:- 396700099, 396700177, 396700538, F5188 SHYAM BAZAR:- F6931. TOLLYGUNGE:- 3980000205

যোগ্য ঋণগ্রহীতা, বা ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা তার উপলব্ধ না থাকার ক্ষেত্রে তাদের নমিনি/আইনী উত্তরাধিকারী, রিফান্ড ক্লেম করার জন্য বৈধ ID, আসল প্লেজ ফর্ম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক লোনের বিবরণ সহ মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের নিকটবর্তী শাখায় যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে.

রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে কোনও সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, মুথুট সেন্টার, TC নং 27/3022, পুন্নেন রোড, তিরুবনন্তপুরম 695001.

কাস্টমার কেয়ার:1800-102-1616 ইমেল:customercare@muthoot.com
ওয়েবসাইট:www.muthoot.com

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (SWM), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: SWM-II/DIST-III/09/26-27
Name of the Work: **Repairing and maintenance of the Vehicle No. WB07K-0889 (Hydraulic Tipper Dumper, Make - Tata, Model - SIGNA 1923K, BS-VI) of DIST-III Garage under SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **2.95,129.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days.**

(2) NIT No.: SWM-II/DIST-III/10/26-27
Name of the Work: **Replacement with fitting, fixing of 4 (four) Nos. Tube less Tyre for departmental tele handler of DISTT.-III Garage under SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **1,99,184.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **18.09.2026 upto 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: SWM-II/DIST-III/06/26-27
Name of the Work: **Repairing and Maintenance including Spare Parts for the Tipper Truck Vehicle No. WB03C-9744 (TATA-LPT 1613/42) under Dist-III Garage/SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **1,94,804.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **23.09.2026 upto 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026 (5 p.m.)**. The website: **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Dy. C.E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/GRBU/T16/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Complete servicing and overhauling of LT Transformer and main LT incomer along with allied works of re-installation at Monikhali DPS under GRBU.** Estimated Amount: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **21.09.2026 – 6 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.09.2026 (6 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No.: KMC/GRBU/HJ-08/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Contractual arrangement for operation of a submersible pump unit along with clog cleaning, screen cleaning and removal of floating materials from the sump chamber at Paharpur Road under GRBU.** Estimated Cost: ₹ **2,14,545.00**. Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Period of Time: **123 days (4 months).** Last date and time of submission of Bid: **23.09.2026 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 at 1 p.m.**

(3) NIT No.: KMC/DR/PBPS/SS/E/21/2026-27
Name of the Work: **Urgent lifting & declogging of Submersible Pump Unit No. 1 (200 KW, 31 Cusec) and Pump Unit No. 2 (160 KW, 20 Cusec) at Thanthania DPS under PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **2% of Quoted Rate.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of Bid: **23.09.2026 upto 4.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 (3.30 p.m.).**

(4) NIT No.: KMC/GRBU/JOKA/16/26-27 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing column pipes of 2 nos. SWF and 1 no. DWF pumps at Joka DPS under GRBU.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.09.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.09.2026 at 5 p.m.** The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 2 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-I, KMC** invites e-Tender online percentage rate e-Tender in two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/I/006/10/2026-2027/US
Name of the Work: **Repairing of Uttaran privies with ancillary civil works at 5/1, K. C. Road in Ward No.-006.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,99,496.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/I/008/07/2026-2027/US
Name of the Work: **Installation of Signage Boards for Sister Nivedita Heritage & Knowledge Centre at different Junction points of Roads in Ward No.-007, 008 under Br.-I.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **1,83,731.00**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days.** Last date and time of submission of Bid: **24.09.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **26.09.2026 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 (6 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-V, KMC** invites e-Tender online percentage rate e-Tender in two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/11/2026-2027
Name of the Work: **Restoration of Paver block Footpath at Rabindra Sarani etc. in Ward No.-45.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,94,692.70**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/045/12/2026-2027
Name of the Work: **Repairing of I.P.S. Footpath at N. S. Road (Western side) from Fairly Place to N. C. Dutta Sarani etc. in Ward No.-45.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,97,650.50**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/06/2026-2027
Name of the Work: **Repairing of I.P.S. Footpath at Tarachand Dutta Street etc. in Ward No.-43.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,94,636.33**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/07/2026-2027
Name of the Work: **Restoration of Footpath at M. G. Road etc. in Ward No.-43.** Estimated Cost (Including GST & Cess): ₹ **2,95,302.31**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **28 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date and time of submission of Bid: **22.09.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Date and time of opening of Tender: **24.09.2026 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer/Roads, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/334 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road at Bhupen Bose Avenue (in Patches) in Ward No.-08 under Br.-I.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,86,829.35**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/335 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road at Ramkrishna Ghosh Road (in Patches) in Ward No.-02 under Br.-I.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,91,670.31**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/337 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road at Kashinath Dutta Road (in Patches) in Ward No.-01 under Br.-I.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,93,459.65**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/ROADS/2025-2026/336 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road at Raja Manindra Road (in Patches) in Ward No.-03 and 04 under Br.-I.** Estimate Amount (Including GST & Cess): ₹ **2,92,188.42**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 4). Last date and time of submission of Bid: **26.09.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **19.09.2026 (12 Noon)** (For Sl. No. 1) & **19.09.2026 (12 Noon)** (For Sl. No. 2 to 4).

(5) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/356 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of Potholes at different portions surrounding Baishnabghata Q Block in Ward No.-110 under Br.-XI.** Estimate Amount (Including 18% GST & 1% Cess): ₹ **2,39,324.32**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.**

(6) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/160 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing of damaged road surfaces in patches surrounding Rifle Club Ground in Ward No.-113 under Br.-XI.** Estimate Amount (Including 18% GST & 1% Cess): ₹ **4,95,672.79**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days** (For Sl. No. 5 & 6). Last date and time of submission of Bid: **22.09.2026 – 12 Noon** (For Sl. No. 5 & 6). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2026 (12 Noon)** (For Sl. No. 5 & 6). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 6). **(492/26-27)**

আলু উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার পথে

আলু চাষে বড় বদল বাংলায়! রাজ্যেই তৈরি হবে উন্নত ও রোগমুক্ত বীজ, কমবে চাষের খরচ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আলু উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার পথে আরও এক ধাপ এগোতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। এবার রাজ্যেই উন্নত ও রোগমুক্ত আলুবীজ উৎপাদন এবং গবেষণার পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বাইরে থেকে আলুবীজ আমদানির উপর নির্ভরতা কমার পাশাপাশি পরিবহণ খরচও কমতে পারে। একই সঙ্গে উন্নতমানের বীজ সহজে কৃষকদের হাতে পৌঁছে গেলে আলুর উৎপাদনশীলতা ও গুণমান বাড়বে, এমনটাই আশা করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে হিমাচল প্রদেশের শিমলায় অবস্থিত আইসিএআর-সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিপিআরআই-এর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নেওয়া হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় আলুবীজ উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র বা মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সিপিআরআই-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে আলুবীজ গবেষণা ও উৎপাদনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরি করা হবে। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যকে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ-এই দুই অঞ্চলে ভাগ করে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ, দুই অঞ্চলের মাটি, জলবায়ু এবং কৃষি পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই বাংলার নিজস্ব কৃষি-পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলুবীজের জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করা হবে। এর ফলে রাজ্যের পরিবেশে ভালো ফলন দিতে পারে এমন স্বাস্থ্যকর রোপণ সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শিমলায় সিপিআরআই-এর সদর দফতরে সংস্থার অধিকর্তা ড. ব্রজেশ সিং জানিয়েছেন, উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকর। বিশেষ করে হাইটেক বীজ উৎপাদন, টিস্যু কালচার এবং অ্যারোপনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর রোপণ সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। হিমাচলের বদলে বাংলাতেই বীজ? একসময় পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ব্যবস্থায় বিপুল পরিমাণ আলুবীজ হিমাচল প্রদেশ থেকে আসত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে সেই সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে পাঞ্জাব-সহ অন্য রাজ্য থেকে আলুবীজ সংগ্রহ করতে হয় বাংলার কৃষকদের। ফলে রাজ্যের মধ্যেই উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠলে কৃষকদের

বাইরের রাজ্যের উপর নির্ভরতা অনেকটাই কমাতে পারে। শুধু তাই নয়, দূরবর্তী রাজ্য থেকে বীজ পরিবহণের ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত খরচ হয়, সেটিও কমবে। এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আলুচাষের মোট উৎপাদন খরচের উপর। রোগমুক্ত বীজ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?বিশেষজ্ঞদের মতে, আলু চাষের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর ও উন্নতমানের বীজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ, আলু সাধারণ শস্যের মতো সরাসরি বীজ থেকে উৎপাদিত হয় না মূলত উদ্ভিজ্জ প্রজনন পদ্ধতিতে আলুর চাষ করা হয়। ফলে বীজবাহিত রোগের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। সিপিআরআই-এর অধিকর্তা ড. ব্রজেশ সিংয়ের মতে, স্বাস্থ্যকর রোপণ সামগ্রী ব্যবহার করা না হলে রোগের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তার প্রভাব পড়ে ফলন ও আলুর গুণমানের উপর। তাই রোগমুক্ত ও উন্নতমানের বীজ নিশ্চিত করা টেকসই এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক আলুচাষের অন্যতম প্রধান শর্ত। কৃষকের আয় বাড়ানোর লক্ষ্য-পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান আলু উৎপাদক রাজ্য। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি গুণমানসম্পন্ন আলু উৎপাদন এবং রোগমুক্ত বীজের স্থায়ী জোগান নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে আলুবীজ উৎপাদন করা গেলে একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে, অন্যদিকে কমতে পারে কৃষকের ইনপুট ও পরিবহণ খরচ। পাশাপাশি উন্নতমানের আলু উৎপাদন হলে বাজারে তার চাহিদা ও মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে। কেন্দ্র ও রাজ্যের এই প্রযুক্তিগত সহযোগিতা তাই শুধু আলুবীজ উৎপাদনের প্রকল্প নয়, বাংলার আলুচাষকে আরও আধুনিক, রোগনিরাপদ এবং লাভজনক করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। আগামী দিনে গবেষণা ও উৎপাদন পরিকাঠামো কত দ্রুত গড়ে ওঠে, তার উপরই অনেকটা নির্ভর করবে বাংলার আলুচাষে এই উদ্যোগের সাফল্য।

সেন্ট্রাল হাসপাতাল, মালিগাঁও-এ 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ১১ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে মালিগাঁওস্থিত সেন্ট্রাল হাসপাতালে

একটি সচেতনতামূলক কার্যসূচি আয়োজনের মাধ্যমে 'বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস' পালন করেছে। এই কার্যসূচিতে চিকিৎসক, নার্সিং ও প্যারামেডিক্যাল কর্মী, শিক্ষক, অভিভাবক, নার্সিংয়ের শিক্ষার্থী, রোগী এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এই কার্যসূচির মুখ্য বিষয় ছিল আত্মহত্যা প্রতিরোধ এবং সময়মতো মানসিক সহায়তার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করা। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধনের সময় মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ বি. পি. ডেকা জোর দিয়ে বলেন যে, আত্মহত্যা প্রতিরোধ একটি যৌথ সামাজিক দায়িত্ব। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং জনপ্রিয় চলচ্চিত্র 'থ্রি ইডিয়টস'-এর উদাহরণ দিয়ে তিনি মানসিক সংকটের সময় ব্যক্তিদের প্রতি মনোযোগী, সহানুভূতিশীল ও সহায়তাকারী মনোভাব পোষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।একাডেমিক সেশন চলাকালে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনামিকা ফুকন 'আত্মহত্যা বিষয়ক প্রচলিত ধারণা পরিবর্তন' শীর্ষক বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এবং আত্মহত্যা সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা, প্রকোপ, ঝুঁকির কারণ এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে এর প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি 'টেলি-মানস' এবং 'মনোদর্পণ'-এর মতো সরকারি প্রচেষ্টাগুলির কথাও তুলে ধরেন। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট সুশ্রী শতাক্ষী মিশ্র ব্যাখ্যা করেন যে, কীভাবে মানসিক সংকট এবং প্রাথমিক সতর্কবার্তাগুলি গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত অনেক সময় উপেক্ষিত হয়ে থেকে যেতে পারে। তিনি বাড়ি, স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে সমস্যা দ্রুত শনাক্তকরণ, সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ, সহানুভূতিশীল আচরণ এবং কার্যকর যোগাযোগের ওপর জোর দেন। মির্জা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং-এর নার্সিং শিক্ষার্থীরা মানসিক যন্ত্রণা, সতর্কতামূলক লক্ষণ এবং যথাযথ সহায়তা প্রদানের গুরুত্ব বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক নাটিকাও পরিবেশন করে।

ইস্টার্ন রেলের পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ইস্টার্ন রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের গতিশীল নেতৃত্বে চলতি অর্থবর্ষে ৩১ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত পণ্য পরিবহন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে এই রেলওয়ে জোন। গুরুত্বপূর্ণ কর্মদক্ষতার বিভিন্ন সূচকে শক্তিশালী অগ্রগতি প্রদর্শন করে, ইস্টার্ন রেলের মোট পণ্য লোডিং পূর্ববর্তী অর্থবর্ষের একই সময়ের ৩৯.৭৬ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৪১.৬২ মিলিয়ন টন হয়েছে। অর্থাৎ ১.৮৫ মিলিয়ন টন বা ৪.৬৭ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। একইসঙ্গে, পণ্য পরিবহন থেকে আয় ₹৩,৬৫১.৫৬ কোটি থেকে বেড়ে ₹৩,৯৫৬.৪০ কোটি হয়েছে। এর ফলে অতিরিক্ত ₹৩০৪.৮৩ কোটি রাজস্ব অর্জিত হয়েছে, যা ৮.৩৪ (৮.৩৫) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। ইস্টার্ন রেলের প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ড. উদয় শঙ্কর ঝার নির্দেশনায় পরিচালিত বাণিজ্যিক কৌশল এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগের ফলে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কয়লা পরিবহন প্রধান ভিত্তি হিসেবে তার অবস্থান ধরে রেখেছে। কয়লা লোডিংয়ে ১০.৪৪ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। গত বছরের একই সময়ের ২৫.৭৯ মিলিয়ন টন থেকে তা বেড়ে ২৮.৪৮ মিলিয়ন টন হয়েছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি ২.৬৯ মিলিয়ন টন। কয়লা পরিবহন থেকে আয়ে আরও বেশি বৃদ্ধি দেখা গেছে। এই ক্ষেত্রে ১৮.৪৭ বৃদ্ধি পেয়ে আয় ₹৪৩১.০১ কোটি বেড়েছে এবং ₹২,৭৬৪.৫৬ কোটি-তে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময়ে এই আয় ছিল ₹২,৩৩৩.৫৬ কোটি। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যও লোডিংয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর মধ্যে লোহা আকরিক -এ ৪৫.৩১, খাদ্যশস্যে ৪২.৯৯ এবং ক্লিঙ্কারে ১.৪০ বৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি লোহা আকরিক ও ক্লিঙ্কার পরিবহন থেকে রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। মোট পণ্য লোডিংয়ে বিভিন্ন পণ্যের অংশের হিসাব অনুযায়ী, কয়লার অংশ সর্বাধিক-৬৮.৪৩। এরপর রয়েছে সিমেন্ট-৫.৬৩, লোহা ও ইস্পাত-৪.৬৫, সার-১.৭১ এবং অন্যান্য পণ্য-১৮.০৪। এই পণ্য পরিবহনের কাঠামো থেকে স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারজুড়ে বিস্তৃত ইস্টার্ন রেলের কর্মক্ষেত্রে জ্বালানি, খনন, ইস্পাত, নির্মাণ, কৃষি এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের সরবরাহ শৃঙ্খল সচল রাখার ক্ষেত্রে এই রেলওয়ে জোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক এই বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে উন্নত ফ্রেট ম্যানেজমেন্ট, দক্ষ পরিচালনাগত পরিকল্পনা, রেলওয়ের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং আঞ্চলিক শিল্পক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি বিশেষায়িত পরিষেবা। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রসঙ্গে ইস্টার্ন রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, এই বৃদ্ধি গ্রাহক সন্তুষ্টি এবং পরিচালনাগত উৎকর্ষের প্রতি ইস্টার্ন রেলের ধারাবাহিক মনোযোগের প্রতিফলন। আমরা আমাদের পণ্য পরিবহন পরিষেবাকে আরও প্রতিযোগিতামূলক, কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একইসঙ্গে, এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে গতি আনতে রেলওয়ের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশনের 'সখী' কর্মসূচি আয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন শিয়ালদহের 'মন্থন অডিটোরিয়ামে

'সখী' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল মহিলা কর্মীদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত সুস্থতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শিয়ালদহ ডিভিশনের পার্সোনেল (কর্মী) ও মেডিকেল (চিকিৎসা) বিভাগের সহযোগিতায় এবং ইআরডব্লিউডব্লিউও শিয়ালদহ-এর সভানেত্রী শ্রীমতি নিধি সাক্সেনার নেতৃত্বে এই কর্মসূচিটি আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম শ্রী রাজীব সাক্সেনা।এই কর্মসূচিতে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়-যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং আর্থিক সচেতনতা। সেশনগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে মহিলা কর্মীরা তাঁদের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক সুস্থতা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান ও গভীর সচেতনতা লাভ করতে পারেন।যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা পর্বে অংশগ্রহণকারীদের একটি নিরাপদ, সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। পাশাপাশি, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কেও তাঁদের সচেতন করা হয়। মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক পর্বে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।আর্থিক সচেতনতা বিষয়ক পর্বে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং সুচিন্তিত আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিভাগের প্রায় ৮০ জন মহিলা কর্মী অত্যন্ত উসাহের সঙ্গে 'সখী' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা এই মতবিনিময়মূলক সেশনগুলোতে বক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার, বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পান।এই উদ্যোগটি নারী ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা এবং কর্মী-কল্যাণের প্রতি শিয়ালদহ ডিভিশনের অব্যাহত অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। 'সখী'-র মতো কর্মসূচির মাধ্যমে ডিভিশন এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহযোগিতামূলক কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে মহিলা কর্মীরা জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতার মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হয়ে নিজেদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারেন।

নিহতদের স্মরণে বার্তা মোদির

১-র পাতার পর-তাও সাফ জানিয়ে দেন ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান। মোদির কথায়, 'সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের রূপ ও কৌশল যতই পরিবর্তিত হোক না কেন, যেকোনও আকার বা চেহারায় আসা সন্ত্রাসবাদের কঠোর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা বিন্দুমাত্র বদলাবে না। এই অভিশাপকে পৃথিবী থেকে চিরতরে দূর করতে বিশ্বজুড়ে যত পদক্ষেপ ও প্রয়াস গ্রহণ করা হচ্ছে, তার প্রতি ভারতের সম্পূর্ণ সমর্থন ও পূর্ণ সংহতি বজায় থাকবে।' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের এই বিশেষ বার্তাটির সঙ্গে ২০১৪ সালে নিজের প্রথম মার্কিন সফরকালে নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী '৯/১১ মেমোরিয়াল অ্যান্ড মিউজিয়াম' পরিদর্শনের একাধিক ছবিও ভাগ করে নেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দার একদল আত্মঘাতী সন্ত্রাসী চারটি যাত্রীবাহী বিমান হাইজ্যাক করে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ও পরিকল্পিত জঙ্গি হামলাটি চালিয়েছিল। হাইজ্যাকাররা দুটি বিমান নিয়ে সরাসরি নিউইয়র্কের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার'-এর ট্যুইন টাওয়ারে ধাক্কা মারে এবং তৃতীয় বিমানটি ভার্জিনিয়ার মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দফতর 'পেন্টাগন'-এ আঘাত হানে। চতুর্থ বিমানটি পেনসিলভেনিয়ার শ্যাঙ্কসভিলের একটি ফাঁকা মাঠে ভেঙে পড়েছিল। ওই ভয়ারহতম হামলায় অন্তত ২,৯৭৭ জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়। ঘটনার ২৫তম বার্ষিকীতে সমগ্র আমেরিকা গভীর শোকে ও শ্রদ্ধায় অবনত। শুক্রবার ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগনে আয়োজিত মূল স্মৃতিসভায় উপস্থিত থাকছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ওয়াশিংটনে ৯/১১ স্মারক সভায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, ''ইতিহাসের পাতায় এমন হাতে গোনা কয়েকটি মুহূর্ত আসে, যা আসলে আমাদের মানব সময়কালকে দুটি ভাগে স্পষ্ট আলাদা করে দেয়- একটি হল সেই ঘটনার আগের মুহূর্ত, আর একটি তার পরের।'' ২৫ বছর পূর্তির এই বিশেষ দিনে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, নীরবতা পালন, মোমবাতি মিছিল এবং ২,৯৭৭ জন নিহতের নাম একে একে পাঠ করার মধ্য দিয়ে সেই অভিশপ্ত ট্র্যাজেডির বলি হওয়া মানুষদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। আর সেই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও একবার বার্তা দিলেন - সন্ত্রাসবাদের কোনও দেশ, ধর্ম বা রঙ হয় না, তাকে উপড়ে ফেলাই আজ সভ্য মানবজাতির প্রধান লক্ষ্য।

১৭ সেপ্টেম্বর থেকে বিজেপির 'সেবা সংকল্প অভিযান'

১-র পাতার পর-অংশ নিতে চাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। অতীতে সিঙ্গুরের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে এক বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল এবং সারা দেশের সামনে এমন একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল যে এখানে ব্যবসা করা যায় না। এই নেতিবাচক ভাবমূর্তি কাটাতে রাজ্যে একটি বড় কর্পোরেট হাব বা বড় বিনিয়োগের অত্যন্ত প্রয়োজন। কর্পোরেট সংস্থাগুলির পরিকল্পনা এবং বাংলার উন্নয়ন ভাবনার মেলবন্ধন ঘটলে তা রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হবে বলে মনে করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে শিল্প নীতি, পুলিশ নীতি ও ল্যান্ড পলিসির পাশাপাশি দেউচা পাচামি প্রকল্প নিয়েও নিজস্ব মতামত তুলে ধরেন তিনি। সম্প্রতি অধ্যাপক ট্রান্সফার সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, অধ্যাপক বা শিক্ষকদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করলে সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, তবে নিয়মের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে, এর অপব্যবহার বা মিসইউজ করা কোনঅভাবেই কাম্য নয়। অন্যদিকে, কুখ্যাত অপরাধী রমেশ মাহাতোকে বিজেপির মঞ্চে তুলে সংবর্ধনা দেওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অবস্থান স্পষ্ট করেন।

'আগামী দিনে বাংলায় পাঁচ হাজার কোটির বিনিয়োগ হবে'

১-র পাতার পর-গিয়েছে। সেখানে তৈরি রোবট ফায়ার ভেহিকলের অর্ডার উত্তরপ্রদেশ-সহ অন্যান্য রাজ্য থেকেও আসছে। আমূল-সাঁকরাইলে ৬০০ কোটি টাকার ডেয়ারি ও মিষ্টি-দইয়ের প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় দু'টি নতুন আইসক্রিম প্ল্যান্টের জমি নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। অমিত মেটালিক্স-রঘুনাথপুরে নতুন প্রজেক্টের ভূমি পূজন হয়েছে এবং ইউকো ব্যাংক ১,৫০০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করার পর কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। এল অ্যান্ড টি-নিউটাউনে ৭ লাখ ৪৫ হাজার বর্গফুটের বিশাল ডেটা সেন্টারের উৎসর্গ সম্পন্ন হয়েছে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-দুর্গাপুজোর আগেই ৬,০০০ কোটি টাকার নতুন সমাপ্ত প্ল্যান্টের উদ্বোধন হবে, যেখানে পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে তিনি উপস্থিত থাকবেন। প্রতিরক্ষা ও ডিআরডিও-জিআরএসই-তে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে ৪টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুট উপকূলে ডিআরডিও-র এক বিশাল প্রতিরক্ষা প্রকল্প আসছে, যার ছাড়পত্র রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। আদানি ও আম্বানি গ্রুপ-আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর গৌতম আদানি কলকাতায় আসছেন এবং নিউটাউনে ২,০০০ শয্যার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। অন্য দিকে, অনন্ত আম্বানির সঙ্গে টেলিফোনে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে এবং গণপতি উৎসবের পর মুম্বাই গিয়ে মুকেশ আম্বানি ও অনন্ত আম্বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তাজপুর বন্দর-সরকারি খাসজমি না থাকায় তাজপুর গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পটিকে নিকটবর্তী দাদন পাত্রবাড়ে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে রাজ্যের নিজস্ব ১,৭০০ একর জমি রয়েছে। শিল্প সংস্থাকে জমি হস্তান্তর-রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনে পুজোর আগেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩৩টি শিল্প সংস্থাকে দীর্ঘদিনের বকেয়া জমি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হবে।

শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে আইনি জট

১-র পাতার পর- আক্রমণ শানানো হয়েছে। মামলার আবেদনকারী পিয়াল অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ করে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, জগন্নাথ মন্দিরকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং টাকা তোলার র‍্যাকেট চলছে। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকেও একহাত নেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ কারও জমিদারি নয় উল্লেখ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আইনি লড়াই চলবে এবং মানুষই এর উপযুক্ত জবাব দেবে।'' সব মিলিয়ে আইনি জটিলতা এবং রাজনৈতিক তরজায় শ্রীরামপুরের এই সভা ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে।

অভিষেকের আপ্তসহায়ককে ৮ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ

১-র পাতার পর-আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর ঠিক কী ধরনের ভূমিকা ছিল, তাও গভীরভাবে অনুসন্ধান করছে সিআইডি। বারবার সমন পাঠিয়ে তলব করা সত্ত্বেও তিনি সমস্ত প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দিচ্ছিলেন না বলেই তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থা। সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার পর তিনি ফের আত্মগোপন করতে পারেন, এমন আশঙ্কাও ছিল। সেই কারণেই রক্ষাকবচ সরতেই অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই হাই-প্রোফাইল গ্রেফতারি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র শোরগোল। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিধানসভায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ''এই রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ তোলাবাজ সুমিত রায়। সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ তুলে নিয়েছে। তোলাবাজ ভাইপোর একনম্বর কালেক্টর হল এই সুমিত রায়, তাকে আজ সিআইডি গ্রেফতার করেছে।'' উল্লেখ্য, শালবনি জমি দুর্নীতি মামলার পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও এর আগে তাঁকে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত অন্য একটি আর্থিক মামলার তদন্তেও সুমিত রায়ের নাম উঠে এসেছে বলে ইডি সূত্রে খবর। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ও ভূমিকা রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় সংস্থাও। যদিও এই নির্দিষ্ট মামলাটিতে ইডি তাঁকে এখনও মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করেনি, তবে সিআইডির হেফাজতে জেরা চলাকালীন আগামী দিনে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

NAME CHANGE
I, ANANYA KARMAKAR, daughter of Saumitra Bhattacharya by faith-Hindu, residing at B-15/6, Uttarayan Housing Estate, Baranagar, Kolkata-700108, W.B do hereby solemnly affirm and declare that i change my name and shall be known as ANANYA BHATTACHARYA, for all future purposes, declare before 1st class judicial magistrate at Sealdah vide affidavit no. 19346, ANANYA KARMAKAR and ANANYA BHATTACHARYA, both are same identical person.

NAME CHANGE
I, Ranjit Bala S/O–Lt. Parshwanath Bala resident of Vill-Palla 3 No. Camp, P.O. Chanchai, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713151 WB do hereby declare my father's actual name Parshwanath Bala instead of Parsanath Bala and my mother's actual name Dalim Bala instead of Dalin Bala, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Purba Bardhaman dated on 08/09/2026. Parshwanath Bala and Parsanath Bala is same and one identical person. Dalim Bala and Dalin Bala is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, RANJEETA KEDIA (old name) W/o Vikash Lath age about 45 by faith Hindu by occupation - Self-Employed, Resident of 101, Prafulla Kanan West, Block-K, Flat-3CCC, Kolkata, Dist- North 24 Parganas, Kolkata-700101, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from RANJEETA KEDIA (old name) to RANJITA LATH (New Name) and henceforth I shall be known as RANJITA LATH (new name) in all purpose vide an affidavit no. K/Sept/225/26 sworn before the Notary public at Howrah dated 10/09/2026 RANJITA LATH (new name/Correct name) and RANJEETA KEDIA (old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MONI ROY (Old Name), S/O prankishor roy, resident of Vill.Gadhayar Kuthi, VTC Char Chara Bari, P.O. Bhandani, P.S. Bhupguri, dist. Jalpaiguri, Pin-735210 shall henceforth be known as MANI ROY (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Jalpaiguri vide Affidavit SL. No. 27115, Dated 09.09.2026 that MONI ROY (Old Name) and MANI ROY (New Name) both are same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Manmohan Sarkar, S/O. Bharat Sarkar, R/O at Vill. Khapaidanga, P.O. Konamali , P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736156. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2001 0967149, Wherein my and my father's name has been recorded as Monomohan Sarkar , S/O. Bharat Ch. Sarkar. That Said Manmohan Sarkar and Monomohan Sarkar, is one and same identical person. That Said Bharat Sarkar and Bharat Ch. Sarkar , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 28AC 695202, dt. 07/09/26. In The Court of Ld Judicial Magistrate 1st Class, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE
I, Julisha Begum W/O–Md Arif Reza resident of 55E, Tiljala Road, Beside Mohammdi Masjid, Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046 WB do hereby declare my actual name Julisha Begum instead of Julesa Khatoon and my son's actual name Md Ali Reza instead of Md Ali Raza, vide an affidavit No. 19276 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated on 11/09/2026. Julisha Begum and Julesa Khatoon is same and one identical person. Md Ali Reza and Md Ali Raza is same and one identical person.

AFFIDAVIT
I, Arunava Bhowmik , S/O. Amiokanti Bhowmik, R/O at Vill. & P.O. Dhangdhing Guri, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2010 0957248, Wherein my and my father's name has been recorded as Arunabha Bhowmick, S/O. Amiya Bhowmick. That Said Arunava Bhowmik and Arunabha Bhowmick, is one and same identical. That Said Amiokanti Bhowmik and Amiya Bhowmick, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 18, dt. 11/09/26. Before The Notary Public, (S) Coochbehar.

NAME CHANGE
I, Baishakhi Halder (old name) D/o-Biswajit Halder residing at 14 A, Ultadanga Road, P.S. Burtolla, PO. Shyambazar Mail, Kolkata-700004 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Baishakhi Halder to Baishakhi Mondal(New Name) and henceforth I shall be known as Baishakhi Mondal(New Name) in all purpose vide an affidavit no. 19108 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 09/09/2026. Baishakhi Halder to Baishakhi Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sahida Khatun(Old Name) W/O–Kaji Rabiur Jaman resident of Vill-Kajipara, P.O. Kamnagar, P.S. Saktipur, Dist. Murshidabad, Pin-742405 West Bengal, do hereby declared that I have changed my name from Sahida Khatun to Sahida Bibi and henceforth I shall be known as Sahida Bibi in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st Class at Berhampore, Murshidabad on 24/09/25. Sahida Khatun and Sahida Bibi both are same and one identical person.

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সভাপতিত্বে জোনাল রেল ব্যবহারকারী পরামর্শক কমিটির ১১২তম সভা

গোরখপুর, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকারের সভাপতিত্বে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জোনাল রেল ব্যবহারকারী পরামর্শক কমিটির (জেডআরইউসিসি) ১১২তম সভাটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সংসদ সদস্য, মহারাজগঞ্জ (বিহার) থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শ্রী জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল, সিওয়ান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শ্রীমতি বিজয় লক্ষ্মী দেবী, সংসদ সদস্য, জোনাল ব্যবহারকারী পরামর্শক কমিটির সদস্যবৃন্দ, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ এবং ঊর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তারা।সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার মহারাজগঞ্জ (বিহার) থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী জনার্দন সিং সিগ্রিওয়াল, সিওয়ান থেকে নির্বাচিত মাননীয়া সংসদ সদস্য শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দেবী এবং সভায় উপস্থিত আঞ্চলিক ব্যবহারকারী উপদেষ্টা কমিটির মাননীয় সদস্যদের স্বাগত জানান এবং বলেন যে, তাঁদের মাধ্যমেই আমরা সাধারণ জনগণের চাহিদা বুঝতে পারি। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে লাইন ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন, নিরাপদ ট্রেন

পরিচালনা, কর্মচারী কল্যাণ এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সবুজ উদ্যোগসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং উপলব্ধ সম্পদের দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহারের ফলে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং এর পাশাপাশি অনেক উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে।জেনারেল ম্যানেজার জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাহরাইচ-নানপাড়া-নেপালগঞ্জ রোড (৫৬.১৫ কিমি) সেকশনের গেজ রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, মোট ৮১.৩৪ কিমি রেললাইন রূপান্তর করা হবে। বুড়ওয়াল-গোন্ডা তৃতীয় লাইন প্রকল্পের কর্ণাইলগঞ্জ-ঘাঘরা ঘাট (২১.৪২ কিমি) অংশ এবং মৌ-পিপরাদিহ-দুলহাপুর (২০.৯২ কিমি), মৌ-খুরহাট (১২.৫০ কিমি) ও পিভকল-লার রোড (১৪.৫১ কিমি) অংশের ডাবলিং ও বিদ্যুতায়ন সহ মাল্টি-ট্র্যাকিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান যে চলতি অর্থ বছরে এখন পর্যন্ত ২৫.৭২ কিমি মাল্টি-ট্র্যাকিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শ্রী বরওয়ানকর বলেন যে গত বছর ৪৯.৯১ কিমি অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিংয়ের কাজ সম্পন্ন ও চালু হয়েছে, যা আরও বেশি ট্রেন চলাচলে সক্ষম করেছে। তিনি আরও বলেন যে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে ১২টি রোড ওভারব্রিজ (আরওবি) এবং ৪৩টি রোড আন্ডারব্রিজ (আরইউবি) চালু করা হবে।

মন্তেশ্বরে পরিষেবা পরিকাঠামো খতিয়ে দেখছেন বিধায়ক সৈকত পাঁজা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকার শিক্ষা, শিশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে মন্তেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক সৈকত পাঁজাকে। শুক্রবার তিনি সারগাছি, ইন্দ্রপুর, বামুনিয়া, ভগবানপুর ও মালম্বা গ্রামের একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি মালম্বা প্রাথমিক বিদ্যালয়েও গিয়ে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা, পরিকাঠামো, শিশুদের পুষ্টি, প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিশুদের জন্য সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সরেজমিনে খোঁজ নেন বিধায়ক। কর্মী ও সহায়িকাদের সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। মালম্বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পঠন-পাঠনের পরিবেশ, পরিকাঠামো এবং ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়েও খোঁজখবর নেন। সৈকত পাঁজা জানান, শিশুদের সুস্থ, সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও বিদ্যালয়গুলির পরিষেবার মান আরও উন্নত করা জরুরি। সেই লক্ষ্যে তিনি নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ চালিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যেই মন্তেশ্বর বিধানসভা এলাকার একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন বিধায়ক। মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতির ঘোড়াডাঙ্গা, হোসেনপুর, আটাশপুর, তারাশুশুনা, আউশগ্রাম, নবগ্রাম, ফুলগ্রাম ও ইন্দ্রপুর এবং মেমারি-২ পঞ্চায়েত সমিতির নান্না, কাশিপুর ও বড়া গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও তিনি গিয়েছেন। অন্যদিকে, হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও সম্প্রতি কঠোর অবস্থান নিয়েছেন বিধায়ক। অতি সম্প্রতি মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে জমে থাকা জঞ্জাল ও বড় বড় ঘাস-জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করেন তিনি। হাসপাতাল চত্বরে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানানোর নির্দেশ দেন। পাশাপাশি গুটখা বা পান খেয়ে হাসপাতাল চত্বর নোংরা না করার বিষয়েও কড়া নজরদারির নির্দেশ দেন। হাসপাতাল চত্বরে কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের আচরণ নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাসপাতাল চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে আগাছা ও জঙ্গল বেড়ে যাওয়ায় সাপের উপদ্রবও বাড়ে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আবেদনের ভিত্তিতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেওয়া হয় বলে বিধায়ক জানান। হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। কয়েকদিন আগেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী মন্তেশ্বর হাসপাতাল পরিদর্শন করেছিলেন। বিধায়কের ধারাবাহিক পরিদর্শন ও সক্রিয় ভূমিকায় আশাবাদী মন্তেশ্বরের বাসিন্দাদের একাংশ। তাদের আশা, শিক্ষা, শিশু পুষ্টি থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা-বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত নজরদারি ও উদ্যোগের ফলে মন্তেশ্বর বিধানসভায় উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে।

মালদা বিমানবন্দরের সংস্কারে পনেরো কোটি বরাদ্দ

কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বর ঃ অপরিকল্পিতভাবে উত্তরবঙ্গের মালদা বিমানবন্দরের রানওয়ে উন্নীতকরণ ও সংস্কারের কাজের জন্য সরকারের পনেরো কোটি টাকারও বেশি অর্থ অপচয় হয়েছে বলে ভারতের মহা হিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক জানিয়েছে। গতকাল বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া সময়কালের জন্য এই সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে পূর্ত দপ্তর এই বিমানবন্দরটির উন্নীতকরণে ৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেখানকার রানওয়ে উন্নীতকরণের কাজ শুরু করে। ১৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে এই কাজ শেষ হয় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বিমানবন্দর সংলগ্ন ১৪ টি উচু ভবন, একটি টেলিফোন টাওয়ার, একটি হাই টেনশন বৈদ্যুতিক টাওয়ার, স্থানীয় ঘোড়াপীর সাবস্টেশন ও বিমানবন্দরের সীমানা প্রাচীরের ঠিক পিছনে থাকা বৈদ্যুতিক রেলওয়ে ট্রাক সরিয়ে ফেলার সুপারিশ করা সত্ত্বেও সরকারিভাবে তার কোন উদ্যোগ না নেওয়ায় বিমানবন্দরটি চালু করা যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 310 **Tender Notice Date: 11/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 310/9/2026-2027** dated 11/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 28/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 311 **Tender Notice Date: 11/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 311/9/2026-2027** dated 11/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 28/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Joypur Development Block, Joypur, Purulia

DATE CORRIGENDUM

NIe-T No. :- 01/BDO/JDB/2026-27, Date:-03/09/2026 (Tender ID: 2025_DM_5022157_1 & 2025_DM_5022157_2)

Due to insufficient bidders date corrigendum has been made for above mentioned tender and Sl. No. Last date of bid submission is extended up to 01.00 PM of 16/09/2026. For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development officer
Joypur Development Block

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 312 **Tender Notice Date: 11/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 312/9/2026-2027** dated 11/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 28/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 313 **Tender Notice Date: 11/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 313/9/2026-2027** dated 11/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 28/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 309 **Tender Notice Date: 11/9/2026**

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 309/9/2026-2027** dated 11/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 14/09/2026, 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 21/9/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

Abridge Notice for e-Tender
(2026_WB_5818)

An e-Auction for sale of 99414 cft.of unclaimed sized sand at Shyamsundarpur Mouza (JL No. 07), Bhaburia (JL No. 05), Madhaipur (JL No. 4) under Faridpur-Durgapur Block is available in e-Auction website.
Interested qualified eligible individuals/agencies may place auction for the same through e-Auction website Details of the Auction is available in the e-Auction website and at notice board of the Office of the District Magistrate, Paschim Bardhaman.

For District Magistrate
Paschim Bardhaman

আদ্রা ডিভিশনে বেলিয়াতোড় প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনে হল্ট এজেন্ট নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং: সি-৬৬৯/পিএইচ/আদ্রা/২০২৬/০৩ **তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬**

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের অন্তর্গত বিডিআর সেকশনে **বেলিয়াতোড়** হল্ট স্টেশনে হল্ট এজেন্ট নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন। **টেন্ডারের ধরন:** বিডিআর সেকশনে বেলিয়াতোড় প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনে হল্ট এজেন্ট নিয়োগ।; **কাজের বিবরণ:** সমস্ত ধরনের নন-কনসেশনাল আনরিজার্ভড টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এবং সিজন টিকিট বিক্রি; **টেন্ডার মূল্য:** কমিশন ভিত্তিক।; **আবেদনপত্রের মূল্য:** শূন্য।; **পিএইচএস নিয়োগের অবস্থান:** প্যাসেঞ্জার হল্ট এজেন্টস; দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে / আদ্রা ডিভিশনের বিডিআর সেকশনের বেলবনি পিএইচ-ছাঁদার স্টেশনের মধ্যবর্তী বেলিয়াতোড় হল্ট স্টেশন; **শর্তাবলী সহ আবেদনপত্র উপলব্ধ:** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা-র অফিসে **০৫.১০.২০২৬** তারিখ পর্যন্ত অফিসের কাজের সময়ের মধ্যে। এটি রেলওয়ে **ওয়েবসাইট: www.ser.indianrailways.gov.in** থেকেও ডাউনলোড করা যেতে পারে।; **আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ও স্থান:** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার অফিস/আদ্রা-তে ০৫.১০.২০২৬ তারিখ ১৩.০০ টা পর্যন্ত।; **টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ ও সময়:** ০৫.১০.২০২৬ তারিখ ১৬.০০ টায়; **আবেদনকারীর যোগ্যতার মানদণ্ড:** **i)** আবেদনকারীকে স্থানীয় জেলা যেখানে প্যাসেঞ্জার হল্ট স্টেশনটি অবস্থিত সেখান থেকে প্রত্যয়িত হতে হবে। **ii)** আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ১০ম শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। **iii) বয়সের সীমা:** আবেদনকারীর বয়স ১৮ বছরের কম হওয়া চলবে না। **iv)** তাঁর শারীরিক যোগ্যতা এবং সংক্রামক ব্যাধি মুক্ত হওয়ার জন্য যেকোনো নিবন্ধিত মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের কাছ থেকে মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। **v)** পুলিশ ভেরিফিকেশন।; **দ্রষ্টব্য:** অপ্রত্যাশিত কোনো কারণে খোলার দিনটি যদি ছুটির দিন বা বন্ধের দিন হয়, তবে আবেদনপত্রটি পরবর্তী কার্যদিবসে একই স্থানে এবং একই সময়ে খোলা হবে।

(PR-753) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

লামডিং ডিভিশনে বিজ্ঞাপনী সম্পদগুলির জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনে ০৩ (তিন) বছরের সময়কালের জন্য "বিজ্ঞাপনী সম্পদগুলির" ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এলএমজি-০৯-২৬। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট):** ২৯-০৯-২০২৬ তারিখ **১১:০০** টায়।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এলএমজি-ইউডিপিইউ-ওএইচ-৪৩৯-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	০৩ (তিন) বছরের সময়কালের জন্য উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপনী অধিকারের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বানের একটি প্রস্তাব।
এএ/২	এডিভিটি-এলএমজি-এসবিআরএম-ওএইচ-৪৪০-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	০৩ (তিন) বছরের সময়কালের জন্য সাবরুম রেলওয়ে স্টেশনে বিজ্ঞাপনী অধিকারের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বানের একটি প্রস্তাব।
এএ/৩	এডিভিটি-এলএমজি-জেজিএনআর-ওএইচ-৪৩৭-২৬-১ (বিজ্ঞাপন-আউট অফ হোম)	০৩ (তিন) বছরের সময়কালের জন্য যোগেন্দ্রনগর স্টেশনে বিজ্ঞাপনী অধিকারের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বানের একটি প্রস্তাব।
এবি/১	এডিভিটি-এলএমজি-জেজিএনআর-ওএসএন-৪৪৫-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - অন স্টেশন প্রিমাইস (নন-ডিজিটাল))	০৩ বছরের সময়কালের জন্য যোগেন্দ্রনগর স্টেশন চত্বরে বিজ্ঞাপনী অধিকারের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বানের একটি প্রস্তাব।
এবি/২	এডিভিটি-এলএমজি-এসবিআরএম -ওএসএন-৪৪৮-২৬-১ (বিজ্ঞাপন - অন স্টেশন প্রিমাইস (নন-ডিজিটাল))	০৩ বছরের সময়কালের জন্য সাবরুম রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে বিজ্ঞাপনী অধিকারের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বানের একটি প্রস্তাব

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৯-০৯-২০২৬ তারিখে **১২:১০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলির বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড
৫ম তল, টাওয়ার ১, সিউডস্ গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস্, সিউডস্ দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে, নভি মুম্বই-৪০০ ৭০৬

দখল বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮(১) বিধির অধীনে)

যেহেতু, ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (অতঃপর '**ইউএসএফবিএল**' হিসেবে অভিহিত)-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৫ম তলা, টাওয়ার ১, সিউডস গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেক্টর-৪০, সিউডস (সিউডস-দারাভে রেলওয়ে স্টেশনের উপরে), নভি মুম্বই-৪০০৭০৬-এ অবস্থিত-সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ধারা ১৩(১২) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২)-এর আওতায় একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলাম। উক্ত নোটিশে আপনাদের (ঋণগ্রহীতা, যাদের নাম ও ঠিকানা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে) নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেন ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের দাবির (চার্জ) সাপেক্ষে গণ্য হবে (যার পরিমাণ ও সুদ নিচে উল্লেখ করা হয়েছে)। বন্ধকী সম্পত্তি বা জামানতকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	স্থাবর সম্পত্তিসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ	দাবি-সংক্রান্ত নোটিশ তারিখ ও অর্থ	দখলের তারিখ
১.	লোন অ্যাকাউন্ট নং. USFBKOLLOAN000005017381 **১. অধিকারী গ্যাস সরবরাহকারী (ঋণগ্রহীতা) অজিত অধিকারীর মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন** **২. অজিত অধিকারী (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধক)** **৩. লক্ষ্মী অধিকারী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **৪. হারুন অধিকারী (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **ক্রমিক নং ১-এর ঠিকানাঃ** গ্রাম- হিজলক, পাড়া- হিজলক দক্ষিণ পাড়া, থানা ও ডাকঘর- বাগনান (হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩৩০) **এছাড়া** মৌজা- হিজলক, জে.এল. নং- ৬১৩৬-এ-ও অবস্থিত। হাওড়া পিন-৭১১৩০৩ জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত বাগনান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত-আর.এস. খতিয়ান নং ২৫৯-এর আর.এস. দাগ নং ২৫১ যা এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৭-এর এল.আর. দাগ নং ২৩৬-এর অনুরূপ এবং বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ২১৪৯-এর অন্তর্ভুক্ত। **ক্রমিক নং ২-এর ঠিকানাঃ** হিজলক, বাগনান, হাওড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩০৩। **ক্রমিক নং ৩-এর ঠিকানাঃ** ২০ হিজলক, বাগনান, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩০৩। **ক্রমিক নং ৪-এর ঠিকানাঃ** হিজলক, বাগনান, হাওড়া, শিবতলা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১৩০৩।	হাওড়া জেলার পিন-৭১১৩০৩ বাগনান থানার অন্তর্গত বাগনান-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অবস্থিত, হিজলোক মৌজা (জে.এল. নং ৬১-র অন্তর্ভুক্ত একটি ভূখণ্ড-যার আয়তন প্রায় ১১.২৫ ডেসিমেল এবং যার ওপর একটি কাঠামো বা নির্মাণ রয়েছে (কম-বেশি হতে পারে)-এবং যা আর.এস. খতিয়ান নং ২৫৯-এর আর.এস. দাগ নং ২৫১-এর অংশবিশেষ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৭ (বর্তমানে ২১৪৯)-এর অন্তর্ভুক্ত উক্ত ভূখণ্ডটির সীমানা নিম্নরূপঃ **উত্তরেঃ** অসিত অধিকারীর সম্পত্তি **দক্ষিণেঃ** বিভূতি সরকারের সম্পত্তি **পূর্বেঃ** ৪ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রাস্তা **পশ্চিমেঃ** আক্কেল আলি খানের সম্পত্তি এবং সুকুমার মণ্ডলের জমি।	০৭.০২.২০২৬ ২১,৪০,৯৮৯.৪০/- টাকা **(একুশ লক্ষ চল্লিশ হাজার নশো উননব্বই টাকা ও চল্লিশ পয়সা মাত্র)** ০৭.০২.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী।	১০-০৯-২০২৬

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১২.০৯.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

Panihati Municipality
BT Road, Panihati, Kol-700114

NIQ/EOI

EOI is invited from the reputed Dealer/ Distributor/Companies/ Agency/individual etc. for the following items listed in the following NIQ related to procurement/work/ Service as mentioned: No:
1. PM/VD/Sep-2026/GPS/EO1/11; 09.09.2026
Dropping on 18/09/2026
Bid opening date 18.09.2026. Bid opening after 3.00 p.m or as per directives or availability of Authority. It will be intimated later on. Under signed reserve the right to accept or reject any Quotation/tender/ EOI or all without assigning any reason. For details contact MVI, Panihati Municipality and website of www.panihatimunicipality.

S/d
Executive Officer
Panihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২১৬_২০২৬-২৭, তারিখ ১০.০৯.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **সিনি. ডিইএন/সি/হাওড়া। কাজের বিবরণ ঃ** (ক) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ৯৯/১৬-১০০/১-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৬বি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (খ) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ৯৭/১২১-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৪সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (গ) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ৯৯/৪৮৪-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৫সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। (ঘ) এইএন/লিলুয়ার অধীনে শেওড়াফুলি-বিষ্ণুপুর শাখায় কিমি ১১৫/৪৩৮-তে লেভেল ক্রশিং নং ৩৮সি-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৬,৭১,৭৫,৪৪৩.২০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫৩,৪৩,৫০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-330/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড
সরকারি অফিস: মুথুট সেন্টার, টিসি নম্বর 27/3022, পুন্নন রোড, তিরুবনন্তপুরম, কেরল - 695 001
CIN: U65929KL1997PLC011518
ফোন: +91 471 4911550 | ওয়েবসাইট: www.muthootfincorp.com

muthoot FINCORP
যখন জীবন বদলাতে চান

পাবলিক নোটিস

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নিলামের অতিরিক্ত টাকা ফেরত

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড-এর ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট রিপেমেন্টে ডিফল্ট হওয়ার কারণে গৃহীত সোনার অলঙ্কার নিলাম করার পরে কিছু টাকা অতিরিক্ত রয়েছে. নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্ট নম্বরগুলি এই অতিরিক্ত পরিমাণ রিফান্ড পাওয়ার জন্য যোগ্য:

যোগ্য লোন নম্বর: **HOOGHLY DISTRICT :-** ARAMBAG:- 404800563, F11442, 404800707, 404800709. BANDEL:- 418601203, F1702. CHANDANNAGAR:- 416100606, 416101090, 416101160. CHINSURAH:- 406900217, 406900289, F9888. DANKUNI:- 288000243, F27775, F28406, F31834, F32507, F33259. SERAMPORE-BELTING BAZAR:- 238601081, F28353, F28455, F29563. SERAMPORE-MAHESH:- 2830000066, 283000102, 2830001399, 2830001601, F26994, F28235. SHEORAPHULI:- 407300143, F10820. **HOWRAH DISTRICT :-** BAGNAN:- F14569. BALLY KOLKATA:- 3013000652, F17866. BANDHAGHAT SALKIA:- 2766000131. BELUR-WEST BENGAL:- F14277. DOMJUR:- 4228000384, F3281, F3588. HOWRAH-DOBSON ROAD:- 2250000067. ULUBERIA:- 2586001792, F24256, F30389, F30612, F30772. **BIRBHUM DISTRICT :-** BOLPUR:- 419500089, 419500419, 419501204, 419501209, F3233, F5367, F5658, F6286, F6497, F6857.RAMPURHAT:- 408000025, 408000737, F7978, F8182, F8502. SURI:- 408100083, F11939, F11941, F12672, F12727, 408100232, 408100375, 408100775, 408101418, 408101498, 408102356, F12352, F12781. **EAST BARDHAMAN DISTRICT :-** BURDWAN:- F5392. KALNA-WEST BENGAL:- F33374, F34169. KATWA-WEST BENGAL:- 288900851, F27459, 288901582, F25986, F27913, F28264.

যোগ্য ঋণগ্রহীতা, বা ঋণগ্রহীতার মৃত্যু বা তার উপলব্ধ না থাকার ক্ষেত্রে তাদের নমিনি/আইনী উত্তরাধিকারী, রিফান্ড ক্লেম করার জন্য বৈধ ID, আসল প্লেজ ফর্ম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক লোনের বিবরণ সহ মুথুট ফিনকর্প লিমিটেডের নিকটবর্তী শাখায় যাওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

রিফান্ড প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যে কোনও সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড, মুথুট সেন্টার, TC নং 27/3022, পুন্নেন রোড, তিরুবনন্তপুরম 695001.

কাস্টমার কেয়ার:1800-102-1616 ইমেল:customercare@muthoot.com
ওয়েবসাইট:www.muthoot.com

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

1. NIT No. : LTG/26/62/VI/Z-II/26-27
Name of the work : **Repairing and replacement of uttaran lighting system at different uttaran areas in Ward No.-62**. Estimate Amount : **Rs. 1,98,099.38**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **26.09.2026** up to **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026** on **4 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in**

2. NIT No. : LTG/73/V/Z-II/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED light fittings along with other electrical accessories at riverfront sites under Br-V**. Estimate Amount : **Rs. 3,99,414.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

3. NIT No. : LTG/75/V/Z-II/26-27
Name of the work : **Repairing and replacement work of street lighting system along with other electrical works at various ghats of riverfront sites under Br-V**. Estimate Amount : **Rs. 3,99,508.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.09.2026** up to **4 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **11.09.2026** at **6 p.m.** (for Sl. No. 2 & 3).

4. NIT No. : KMC/LTG/25/WD24/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system within WD-24, Br-IV, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 3,97,675.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

5. NIT No. : KMC/LTG/24/WD26/IV/ZII/26-27
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings for maintenance of street lighting system within WD-26, Br-IV, KMC**. Estimated Amount : **Rs. 3,98,084.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **26.09.2026** up to **2 p.m.** (for Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **15.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 4 & 5).

6. NIT No. : KMC/LTG/37/WD28/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED street light fittings for maintenance of street lighting system in WD-28 under Br-IV**. Estimated Amount : **Rs. 3,98,902.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

7. NIT No. : KMC/LTG/38/WD38/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED street light fittings for maintenance of street lighting system in WD-38 under Br-IV**. Estimated Amount : **Rs. 3,98,292.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

8. NIT No. : KMC/LTG/39/WD39/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Supply and delivery of LED street light fittings for maintenance of street lighting system in WD-39 under Br-IV**. Estimate Amount : **Rs. 3,98,330.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

9. NIT No. : KMC/LTG/28/WD38/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 38 under Br-IV** . Estimate Amount : **Rs. 2,24,893.00**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **20 Days**.

10. NIT No. : KMC/LTG/12/WD28/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Repairing and replacement of lighting system at 25, Hari Nath Dey Road Uttaran and other Uttarans in WD-28 under Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 1,99,479.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

11. NIT No. : KMC/LTG/21/WD38/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Repairing and replacement of lighting system at Heramba Das Lane Uttaran and other Uttarans in WD-38 under Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 1,99,376.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

12. NIT No. : KMC/LTG/15/WD39/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Repairing and replacement of lighting system at Sambhu Chatterjee Street Uttaran and other Uttarans in WD-39 under Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 1,99,418.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

13. NIT No. : KMC/LTG/34/WD28/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Installation of earthing arrangement and replacement of loop box in view of safety under WD No.-28, Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 1,94,996.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**.

14. NIT No. : KMC/LTG/36/WD38/IV/ZII/26-27
Name of the work : **Installation of earthing arrangement and replacement of loop box in view of safety under WD No.-38, Br-IV, KMC**. Estimate Amount : **Rs. 1,95,891.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **22.09.2026** up to **2 p.m.** (for Sl. No. 6 to 14). The bid forms and other details are available on and from **12.09.2026 (2 p.m.)** (for Sl. No. 6 to 14). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 to 14).

The Executive Engineer (E)/Ltg/Z-III, KMC invites tender online two part bid system for the following works:

1. NIT No. KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/36
Name of the work : **Repairing of Street lighting system at ATM Road, S.N. Pandit Street, Chowringhee Road and surrounding areas in Ward No.-71 under Br-IX**. Estimated Amount : **Rs. 2,48,882.97**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **15 Days**.

2. NIT No. KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/37
Name of the work : **Installation of insulating, materials on the Street Light pole bodies at different places in Ward No.-73 under Br-IX**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,777.52**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **20 Days.**

3. NIT No. KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/38
Name of the work : **Installation of insulating materials on the Street Light pole bodies at different places in Ward No.-71 under B-IX**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,756.42**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

4. NIT No. KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/40
Name of the work : **Supply and delivery of Street Lighting system at different Roads and places in Ward No.-74 under Br-IX**. Estimated Amount : **Rs. 1,97,755.89**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

5. NIT No. KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/41
Name of the work : **Installation of insulating materials on the Street Light pole bodies at different places in Ward No.-74 under Br-IX**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,764.05**. Earnest Money : **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

6. NIT No. KMC/LTG/Z-III/IX/26-27/49
Name of the work : **Urgent restoration of Street Light poles at Judges Court Road, Alipore Road, Debendra Lal Khan Road and surrounding areas damaged due to storm on 23/06/2026 in Ward No.- 74 under Br-IX**. Estimated Amount : **Rs. 1,87,538.82**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **12 Days**.

7. NIT No. KMC/LTG/Z-III/VIII/26-27/44
Name of the work : **Repairing of high mast lighting system at 1, Gurupada Halder Road, 5A, Sadananda Road, 102A, Nepal Bhattacharya Road and other different places in Ward No.-83**. Estimated Amount : **Open Quotation**. Earnest Money : **6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of completion of bid : **21.09.2026** up to **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). Tender (Technical) Opening Date : **21.09.2026** at **4 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). The bid form and other details are available on and from **11.09.2026** from **2 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for Sl. No. 1 to 7).

8. NIT No. KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/46
Name of the work : **Supply and delivery of LED Lights fittings at Keyatala Road and surrounding areas in Ward No.- 86 under Br.-VIII**. Estimated Amount : **Rs. 1,93,756.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **15 Days**.

9. NIT No. KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/47
Name of the work : **Repairing and replacement of damaged pillar box at Monohar Pukur Road,Dover Terrace, Panditiya Road, Panditiya Terrace and surrounding areas in Ward No.-85 under Br.-VIII**. Estimated Amount : **Rs.1,94,399.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **20 Days**.

10. NIT No. KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/49
Name of the work : **Repairing and replacement of damaged pillar box at Sarat Chatterjee Avenue, S.R. Das Road, Sardar Shankar Road and surrounding areas in Ward No.- 87 under Br.-VIII**. Estimated Amount : **Rs. 1,82,721.00**. Earnest Money :**Rs. 3,800.00**. Period of Completion : **18 Days**. Last date and time of submission of bid : **22.09.2026** at **6 p.m.** (for Sl. No. 8 to 10). Bid opening date for technical proposal on **22.09.2026** at **6.30 p.m.** (Sl. No. 8 to 10). The bid form and other details are available on and from **11.09.2026** at **6 p.m.** (for Sl. No. 8 to 10). The website **https://wbtenders.gov.in** (Sl. No. 8 to 10).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/EE_PS/X/PODDAR/25-26 published in this Newspaper on **09/09/2026 (Key No. 464/26-27)** of **Parks & Squares Department** NIT No. will be read as **KMC/EE_PS/X/PODDAR/26-27** instead of KMC/EE_PS/X/PODDAR/25-26 **Name of the work** will be read as **"Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary vats at Poddar Nagar in WD No. 93 & Singhapukur at Golfclub Road in WD No.-94, Br-X"** instead of Deployment of labour for cleaning of Immersion Ghat including making temporary vats at Poddar Nagar in WD No. 93 & Singhapukur at Golfclub Road in WD No.-94, Br-X, (2025) all other information will remain same.

Corrigendum of (1) NIT No. : KMC/LTG/22/WD26/IV/ZII/26-27, (2) NIT No. : KMC/LTG/23/WD24/IV/ZII/26-27, (3) NIT No. : KMC/LTG/29/WD26/IV/ZII/26-27 published in this Newspaper on **20/08/2026 (Key No. 371/26-27)** of **Electrical/Lighting, Zone-II/Br IV, Department (for Sl. No. 1 to 3).** Last date and time of submission of bid will be read as **21/09/2026 at 2 p.m.** instead of 10/09/2026 at 2 p.m. Other terms and condition remain unchanged.

491/26-27

‘মাস্টার’-এর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে অস্কার ব্রুজোর ক্ষোভ যেন কিছুতেই থামছে না। লাল-হলুদের কোচ থাকার সময় থেকেই নানা ইস্যুতে ক্লাব কর্তাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। দল ছাড়ার পরেও সেই অসন্তোষের মাত্রা কমেনি, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র হয়েছে। সম্প্রতি একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে ফের শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি, যা নতুন করে আলোচনায় এনে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের অন্দরমহলের নানা প্রশ্ন। তবে ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে অস্কার ব্রুজো-র অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কোচিংয়েই দীর্ঘ ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় স্তরে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। পাশাপাশি, তাঁর হাত ধরেই প্রথম বার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে দল। ফলে সমর্থকদের কাছে তিনি শুধু একজন প্রাক্তন কোচ নন, বরং ক্লাবের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম সফল স্থপতি। আর সেই ব্রুজোই এ বার নাম না করে এক ‘মাস্টার’-এর বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, ওই ব্যক্তি ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে ফুটবলারদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করতেন। শুধু তাই নয়, দলের কৌশলগত গোপন তথ্য বাইরে পৌঁছে যেত বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এমন কণ্ড ম্যাচের আগে রেফারি ইস্টবেঙ্গলের পক্ষেই থাকবেন বলে মন্তব্য করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ তুলেছেন ব্রুজো। তাঁর এই বিস্ফোরক দাবিগুলি ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যা আরও একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে ক্লাবের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে একটি ফ্যান পেজের সঙ্গে বিতর্কের সূত্র ধরেই ফের মুখ খোলেন অস্কার। নিজের বক্তব্যে তিনি নাম না করে এক ব্যক্তিকে ‘মাস্টার’ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, দলের সঙ্গে থাকার সময় ওই ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে ফুটবলার এবং কোচিং স্টাফের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। অস্কারের অভিযোগ, একাধিক বার ড্রেসিংরুমে ঢুকে খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফের সদস্যদের সমালোচনা করতেন ওই ব্যক্তি। পরিস্থিতি সামলাতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ড্রেসিংরুম থেকে বের করে দিতে হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন প্রাক্তন কোচ। অস্কারের দাবি, ‘‘আমাকে একাধিক বার ড্রেসিংরুম থেকে মাস্টারকে বের করে দিতে হয়েছে। তিনি ড্রেসিংরুমে ঢুকে খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফের সদস্যদের সমালোচনা করতেন। এতে দলের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হতো এবং কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। আমি এটা কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারিনি। তাই দলকে রক্ষা করার জন্য আমাকে

হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।’’ ইস্টবেঙ্গলের গত মরশুমের শেষ ম্যাচের আগের একটি ঘটনাও সামনে এনেছেন অস্কার। তাঁর দাবি, সেই ম্যাচের আগে দলের কয়েক জন স্টাফকে ‘মাস্টর’ বলেছিলেন, রেফারি ইস্টবেঙ্গলের পক্ষেই থাকবেন। কিন্তু ম্যাচের পর সেই দাবি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। অস্কার লিখেছেন, ‘‘মরশুমের শেষ ম্যাচের আগে স্টাফেদের কয়েক জন সদস্যকে মাস্টার বলেছিলেন, রেফারি আমাদের পক্ষেই থাকবেন। পরে সেই দাবি সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়। যাঁরা ম্যাচটি দেখেছেন, তাঁরা জানেন রেফারি পুরোপুরি স্বাধীন ভাবে ম্যাচ পরিচালনা করেছিলেন।’’ এখানেই শেষ নয়। অস্কারের মতে, এই ধরনের মন্তব্য দলের ভিতরে ভুল ধারণা তৈরি করেছিল। তাঁর অভিযোগ, ‘‘এই ঘটনা দেখিয়ে দেয়, দলের ভিতরে কী ধরনের গল্প এবং ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল।’’ তবে তিনি ‘মাস্টার’ বলতে কাকে বোঝাচ্ছেন, তা স্পষ্ট করেননি অস্কার। ফলে তাঁর নিশানায় থাকা ব্যক্তিকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট নাম প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। অস্কারের সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগগুলির একটি দলের অভ্যন্তরীণ তথ্য ফাঁস হওয়া নিয়ে। তাঁর দাবি, দলের সঙ্গে সফরে যাওয়ার পিছনে ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্য ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করা ছিল না। বরং নিজের প্রভাব বজায় রাখা এবং দলের ভিতরের বিভিন্ন তথ্যের নাগাল পাওয়াই ছিল লক্ষ্য। অস্কারের সাফ বক্তব্য, ‘‘আমার অভিজ্ঞতায়, দলের সঙ্গে তাঁর সফর করার উদ্দেশ্য দলকে সমর্থন করা ছিল না। বরং নিজের প্রভাব বজায় রাখাই ছিল লক্ষ্য। তিনি বারবার দলের কাছাকাছি থাকতে এবং বিভিন্ন তথ্য জানতে চাইতেন।’’ এর পরেই দলের কৌশলগত তথ্য বাইরে চলে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, অনুশীলন, খেলার পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য প্রথম একাদশের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বারবার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছিল। অস্কার যোগ করেন, ‘‘স্ট্রাটেজি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য নিয়মিত ভাবে ফাঁস হওয়াটাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিল। আমাদের বারবার বলা হতো, অনুশীলন, খেলার কৌশল এবং সম্ভাব্য প্রথম একাদশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে যা প্রকাশিত হচ্ছে, তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ক্লাবের নেই। আমি এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারিনি।’’ এখানেও মোহনবাগানের উদাহরণ টেনেছেন তিনি। তাঁর দাবি, একই এলাকায় অনুশীলন করলেও মোহনবাগানের ক্ষেত্রে এমন ভাবে দলের ভিতরের তথ্য বাইরে চলে যাওয়ার ঘটনা নিয়মিত দেখা যেত না। অস্কারের কথায়, ‘‘মোহনবাগান পাশের মাঠে অনুশীলন করত। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এ ভাবে নিয়মিত তথ্য ফাঁস হওয়ার ঘটনা দেখা যেত না। আমাদের দলের কৌশলগত তথ্য বারবার বাইরে চলে যেত। কে খেলবে, কোন কৌশলে দল নামবে এবং দল কী ভাবে খেলবে- এ সব নিয়ে অপ্রয়োজনীয় ভাবে প্রকাশ্যে আলোচনা শুরু হয়ে যেত।’’ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সাফল্য এনে দেওয়া কোচের মুখে এ ধরনের অভিযোগ ঘিরে স্বাভাবিক ভাবেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। এর আগে দলের অন্দরমহলের তথ্য বাইরে যাওয়া নিয়ে তাঁর আপত্তির কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। এ বার সেই পুরনো অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ড্রেসিংরুমে হস্তক্ষেপ, ‘মাস্টার’-এর প্রভাব এবং দলের ভিতরে ভুল তথ্য ছড়ানোর মতো একাধিক দাবি। ‘মাস্টার’ আসলে কে, সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য এখনও অস্কার দেননি। তবে ময়দানের অনেকেই আন্দাজ করতে পারছেন, কার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন অস্কার।

কোনও রান না দিয়েই ৩ উইকেট!

১৩১ বছর পুরনো রেকর্ড ছুঁয়ে কাউন্টিতে ভেলকি মানবের

সংবাদ সংস্থা, কার্ডিফ, ১১ সেপ্টেম্বরঃ শূন্য রান। পকেটে তিন-তিনটি উইকেট! প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এমন ম্যাজিক ফিগার শেষবার দেখা গিয়েছিল ১৩১ বছর আগে। ১৮৯৫ সালের সেই অবিশ্বাস্য কীর্তি এবার ছুঁয়ে ফেললেন ভারতীয় স্পিনার মানব সুতার। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ওয়ারউইকশায়ারের জার্সিতে বল হাতে কার্যত ভেলকি দেখালেন তিনি। দুই ইনিংস মিলিয়ে রান খরচার খাতা সম্পূর্ণ শূন্য। অথচ নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে তিন উইকেট। গ্ল্যামরগনের বিরুদ্ধে তাঁর এই ম্যাজিকে ইনিংস ও ২৫৭ রানে বিশাল জয় পেল ওয়ারউইকশায়ার। কার্ডিফের সোফিয়া গার্ডেন্সে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ইতিহাসে মাত্র দ্বিতীয় বোলার হিসেবে এমন নজির লিখলেন মানব। এর আগে ১৮৯৫ সালে দ্য ওভালে ঠিক এই কীর্তি গড়েছিলেন টম হেওয়ার্ড। সারের বিরুদ্ধে লিসেস্টারশায়ারের হয়ে ৬ বল করে শূন্য রানে ৩ উইকেট ছিনিয়ে নেন তিনি। এবার সেই

অভিজাত তালিকায় যুক্ত হল ২৬ বছর বয়সি রাজস্থানের স্পিনারের নাম। ম্যাচে গ্ল্যামরগনকে নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করেন ওয়ারউইকশায়ারের বোলাররা। প্রথম ইনিংসে ৩৯১ রান তোলে মানবের দল। জবাবে গ্ল্যামরগন গুটিয়ে যায় যথাক্রমে মাত্র ৬৯ ও ৬৫ রানে। পেসারদের দাপটের ভিড়ে নিজের কাজটুকু নিখুঁতভাবে সেরে রাখেন মানব। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩টি বল করার সুযোগ পান। তাতেই মীর হামজার স্টাম্প ছিটকে দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ফের তাঁর স্পিন-জাদু। ২৪তম ওভারে হাতে বল। শুরু করেন মেডেন দিয়ে। পরের ওভারের প্রথম ৪ বলের মধ্যেই উইকেটরক্ষক ক্রিস কুক এবং ১০ নম্বর ব্যাটার জেমি ম্যাকইলরয়কে বোল্ড করে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মানবের তিন শিকারই ক্লিন বোল্ড। ব্যাটাররা তাঁর বলের ফ্লাইট বা টার্ন বুঝে ওঠার আগেই স্টাম্প উড়ে যায়। নিখুঁত নিশানায় বাজিমাত তরুণ স্পিনারের।

ইউএস ওপেনে মেয়েদের ফাইনাল ও ছেলেদের সেমি ফাইনালের সূচি চূড়ান্ত!

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফ্ল্যাশিং মিডোজে এবার ইতিহাস গড়ার হাতছানি। একদিকে মহিলাদের সিঙ্গলসে শীর্ষ বাছাইদের একাধিপত্য, তো অন্যদিকে পুরুষদের ড্রয়ে চূড়ান্ত নাটকীয়তা। চলতি ইউএস ওপেন পেতে চলেছে এক নতুন চ্যাম্পিয়ন। মহিলাদের ফাইনালে মুখোমুখি বিশ্বের সেরা দুই

তারকা। আর পুরুষদের সেমিফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রহর গুনছে টেনিসবিশ্ব। কিন্তু ভারতের দর্শকরা কখন, কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন এই মেগা লড়াই? নজর রাখা যাক সম্প্রচারের খুঁটিনাটিতে। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে মহিলাদের সেমিফাইনালে চলল পাওয়ার টেনিসের চূড়ান্ত প্রদর্শনী। বিশ্বের শীর্ষ চার বাছাই-ই উঠেছিলেন শেষ চারে। ট্রফির লড়াইয়ের পাশাপাশি জমেছিল বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর সিংহাসন দখলের লড়াইও। প্রথম সেমিফাইনালে ২০২৪ সালের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে ঘরের মাঠের তারকা জেসিকা পেগুলাকে স্ট্রেট সেটে চূর্ণ করেন দু’বারের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কা। পেগুলার বেসলাইন ডিফেন্স ভেঙে ৫-৫ অবস্থায় সার্ভ ব্রেক করেন বেলারুশিয়ান তারকা। দ্বিতীয় সেটে আর ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগই পাননি পেগুলা। সাবালেঙ্কা জেতেন ৭-৫, ৬-২ গেমে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২০২৩ সালের চ্যাম্পিয়ন কোকো গফকে হারিয়ে দেন এলিনা রিবাকিনা। প্রথম সেট হেরেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রিবাকিনার। দ্বিতীয় সার্ভে আক্রমণ শানিয়ে গফ প্রথম সেট জিতে নিলেও, আনফোর্সড এরর এবং ডাবল ফল্টের চরম খেসারত দেন তিনি। এই জয়ের সুবাদে প্রথমবারের জন্য ডব্লিউটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর জায়গাটি পাকা করে ফেললেন কাজাখ তারকা। ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ বিশ্বের দু’নম্বর সাবালেঙ্কা। মহিলাদের ড্র অনুমেয় হলেও, পুরুষদের ড্র একেবারে অপ্রত্যাশিত! প্রথম সেমিফাইনালে শীর্ষ বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভের সামনে আনসিডেড কারেন খাচানভ। চলতি মরসুমে নিজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের লক্ষ্যে রয়েছেন জেরেভ। অন্যদিকে, একের পর এক বাছাই খেলোয়াড়কে ছিটকে দিয়ে হার্ড কোর্টে প্রত্যাবর্তন খাচানভের। দ্বিতীয় সেমিফাইনালটি ঘিরে পারদ ক্রমশ চড়ছে। মুখোমুখি দুই আমেরিকান তারকা-অষ্টম বাছাই বেন শেলটন এবং একাদশ বাছাই ফ্রান্সেস টিয়াফো। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজকে হারিয়ে চমকে দিয়েছেন শেলটন। অন্যদিকে অনবদ্য পরিণত টেনিস খেলে তৃতীয়বারের জন্য মেজর সেমিফাইনালে টিয়াফো। এই অল-আমেরিকান মহারণের অর্থ, রবিবার অন্তত একজন মার্কিন তারকা ফাইনালে থাকছেনই। সময়ের পার্থক্যের কারণে ভারতীয় সময় অনুযায়ী ম্যাচগুলি গভীর রাতে এবং ভোরে সম্প্রচারিত হবে। টিভিতে স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে দেখা যাবে সরাসরি সম্প্রচার। স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, সিলেক্ট ২ এবং এইচডি চ্যানেলে চোখ রাখতে পারেন দর্শকরা। এছাড়া মোবাইলে বা অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিং দেখা যাবে জিওহটস্টার অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে।

এবার ফ্রান্সের সমর্থনও হারালেন ইনফান্তিনো

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ফিফার শীর্ষ পদে থাকা ইনফান্তিনোর আগামী বছরের নির্বাচনে জয়কেও মনে হচ্ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। তবে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিশ্বকাপের ৪.২ বিলিয়ন ডলারের শেয়ার বিক্রির ব্যর্থ পরিকল্পনার পর থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন তিনি। একাধিক মহাদেশীয় ও জাতীয় ফুটবল সংস্থা তার পদত্যাগ বা তাকে প্রতিস্থাপনের আহ্বান জানিয়েছে। এফএফএফ বৃহস্পতিবার যে বিবৃতি দিয়েছে, সেখানেও ফুটে উঠছে এই বাস্তবতা। যদিও প্রাথমিকভাবে ফিফা সভাপতিকে সমর্থন দেওয়া হয়েছিল, যিনি তখন তার নিজের উত্তরসূরি হিসেবে একমাত্র প্রার্থী ছিলেন, তবে সেই সমর্থনের শর্তগুলো আর পূরণ হচ্ছে না। গত ২৯ জুন এফএফএফ-এর সমর্থন প্রকাশের পর ফিফার পরিচালনা ও সভাপতির সাথে সরাসরি জড়িত এবং সুশাসনের মৌলিক নীতি ও ফুটবলের মূল্যবোধের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক একাধিক ঘটনা ঘটেছে। বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলার সংগ্রহের পরিকল্পনা ফাঁস হওয়ার পর তিনটি ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইনফান্তিনোর পদত্যাগের আহ্বান জানায়। এর মধ্যে ছিল উয়েফা (ইউরোপ), কনকাকাফ (উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান) এবং এএফসি (এশিয়া)। সমর্থন প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস এবং সার্বিয়ার স্বতন্ত্র ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে যোগ দিল এখন ফ্রান্সও। ইনফান্তিনোকে চ্যালেঞ্জ করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মনোনয়ন অবশ্যই ১৮ নভেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। যদিও এখনও পর্যন্ত আগ্রহী কারও কথা জোরালভাবে প্রকাশ্য হয়নি। তবে কনক্যাকাফ সভাপতি এবং বর্তমান ফিফা সহ-সভাপতি ভিক্টর মন্টালিয়ানি প্রার্থী হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোল উৎসব

সংবাদ সংস্থা, ম্যানচেস্টার, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বৃহস্পতিবার ইউনাইটেড জিতেছে ৪-০ গোলে। মাতেউস কুইয়া দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান ব্রুনো ফার্নান্দেজ। বিরতির আগেই আরেক গোল করেন বেনিয়ামিন শেশকো। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের অন্য গোলটি করেন লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। প্রায় ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২১ শট নিয়ে ১০টি লক্ষ্যে রাখতে পারে ইউনাইটেড। সাবাহর ১১টি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। বাছাই পেরিয়ে আসা প্রতিপক্ষকে শুরু থেকে চাপে রাখলেও, ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না ইউনাইটেড। তবে ২৭তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণেই গোল আদায় করে নেয় তারা।

মাঝমাঠে সাবাহ বল হারালে আক্রমণ শাণায় আয়োজকরা। কয়েক সতীর্থের পা ঘুরে বল পেয়ে ডি-বক্সের বাইরে থেকে গোলমুখে ক্রস বাড়ান প্যাট্রিক ডগু এবং ওখানে নিখুঁত এক টোকায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গোলের খাতা খোলেন কুইয়া। এই মরসুমে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের এটা প্রথম গোল। পিছিয়ে পড়ার আট মিনিটের মধ্যে পাল্টা জবাব দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায় সাবাহ। সতীর্থের দূরের পোস্টে বাড়ানো ক্রস দারুণ পজিশনে পেয়ে হেড পাশের জালে মারেন গত শনিবার ঘরোয়া লিগে হ্যাটট্রিক করা মিকেলস। বিরতির আগে তিন মিনিটে আরও দুই গোল করে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে নেয় ইউনাইটেড। ৪২তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফার্নান্দেজ। বেলজিয়ান মিডফিল্ডার ইউরি টিলেমান্সের কাটব্যাক পেয়ে, ১০ গজ দূর থেকে প্রথম ছোঁয়ায় শটে গোলটি করেন এই মিডফিল্ডার। মরসুমে তার গোল হলো চারটি। গত ৩০ আগস্ট প্রিমিয়ার লিগে ইপ্সউইচ টাউনের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। এরপর, দ্রুত শাণানো পাল্টা-আক্রমণে তৃতীয় গোলটি করেন শেশকো। ব্রায়ান এমবুমোর থ্রু পাস ধরে ডি-বক্সে এগিয়ে আসা গোলরক্ষককে কাটিয়ে বল জালে পাঠান স্লোভানিয়ার স্ট্রাইকার। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন শেশকো। গত রবিবার প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের সঙ্গে ২-২ ড্র ম্যাচে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। ৬৮তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলে ইউনাইটেড। ফার্নান্দেজের বুদ্ধিদীপ্ত ফ্রি কিকে ছয় গজ বক্সে বল পেয়ে, প্রতিপক্ষের দুজনের বাধার মুখে ব্যাকহিল করেন জির্কজি। গোলরক্ষক তালগোল পাকালে টোকায় বল জালে ঠেলে দেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মার্তিনেজ। প্রিমিয়ার লিগে প্রথম তিন রাউন্ডে মাত্র একটি ম্যাচ জিততে পেরেছে ইউনাইটেড। সেখানে পরের ম্যাচে তারা লড়বে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। ডার্বির আগে দারুণ জয়ে বাড়তি আত্মবিশ্বাস অর্জন করল দলটি।

বোদো/গ্লিম্‌টকে উড়িয়ে দিল বায়ার্ন

প্রথমার্ধে ফিনিশিংয়ে ভুগল বায়ার্ন মিউনিখ। চমৎকার সেভ করে তাদের অপেক্ষা বাড়ালেন নিকিতা হাইকিন। বিরতির পর আর মাঠে নামতে পারলেন না এই গোলরক্ষক। খেই হারাল বোদো৵গ্লিম্‌ট। আক্রমণাত্মক ফুটবলের পসরা সাজিয়ে জয় দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যাত্রা শুরু করল ভেসোঁ কম্পানির দল।

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ১১ সেপ্টেম্বরঃ ঘরের মাঠে বৃহস্পতিবার ৫-০ গোলে জিতেছে বায়ার্ন। জার্মান চ্যাম্পিয়নদের হয়ে জোড়া গোল করেছেন মাইকেল ওলিসে। জালের দেখা পেয়েছেন হ্যারি কেইন, জামাল মুসিয়ালা ও আলফুঁস ডেভিস। ম্যাচের শেষ কয়েক মিনিট সফরকারীরা খেলে ১০ জন নিয়ে। তেমন একটা সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় বায়ার্ন। জসুয়া কিমিখের ক্রসে খুব কাছ থেকে লুইস দিয়াসের হেড কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন বোদো/গ্লিমট গোলরক্ষক হাইকিন। ছয় মিনিট পর শট লক্ষ্যে রাখেন কেইন। তবে বায়ার্নের ইংলিশ স্ট্রাইকারের শট জোর ছিল না তেমন। সহজেই ফেরান গোলরক্ষক। ২২তম মিনিটে গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ারকে ব্যাক পাস দিতে গিয়ে বিপদ প্রায় ডেকে এনেছিলেন দাইয়ু উপামেকানো। তবে ভাগ্য ভালো এই ফরাসি ডিফেন্ডারের, তার শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্টের কাছ ঘেঁষে। ৩৪তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে কিমিখের গতিময় শট ফেরে পোস্টে লেগে। সাত মিনিট পর তার শট গোললাইন থেকে ফেরান হাইকিন। নতুন গোলরক্ষক নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করে বোদো/গ্লিমট এবং ৪৭তম মিনিটে পিছিয়ে পড়ে

তারা। কেইনের শট একজনের পায়ে লাগলে ডি বক্সে বল পেয়ে যান মুসিয়ালা। প্রথম স্পর্শ জাল খুঁজে নেন তিনি। ৫৮তম মিনিটে দূরের পোস্টে ক্রস পেয়ে একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি কেইন। নষ্ট হয় আরেকটি সুযোগ। তিন মিনিট পরেই গোলের জন্য ইংল্যান্ড অধিনায়কের অপেক্ষা ফুরায়। ওলিসের নিখুঁত ফ্রি কিকে চমৎকার হেডে জাল খুঁজে নেন ছন্দে থাকা স্ট্রাইকার। বায়ার্নের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৩৯ ম্যাচে তিনি করলেন ৩৪ গোল। ৬৬তম মিনিটে কিমিখ মাঝমাঠে বল হারালে দূরপাল্লার শট নেন আন্দ্রেয়াস হেলমেরসেন। লাইন ছেড়ে বেশ এগিয়ে থাকা নয়ার হয়তো বলের নাগাল পেতেন না। তবে তার ভাগ্য ভালো, বল বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। দুই মিনিট পর ডি বক্সের ভেতর থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি দিয়াস ও ইসমায়েল সাইবারি। ৭৭তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান ডেভিস। কর্নারের পর ডি বক্সের বাইরে বল পান তিনি। গতিময় শটে জাল খুঁজে কানাডিয়ান ডিফেন্ডার। কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষকের। ছয় মিনিট পর চমৎকার গোলে স্কোরলাইন ৪-০ করে ফেলেন ওলিসে। ডি বক্সের বাইরে বল পেয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে বুলেট গতির শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। ৮৭তম মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বোদো/গ্লিমট। কেইনকে ফাউল করায় লাল কার্ড দেখেন ওডিন বিয়োরটাফট। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে আরেকটি গতিময় শটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোলটি করেন ওলিসে। ঝাঁপিয়ে হাত ছোঁয়ালেও বলের জালে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি গোলরক্ষক।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com